প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ আষাঢ়, ১৩৪৬

প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভক্ত্যুপহারঃ

পরম-পূজ্যপাদ—

সকলসুধীকুল-সমাশ্রয়-কল্প-পাদপ—বহুল-যশশ্চন্দ্রিকোদ্ভাসিতবঙ্গ—

নিত্য-বাণী-কমলৈকবিলাস-নিলয়—কলিকাতাস্থ-রাজকীয়-

সংস্কৃতবিদ্যালয়স্য ভূতপূর্ব্বাধ্যক্ষ—মহামহোপাধ্যায়-

পদলাঞ্ছন—সি, আই, ই, ইত্যুপাধিক—

শ্রীল-শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয়—

কর-কমল-কর্ণিকান্তরেষু।

মহাত্মন্!

সর্ব্বথা সার্থকং খলু তেষামেব জীবিতং; যে চ নানাপূজোপকরণ সম্ভারৈঃ স্বাভীষ্ট-দৈবতং কিল যথেপ্সিতং পরিপূজ্য, তৎ-সন্তোষ-সমুৎপাদনায় যতন্তে। যে বা আত্মনঃ সদভিলসিতানামংশতোঽপি পরিসম্পাদন-ক্ষমাঃ। মূঢ় স্তাবদহং পূজোপকরণ-পরিশূন্যো হি, লোক-লোচন-দর্শনপথাদ্বিনিঃসৃতা, দিবাভীতকৌশিক ইব একান্তে নিবসামি। মনোরথা হি নাম ক্ষণ বিলসদ্দামিনীব মনস্যুত্থায় চৈব বিলীয়ন্তে। কেবল মনুদিনং হি, সংসার-সংগ্রাম-ব্রণিত-হৃদয়ং মে প্রতিপদ মবসাদ এব নিতরাং পরিবাধতে। অতস্তাবৎ কালে বহুতিথে-গতে, ভবৎ-পদারবিন্দ-পরিদর্শনেনাত্মসাফল্য-সমুৎপাদনার্থ মহমাগতোঽস্মি। মহাত্ম্য-সন্দর্শনলিপ্সা হি কেষাং বা মনসি ন বলবতী জায়তে? শ্যামলতরুচ্ছায়ামাশ্রিত্য কো বা ন আতপ-তাপং নিবারয়িতুকামাঃস্যুঃ? সর্ব্বথা দেবপাদানাং সহজবৎসলতয়া ন কোঽপি কথমপি বঞ্চয়িতব্যম। এতাবতা বিশ্বাসেনৈব সাম্প্রত মহং সাহসিকো নির্গন্ধকিংশুককুসুমমাল্যমেকং বিরচয্য তত্র ভবতো ভবতঃ সকাশ মুপাগতোঽস্মি, ত[illegible] চাপল-প্রণোদিতস্য মে "মগধবিজয়নামগীতাভিনয়" মিমম্।

ভবদা[illegible] [illegible] [illegible]াবনতস্য—

অঘোর চন্দ্র [illegible]র্ম্মণঃ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কৃষ্ণ	মথুরাপতি	বিদূষক	ঐ বয়স্য
বলরাম	ঐ জ্যেষ্ঠ	বৃদ্ধ-মন্ত্রি	ঐ সুমন্ত্রণা-দাতা
শিব	কৈলাস-পতি	যুধিষ্ঠির	ইন্দ্রপ্রস্থের অধিপতি
নারদ	দেবর্ষি	ভীম, অর্জ্জুন	ঐ ভ্রাতৃদ্বয়
উদ্ধব	কৃষ্ণসখা	নন্দ	ব্রজরাজ
নন্দি	শিব-দাস	সহদেব	জরাসন্ধ-পুত্র (কৃষ্ণভক্ত বালক)
জরাসন্ধ	মগধেশ্বর (কৃষ্ণদ্বেষী)		

শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, মগধসেনাপতি, যাদবসেনাপতি, ঘাতক, প্রহরী, ঘোষণা-প্রচারক, মগধ-সৈন্য, যাদব-সৈন্য, মগধদূত, যাদবদূত, বন্দি-নৃপগণ, ছদ্মবেশি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বেশি-উদ্ধব, ব্রজবাসি-বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

দুর্গা … …	কৈলাসেশ্বরী
পাগলী-মা … …	ছদ্মবেশধারিণী দুর্গা
রাধা …	বৃন্দাবনেশ্বরী
বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, শ্যাম	ঐ সখীগণ
রাণী … …	জরাসন্ধ-পত্নী
অস্তি, প্রাপ্তি … …	ঐ তনয়াদ্বয় (কংস-পত্নী)
যশোদা … …	নন্দ-পত্নী

ভাগ্যলক্ষ্মী, মায়া, আশা, নেশা, পিয়াসা, প্রভৃতি, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি

মাধব-লীলা

বা

মগধ-বিজয় গীতাভিনয়

প্রথম অঙ্ক

স্থান—মগধপুরী

রণবেশে অস্তির প্রবেশ

অস্তি। (উত্তেজিত হইয়া)

প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা সার।

প্রতিহিংসা মূলমন্ত্র।

নাহি অন্য ধ্যান, নাহি অন্য জ্ঞান,

উপাসনা প্রতিহিংসা।

বৈধব্যপালন, ব্রত, উপবাস—

একমাত্র প্রতিহিংসা।

শোণিতের শেষ বিন্দু সনে,

প্রতিহিংসা মিলাইবে;

নতুবা এ দুর্দ্দম পিপাসা—

দূর নাহি হবে।
যেদিনে সেই–
পতিহন্তার পাপ-তুণ্ড—
খণ্ড খণ্ড করি, পাড়িয়া কৃপাণে,
উত্তপ্ত রুধির-ধারা,
রণোন্মত্তা চামুণ্ডার ন্যায়,
পান করি মিটাইব প্রাণের পিপাসা ;
সেই দিন হবে পূর্ণ সাধ।
কে বলে অবলা, নাহি জানে রণ ?
নাহি জানে কঠিনা সাজিতে ?
চক্ষু মেলি দেখিবে জগৎ,
পতি-হারা বীরবালা—
কেমনে বিপক্ষ-পক্ষ করিবে দলন।
কেমনে সেই ক্ষুদ্র গোপাত্মজে,
করি ছিন্ন-মুণ্ড—
বামপদে বিমর্দ্দিব দেখিবে ত্রিলোক।
ওহো :—
পতি-শোক, শেলসম বিঁধিয়া মরমে,
অহরহঃ দিতেছে যাতনা।
না পারিব, বীরাঙ্গনা হ'য়ে,
দুর্ব্বলার সম শোকানল অন্তরে পুষিতে
শিখি নাহি কভু—
পিঞ্জর-আবদ্ধ বিহঙ্গিনী মত,
দিবানিশি একান্তে তিষ্ঠিতে।

আজ হ'তে পুনঃ,
বজ্রসম দৃঢ় করি বাঁধিব হৃদয়।
দৃঢ়মুষ্টি ধরি অসি, হ'য়ে এলোকেশী,
অক্ষিদ্বয় করিব ঘূর্ণন।
রণোন্মাদে উন্মাদিনী সাজি,
নাচিব আহব-মাঝে।
হুহুঙ্কারি কাঁপাব ব্রহ্মাণ্ড।
নরমুণ্ড কাতারে কাতারে,
পাড়িব এই ভীম করবালে।
অসংখ্য কবন্ধশ্রেণী পিশাচের সহ,
থিয়া থিয়া নাচিবে তাণ্ডবে।
শকুনি গৃধিনী মহানন্দে মাতি,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িবে চৌদিকে।
যাই, তবে যাই,
বিলম্ব না সহে আর।
ধৈর্য্য নাহি মানে মন।
শ্মশান ভুবন, শ্মশান ভবন,
শূন্য দশ দিক্।
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে,
নাহি সাধ সংসারে থাকিতে।
যাই যাই ঝাঁপ দিগে সমর-তরঙ্গে।

(কিঞ্চিৎ প্রস্থান ও সম্মুখে জরাসন্ধের প্রবেশ)

জরা। (গতিরোধ করিয়া)
কে রে রণকল্যাণি আমার!

কোথা যাস্ মা! রণসাজে ?

অস্তি। পিতঃ! পিতঃ!

পতি-হত্যার প্রতিহিংসা সাধিবার তরে,

যায় অস্তি মথুরা নগরে।

জরা। পাগলিনী মা আমার! স্থির হ।

অস্তি। পিতঃ! পিতঃ!

স্থির নাহি হয় মন।

অস্থির অন্তরে অসহ্য যাতনা।

দিবানিশি দাবানল জ্বলিছে হৃদয়ে।

পিতঃ গো!

পড়ে মনে অহরহঃ,

মথুরা-নগরে, ক্ষুদ্র গোপ-শিশু,

মল্লযুদ্ধে বধিল মথুরানাথে।

ছিঃ ছিঃ লজ্জা হয় মুখ দেখাইতে।

হীনবল কুরঙ্গ-শাবকে,

বিনাশিল কেশরীর প্রাণ!

তাই পিতঃ আজি,

সাজিল সমর-সাজে তনয়া তোমার।

বীরবালা বীর-কর্ম্মে হ'য়েছে নিপুণা,

প্রতিহিংসা করিবে সাধন।

জরা। অস্তি! অস্তি!

জাগাইলি নিদ্রিত পিতাকে।

মাতাইলি নবীন উৎসাহে।

ধন্য, ধন্য পুত্রি! তুই।

বীর-তেজ ফুটিয়াছে ও কোমল দেহে।
বীরাঙ্গনা বীরের কুমারী,
সার্থক জনম তোর!
হো:—
হেরি তোর বৈধব্যের বেশ,
শোক-তন্ত্রী উঠে রে বাজিয়ে।
ক্ষোভে ক্রোধে হই আত্মহারা।
আজন্ম-পোষিত আশা,
জীবনের সাধ, এইবার পূর্ণের সময়।
পাইয়াছি অবসর।
মা গো! পতি-ঘাতী তোর,
এইবার পাবে প্রতিফল!
বিশ্বজিৎ মহাযজ্ঞে জ্বলন্ত-বহ্নিতে,
পূর্ণাহুতি হবে সেই বসুদেবাত্মজ।
কি কাজ মা! রণসাজে তোর?
প্রতিহিংসা পিতা ভাল জানে।
যাও তুমি অন্তঃপুরে,
পিতা তব যায় রণে।

অস্তি। পিতঃ! বড় সাধ মনে,
রণরঙ্গে মাতিব পুলকে;
স্বহস্তে সেই গোপসুতে,
শাস্তি দিব প্রচণ্ড আহবে।
শান্তি পাব অশান্ত-অন্তরে।
পিতঃ! ধরি পদে,

ক'র না নিষেধ।
দাবদগ্ধা কুরঙ্গিণী নাহি শান্তি পায়।
(সদুঃখে) কার কাছে যাব, কার কাছে রব,
যার কাছে যাব, যার কাছে রব,
সে ত চ'লে গেছে ছেড়ে।
কত দূরে ?
উঃ—বহুদূরে চ'লে গেছে।
দিয়ে গেছে স্মৃতি আর প্রতিহিংসানল।
জ্বালিয়াছি সে অনল হৃদয়-কন্দরে।
শত্রুর শোণিত বিনে,
নিভিবে না সে অনল কভু।

জরা। ওমা অস্তি !
না কাঁদাও আর মোরে।
না পারি হেরিতে তোর অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
সুকুমার অঙ্গ তোর আভরণ-হীন,
রুক্ষ কেশ, রুক্ষ বেশ, বিরস বদন,
সীমন্ত সিন্দূরশূন্য, শূন্য দৃষ্টিপাত,
অশনি-সম্পাত যেন হয় মর্ম্মস্থলে।
ওঃ—বৃথা অনুতাপ এবে।
ঘুণাক্ষরে যদি জানিতাম বৎসে !
ভুজঙ্গ-বিবরে পশি দুর্ব্বল মণ্ডুক,
বিনাশিবে ভীম ফণিবরে।
তা হ'লে মা ! সেই দণ্ডে, সেই ক্ষণে,
সেই যজ্ঞালয়ে, মশক সমান,

অঙ্গুলে পিশিয়ে, (সেই) গোপকুলাঙ্গারে,
করিতাম সেই দিনে শেষ।
তাই বলি মা গো !
সেই যজ্ঞ-কথা ভুলি,
অনুতাপানলে দগ্ধ ক'র না আমায়।
শোন বৎসে !
নহে এই শোকের সময়,
প্রতিশোধ লইবারে চল যুদ্ধে যাই।
প্রতিষেধ না করিব তোরে।
শক্র-রক্তে অবগাহি পিতা-পুত্রী আজি,
ঘুচাব মনের ব্যথা, মনের কালিমা।

প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। একি ! কোথা যাবে পিতঃ ! কোথা যাবে দিদি !
রণ-সাজে সাজি ?

অস্তি। যাব বোন্ বহুদূরে !
পতি-হত্যার প্রতিশোধ নিতে,
পতিহন্তায় বিনাশ করিতে,
যাব বোন্ বহু দূরে।
পুরে যদি আশা,
পুনঃ দেখা হবে,
নতুবা এই শেষ দেখা,
অস্তি আর না ফিরিবে গৃহে।

প্রাপ্তি। প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ নিতে ?

পতিহত্যার প্রতিশোধ নিতে ?
কেন তব হেন মতি বোন্ ?
প্রতিশোধে মিটিবে কি প্রাণের যাতনা ?
যে আগুন জ্বলিছে হৃদয়ে,
নিভিবে কি সে আগুন শত্রুর-শোণিতে ?
যার তরে এ যাতনা দিদি !
সে ত ফিরে আসিবে না আর।
অদৃষ্টের দোষে,
পাই মোরা মনস্তাপ।
নারীজন্ম দিয়েছেন বিধি !
থাকি মোরা নারীর মতন।
ইহকালের সুখ-আশা,
দিছি জলাঞ্জলি।
করি পূজা পার্ব্বতী-চরণ,
পরকালে পাব পতি,
মিলিব সে পতি-সনে,
বৃথা রণে কিবা ফল দিদি !

গীত

(দিদি) কেন গো বলনা, হইয়ে ললনা, ক'রেছ বাসনা, করিবারে রণ।
বিধি ক'রেছেন রমণী, রহিব রমণী,
(নারী-জনম বড় দুঃখের জনম) (মোরা থাকিব গো নারীর মতন)
দিদি, সাজেনা রমণীর সমরে গমন।
দিদি, যে অনলে প্রাণ জ্বলে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে,

পাপ-সমর-বারিতে, সে জ্বালা নিবারিতে,
(দিদি, পাপের আগুন জুড়াবে না) (সেই জ্বালার জ্বালা প্রবল হবে)
বৃথা সাধ চিতে করি গো বারণ ॥

দিদি, পূজি মা অভয়া-পদ,
পাব অন্তে অভয় পদ।
সে যে মুক্তিপ্রদ পদ, শান্তি-হৃদ-কোকনদ,
(পদে পতি-পদে হবে মিলন) (সে মিলনে বিরহ নাই গো)
নাশিবে বিপদ জনম-মরণ ॥

অস্তি। কর্ তুই ব্রত-আচরণ।
থাক্ তুই পরকাল নিয়ে।
না পারিব তোর মত যাতনা সহিতে।
নাহি চাহি স্বর্গের দুয়ার।
গতি মুক্তি নাহি চাহে মন।
ভক্তি, শ্রদ্ধা, সাধন, ভজন,
নাহি জানে হৃদয় আমার।
স্থান নাই এ হৃদয়ে নিষ্কাম-ব্রতের।
নাহি জানি আত্ম-বলিদান।
হৃদয়ের প্রবল-প্রবাহে,
ধৈর্য্য-বাঁধ গিয়াছে ভাসিয়া।
সেই স্রোতে, উত্তাল-তরঙ্গে,
নাচিতেছে, ছুটিতেছে সদা,
একমাত্র প্রতিহিংসা।
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে,
পর্ব্বতে, গহনে,

যেদিকে নেহারি,
সেই দিকে দেখিবারে পাই,
জলন্ত অক্ষরে যেন র'য়েছে লিখিত,
একমাত্র প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা।

জরা। মা প্রাপ্তি!
কেন মিছে দিতেছ প্রবোধ?
অস্তির অস্থির-হৃদে,
না তিষ্ঠিবে প্রবোধ-বচন।
পতি-হত্যার প্রতিশোধ নিতে,
সাজিয়াছে রণসাজে।
যাবে অস্তি মম সাথে।
পিতা-পুত্রী উভয়ে মিলিয়া,
নাশিব অরাতিদল।
ক'র না নিষেধ প্রাপ্তি!
থাক তুমি অবলার সম।
পূজ তুমি দেবীর চরণ।
যাই মোরা করিবারে রণ।
(অস্তির প্রতি)
আয় মা!
শিবের মন্দিরে গিয়ে, পূজি বিশ্বনাথে,
হর হর বম্ বম্ রবে,
করি যাত্রা ভীষণ-সমরে।

(জরাসন্ধ ও অস্তির প্রস্থান)

প্রাপ্তি। (স্বগতঃ) তাই ত, পিতা এবং দিদি উভয়েই আজ উত্তেজিত হ'য়ে, সমর-সাগরে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হ'লেন; কিন্তু এর পরিণামফল যে সুফল হবে, তা ত আমার বোধ হ'চ্ছে না! আমি দেব অক্রূরের নিকট শুনেছি যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি—এই ভূ-ভার হরণ কর্‌বার জন্য, কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। সেই কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কি কারও নিস্তার আছে? শেষে কি দিদির বুদ্ধিদোষে, পিতার কোনও বিপদ উপস্থিত হবে! নারীর বুদ্ধিতে কাজ ক'র্‌লে, সে কাজে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলে। লঙ্কেশ্বর রাবণ, আপন ভগ্নী সূর্পণখার পরামর্শে সীতাহরণ ক'রে, শেষে সবংশে সংহার হ'লেন। সীতার কথা শুনে রামচন্দ্র, সোনার হরিণ ধ'র্‌তে গিয়ে অবশেষে সীতা-হারা হ'লেন। রাজা দশরথ, কৈকেয়ীর কুপরামর্শে, রামকে বনে দিয়ে শেষে 'হা রাম! হা রাম!' ব'লে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন। তাই মনে বড় ভয় হ'চ্ছে যে, পিতারও পাছে সেই দশা ঘটে। হায়! আমরা এমনই কুলনাশিনী হতভাগিনী জন্মেছিলেন যে, যে কুলেই যাই, সেই কুলকেই অকূল বিপদ-সাগরে ডুবায়ে দি। হায়! যে দিন সেই জীবনের সম্বল, ইহ পরকালের গতি, সংসার-বৃক্ষের অমৃতফল, রমণী-হৃদয়ের অমূল্য-নিধি, সতীর পরমদেবতা পতি-ধনে বঞ্চিত হ'লেম; যেদিন সেই পতিসঙ্গে সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা সব চিরদিনের মত বিসর্জ্জন ক'রেছিলেম; সেই দিন, সেই দিন কেন, সেই প্রাণনাথ মথুরেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে, এই পাপ জীবন-তৃণও ভস্মীভূত হ'ল না! আত্মহত্যা মহাপাপ; তাই আত্মহত্যা ক'রে পতি-শোকানল নির্ব্বাণ ক'র্‌তে পারি নে। (করপুটে উদ্দেশে)

ওমা মহামায়ে! মা! মা গো! একবার এই পতিহীনা পাগলিনী প্রাপ্তির প্রতি কি কৃপা ক'র্‌বিনে মা? আমি যে স্বামি-শোক আর সহ্য ক'র্‌তে পারিনে মা! শান্তিময়ি! তোর সন্তানকে একবার শান্তিবারি দান কর্। (দেখিয়া) ঐ যে, সহদেব এইদিকে আস্‌ছে, এই বেলা চ'খের জল মুছে ফেলি। (অশ্রুমার্জ্জন)

সহদেবের প্রবেশ

সহ। এই বুঝি দিদি! তুমি আর কাঁদ্‌বে না ব'লেছিলে?

প্রাপ্তি। না ভাই! আমি ত আর কাঁদিনি।

সহ। হ্যাঁ দিদি! তুমি কাঁদনি? আমার কাছে লুকাচ্ছ? আমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছি। আমায় আস্‌তে দেখে, অম্‌নি চ'খের জল পুঁছে ফেল্লে। ঐ যে, এখনও চ'খে জল লেগে র'য়েছে। দেখি দিদি! আমি পুঁছে দি। (চক্ষু মুছাইয়া) হ্যাঁ দিদি! তুমি মা মা ব'লে কাকে ডাক্‌ছিলে গা? আমাদের ঘরের মা ছাড়া কি, আরও এক মা আছেন?

প্রাপ্তি। হ্যাঁ ভাই! আরও একজন মা আছেন।

সহ। কৈ দিদি! সে মাকে ত আর কখনও দেখি নাই। সে মা কোথায় থাকেন?

প্রাপ্তি। সে মা ঐ উপরে থাকেন।

সহ। সে মাও কি আমাদের ঘরের মায়ের মত কোলে ক'রে খাবার দেয়?

প্রাপ্তি। সে মা আরও যত্ন ক'রে খাবার দেয়। সে মায়ের কোলে উঠ্‌লে, আর নাম্‌তে সাধ হয় না। আর সে মা যে খাবার খেতে দেয়, তা খেলে, আর কখনও খিদে পায় না।

সহ। সে মায়ও কি তবে আপনার ছেলে আছে ?

প্রাপ্তি। ভাই রে! জগতের সকলই যে তাঁর আপন ছেলে।

সহ। তবে তুমি এত ক'রে ডাক্‌লে, কিন্তু কৈ, সে মা ত তোমার ডাক শুন্‌লে না।

প্রাপ্তি। ভাই! আমি যে তেমন ক'রে ডাক্‌তে পারিনে। তাঁকে ডাক্‌তে হ'লে যে, আর সব ভুলে যেতে হয়। আর কিছুতে মন থাক্‌লে সে মা ডাক্ শোনেন না।

সহ। তবে দিদি! তুমিও আমায় ভুলে যাবে। সে মাকে পেলে তবে আর আমাকে কোলে ক'র্‌বে না ?

গীত গাহিতে গাহিতে পাগলী-মার প্রবেশ

গীত

পাগল আমার রয়না ক ঘরে।
পেঁত্‌নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে শ্মশানে ঘোরে॥
কেমন মন তার যায় না জানা, ভুলায় তারে কত জনা,
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে দানা, আমায় জ্বালাতন করে॥
পাগল বড় ভালবাসি, পাগল নিয়ে কাঁদি হাসি,
পাগল তরে দিবানিশি, আমার মন কেমন করে॥

পাগলী। আমার পাগল কোথায় গেল গা, হি, হি, হি।

প্রাপ্তি। হ্যাঁগা, তুমি কে গা ?

পাগলী। আগে আমায় মা ব'লে ডাক্, শেষে তোকে আমার নাম ব'ল্‌ব।

প্রাপ্তি। মা! তোম্ নাম কি ?

পাগলী। আমার নাম পাগলী-মা গা। (সহদেবকে দেখাইয়া) এটী কে মা ?

প্রাপ্তি। এটি আমার ভাই, নাম সহদেব।

পাগলী। এস ত বাবা! পাগলী-মার কোলে এস।

সহ। দিদি! পাগলের কোলে যাব?

প্রাপ্তি। যাও ভাই! পাগলি-মার কোলে যাও।

পাগলী। (সহদেবকে কোলে করিয়া) ডাক দেখি বাবা! আমায় একবার পাগলী-মা ব'লে ডাক!

সহ। পাগলী-মা! তুমি ঐ ডাক শুন্‌তে ভালবাস?

পাগলী। খুব বাসি বাবা! খুব বাসি। হি, হি, হি।

সহ। আর বুঝি কেউ তোমায় ডাকে না?

পাগলী। কত লোকে ডাকে বাবা! আমি দিনরাত কেবল ডাক্‌ শুনে বেড়াই।

প্রাপ্তি। (স্বগতঃ) আহা! না জানি অভাগিনী কোন্‌ দুঃখে পাগলিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর পাগলিনীর কথাগুলিতে যেন কত মমতা মাখান র'য়েছে। (প্রকাশ্যে) পাগলী-মা! তুমি কিসের জন্য পাগল হ'য়েছ গা?

পাগলী। ওমা! সে বড় অনেক কথা মা! অনেক কথা। আমার পাগলই আমায় পাগল ক'রেছে! আমার সে নিজেও পাগল, তাই আমাকেও পাগলী ক'রে রেখেছে। জানিস্‌ ত মা! যে যেমন, সে তেমনটী চায়। হি, হি, হি।

প্রাপ্তি। আচ্ছা পাগলী-মা! তোমার পাগল তোমায় ভালবাসে ত?

পাগলী। ভাল বাসে মা। ভাল বাসে। খুব ভাল বাসে। তবে জান কি মা! পাগলের মন, সব সময়ে ঠিক থাকে না। সে আমার বড্ড ভোলা, তাই সময় সময় সব ভুলে, গঙ্গার কাছে গিয়ে প'ড়ে থাকে। গঙ্গাজল সে আমার বড়ই ভাল-

বাসে। সকলে গঙ্গার জলে নেবে ডুব দেয়, আর পাগল সে জল একেবারে মাথায় ক'রে রাখে। মাথা গরম কি না? তাই গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে। হি, হি, হি।

প্রাপ্তি। হাঁ পাগলী-মা! তোমায় কে খেতে দেয়?

পাগলী। আমাকে কত লোকে খেতে দেয় মা।

প্রাপ্তি। তোমাদের থাক্‌বার ঘর আছে গা?

পাগলী। হাঁ মা! আমাদের বনের ভিতর একখানা কুঁড়ে-ঘর আছে। সে এখান থেকে অনেক উত্তরে। তুই সেখানে যাবি মা? আমার পাগল তোকে দেখ্‌লে বড়ই খুসী হবে। একদিন তোকে সেখানে নিয়ে যাব। যাবার সময় আমার পাগলের জন্য কিছু বেলপাতা নিয়ে যাস্‌। সে বেলের পাতা বড্ড ভালবাসে।

প্রাপ্তি। তোমার পাগলও কি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়?

পাগলী। বেড়ায় মা! বেড়ায়; পাগল আমার শ্মশানে মশানে দিন-রাত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

সহ। শ্মশানে বেড়ায়, তবে তার বুঝি ভূতের ভয়, সাপের ভয় নাই?

পাগলী। না বাবা! তার সে ভয় নাই। সে যেন কি মন্তর জানে, সেই মন্তর দিয়ে ভূতগুলোকে সাপগুলোকে বেশ বশ ক'রে রেখেছে। কি ব'ল্‌ব বাবা! বিষ খেয়েও বিষ হজম ক'রে ফেলে।

প্রাপ্তি। আচ্ছা পাগলী-মা! তোমার স্বামী পাগল হ'লেন কেন গা?

পাগলী। কি জানি মা! জিজ্ঞেস্‌ ক'র্‌লে তা বলে না। দেখ্‌তে পাই, কেবল হরিবোল ব'লে নেচে বেড়ায়। হরিনাম ক'র্‌লে তার চো'খ বেয়ে জল পড়ে। সে বলে যে, হরিনামে যম পালায়,

হরিনামে খিদে তেষ্টা কিছুই থাকে না। তবে যাই মা! যাই।
ঐ যে পাগল আমায় ডাক্‌ছে, পাগলের জন্য প্রাণ কেমন করে
মা! বেশীক্ষণ পাগল ছেড়ে থাক্‌তে পারিনে। হি, হি, হি।

সহ। পাগলী-মা! কি নাম ব'ল্‌ছিলে। আর একবার ঐ নাম বল
ত, বড় মিষ্টি লাগছে।

পাগলী। বড় মিষ্টি বাবা! বড় মিষ্টি। হরিবোল, হরিবোল। তুমি
একবার বল দেখি, তোমার মুখে আরও মিষ্টি লাগবে।

সহ। হরিবোল, হরিবোল। আ—পাগলী-মা এমনধারা মিষ্টি নাম ত
আর কখনও শুনিনি। বলি—আর একবার বলি—

সুরে—

হরি বল, হরি বল, হরি বল।

পাগলী মা! হরি কার নাম? হরি কোথায় থাকেন? তাঁর
বাড়ী কোথায়? আমায় একবার ব'লে দাও না।

পাগলী। পাগল আমায় ব'লেছে, হরি বৃন্দাবনে গোপের ঘরে জন্ম-
গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর এক নাম কৃষ্ণ, যে কৃষ্ণ ধড়াচূড়া প'রে,
বাঁশরী নিয়ে, গোঠে গোঠে রাখালদের সঙ্গে ধেনু চরায়ে
বেড়াতেন! যে কৃষ্ণ এখন মথুরায় এসে কংশ-বধ ক'রে রাজা
হ'য়েছেন। (প্রাপ্তির দিকে চাহিয়া) ও কি মা! হঠাৎ তোর
মুখখানা অমন শুকিয়ে গেল কেন গা?

প্রাপ্তি। পাগলী-মা! আমার এই পোড়াকপাল সেই মথুরাতেই
পুড়েছে। এই হতভাগিনীই সেই মথুরাপতির পত্নী ছিল। সেই
পতি-শোকেই আমি দিবানিশি দগ্ধ হ'য়ে বেড়াচ্ছি। কিছুতেই
আর শান্তি পাচ্ছি না।

পাগলী। শান্তি পাবি মা! শান্তি পাবি। প্রাণ জুড়াবে গো জুড়াবে!

সব ভুলে যা মা! সব ভুলে যা। তুই যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে, তোর কি কখনও কষ্ট হ'তে পারে? তবে যাই মা! যাই।

সহ। পাগলী-মা! আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমাকে সেই হরির বাড়ীতে নিয়ে চল, আমি তাকে দেখ্‌ব। তার নাম শুনে, তাকে দেখ্‌বার জন্য বড় সাধ হ'য়েছে!

পাগলী। (স্বগতঃ) হাঁ, এতক্ষণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। কৌশলে সহদেবকে কৃষ্ণ-ভক্ত ক্‌রবার জন্যই, আমি পাগলিনীবেশে, কৈলাস থেকে এই মগধে এসেছি। সহদেবকে হরিনাম প্রদান কর্‌বার প্রথম উদ্দেশ্য,—শিবভক্ত জরাসন্ধের বংশ রক্ষা করা; কারণ, জরাসন্ধ পরম শৈব হ'লেও, ঘোরতর কৃষ্ণদ্বেষী, এবং সম্প্রতি আবার সেই কৃষ্ণ-সঙ্গে বিরোধ ক'র্‌তে মথুরায় গমন ক'রেছে। কৃষ্ণের কোপানলে ক্ষুদ্রমতি জরাসন্ধ, পাবকে পতঙ্গবৎ শীঘ্রই ভস্মসাৎ হবে। সেই জরাসন্ধের জন্যে পাছে-তার বংশ পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়, এই আশঙ্কায় আমি সহদেবকে কৃষ্ণ-ভক্ত কর্‌তে এসেছি; কেননা, কৃষ্ণ-ভক্তের কখনও বিনাশ নাই। আর আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সহদেবকে হরিপ্রেমের পাগল ক'রে, প্রেমিক বালকের মুখে মধুর হরিনাম শ্রবণ ক'র্‌ব। স্বহস্তে তরু রোপণ ক'রে, সেই তরু যদি কালে ফলবান্ হয়, তাহ'লে সেই রোপণকর্ত্তার মনে যেমন পরমানন্দ-সঞ্চার হয়, আমিও তেমনি সুকুমারমতি সহদেবের হৃদয়-ক্ষেত্রে, হরিনাম-বীজ বপন ক'র্‌লেম। কালে যখন এই বীজ—মহাবৃক্ষে পরিণত হ'য়ে, অভীষ্টফল ধারণ ক'র্‌বে, তখন আমি বিনা সাধনায়, ঐ সাধন-বৃক্ষ হ'তে ফললাভ ক'রে, পরমানন্দ লাভ ক'র্‌ব, সন্দেহ নাই।

সহ। কি ভাবছ পাগলী-মা! আমাকে হরির বাড়ীতে নিয়ে যাবে না? আমায় তোমার কোলে ক'রে নিয়ে যেতে হবে না, আমি চ'লে যেতে পার্‌ব।

পাগলী। বাবা! পাগল আমায় ব'লেছে, হরিকে ডাকতে হ'লে, তাঁর বাড়ীতে যেতে হয় না, মন-প্রাণ খুলে ঘরে ব'সে ডাক্‌লেই, সেই দয়ালচাঁদ এসে উদয় হন। বাবা! তুমিও তাঁকে একমনে ঘরে ব'সে বাহু তুলে ডাক, তাহ'লে তুমিও তাঁর দেখা পাবে, তোমাকেও তিনি দয়া ক'র্‌বেন।

গীত

ডাক হরি ব'লে, দু'বাহু তুলে, পাবি কুতুহলে হরি-দরশন।
সে যে বড় দয়াল হরি, শুন্‌লে হরি হরি,
ভক্তে কৃপা-বারি করে বিতরণ॥
ভক্তি-ডোরে তারে যে করে বন্ধন,
থাকে না রে তার আর ভবের বন্ধন,
হরিনামে হয়, শমন-পরাজয়,
করেন মৃত্যুঞ্জয় যে নাম সাধন॥
হরিনাম-সুধা-পানে ক্ষুধা হরে
এত সুধা কিরে সুধাকরে ক্ষরে,
নামে সুধা নাহি ধরে, ভক্তের অধরে,
করে অকাতরে সুধা-বরিষণ॥

পাগলী। তবে যাই, আর দেরি ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। পাগলের জন্ম প্রাণ বড় পাগল হ'য়েছে। আবার কাল আস্‌ব। হি হি হি।

(প্রস্থান)

প্রাপ্তি। (স্বগতঃ) ওঃ—পাগলিনীর জন্য, প্রাণ যেন কেঁদে উঠ্‌ছে। পাগলিনীর পাগল আছে, সে তার কাছে গেল ; হায়! অমি কার কাছে যাব ?

সহ। দিদি! প্রাণ বড় কাঁদ্‌ছে, কৃষ্ণের কাছে যাবার জন্য প্রাণ বড় কাঁদ্‌ছে, কোথায় যাই ? কোথায় গেলে তার দেখা পাই দিদি ?

প্রাপ্তি। কেন ভাই ? পাগলী-মা যে ব'লে গেলেন, তাঁকে ডাক্‌লেই তুমি ঘরে ব'সে দেখা পাবে। তবে আর সেখানে যাবার জন্য অস্থির হ'য়েছ কেন ভাই ? (স্বগতঃ) এ আবার কি হ'ল ! পাগলিনীর মুখে হরিনাম শুনে, সহদেব এমন-ধারা আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল কেন ? প্রকাশ্যে) চল ভাই! আমরা এখন মায়ের কাছে যাই।

সহ। (প্রাপ্তির সহ যাইতে যাইতে)

সুরে———

হরি বল, হরি বল, হরি বল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মথুরা-রণভূমি]

যুদ্ধ করিতে করিতে জনৈক মগধ-সৈন্য ও যাদব-সৈন্যের প্রবেশ ও প্রস্থান। অপরদিক দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে বলরাম ও মগধ-সেনাপতির প্রবেশ এবং যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া মগধ-সেনাপতির পলায়নোদ্যোগ, বলরাম কর্তৃক লাঙ্গলদ্বারা গ্রীবা-ধারণ

বল। কোথা যাস্ ভীরু! ওরে, ক্ষ'ত্র-কুলাঙ্গার?
প্রাণভয়ে পলায়ন কাপুরুষের প্রায়!
হাঁরে! তুই না কি মগধের মুখ্য-সেনাপতি?
ছিঃ ছিঃ মূর্খ! লজ্জা নাই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে?

সেনা। কি বলিলি গোপালক—রোহিণী-কুমার!
কাপুরুষ আমি? ওরে উন্মত্ত বালক!
শস্যক্ষেত্র নহে রাম! হের রণক্ষেত্র।
হলস্কন্ধে কেন হেথা কৃষক-সমান?
কি জানিবি শিশু! তুই সমর কৌশল।
যুদ্ধ করা নহে ত রে রাখালের খেলা।
যুদ্ধ করা নহে ত মৃত্তিকা-কর্ষণ।

তাই ত রে সঙ্কর্ষণ! কৃষকের সনে,
যুদ্ধ করি, নাহি সাধ—
লভিবারে কলঙ্ক-কালিমা।

বল। সাবধান দুরাচার, কর্ গর্ব্ব পরিহার,
বৃথা কেন অহঙ্কার-গর্ব্বিত পামর।

সেনা। তোর কাছে অহঙ্কার, করিব রে পরিহার,
হাসি পায় কুলাঙ্গার! কথা শুনি তোর।

বল। ফুরাবে এখনি হাসি, হের কাল আছে বসি,
বিকট বদনে আসি, অসির উপর।

সেনা। আছে শুধু বাচালতা, বালকের চপলতা,
ঘুচাব ও প্রগল্‌ভতা আজিরে বর্ব্বর।

বল। হারে দুষ্ট পাপমতি।
লজ্জা নাই বিন্দুমাত্র?
কোন্ মুখে হেন কথা বলিস্ নির্লজ্জ!
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে যেই করে পলায়ন,
বুঝেছি তার কত বীর্য্য, কত বীরপণা।
কোন্ গুণে তোরে, বরি সেনাপতি-পদে,—
পাঠাইলা রণক্ষেত্রে মগধ-ভূপতি?
পাত্রাপাত্র বোধ নাহি যার,
কেমনে সে রাজ-ছত্র করিছে ধারণ।

সেনা। ওঃ—অসহ্য, অসহ্য বাক্য।
ক্ষুদ্র ফেরু-আস্ফালন কেশরী-সম্মুখে?
ইচ্ছা ছিল শিশু বলি উপেক্ষিব তোরে,
কিন্তু মরণ নিকট যার, কে তারে রক্ষিবে!

হের তীক্ষ্ণ খরসান প্রদীপ্ত কৃপাণ,
তব রক্তে সুরঞ্জিত করিব এখনি।
তাই বলি শিশু! তুই কর্ পলায়ন।
কেন ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিবি বিসর্জ্জন?
পুত্রশোকে হাহাকার করিবে রোহিণী।
নতুবা কি কুরঙ্গ-সমরে—
আতঙ্কে পলায় দূরে প্রমত্ত মাতঙ্গ?

গীত

কুরঙ্গ সঙ্গে রণে, আতঙ্ক পেয়ে মনে,
মাতঙ্গ কভু কি পলায় রে।
শিশু বলি ক্ষমি তোরে, নতুবা কি ক্ষমি তোরে,
সবাই দেখিত রে তোরে যমালয় রে ॥
বন্য নগণ্য অতি, মদ্যপানে সদ্যমতি,
অবাধ্য বধ্য হবি যুদ্ধে এলে সম্প্রতি
(গেছে সমর-গুমর তব দুর্ম্মতি)
কালানল-সম শরানলে জ্বলে কোপানল,
কেন প্রাণ দিতে এলি বল তায় রে ॥

বল। ওরে মূর্খ! কাপুরুষ!
প্রাণভয়ে যুদ্ধভঙ্গ দিব?
হাসি পায় কথা শুনি তোর।
তোরই করে প্রাণ মন হবে বহির্গত?
শুনালি আশ্চর্য্য কথা!
জানিস্ না কি রে পামর! জ্ঞানান্ধ নির্ব্বোধ!
রামকৃষ্ণ কেন দোঁহে লভেছে জনম?

তোর মত নীচাশয় মহাপাপিগণে,—
বিনাশিতে অবনীতে মোদের জনম।

সেনা। জানি, জানি,
ধেনু চরাবার তরে তোদের জনম।
আজন্ম—যার গোপ-অন্নে পোষিত শরীর,
দধিভাণ্ড করি মাথে বিক্রয়ের তরে,
ভ্রমিতি নিয়ত তোরা দুয়ারে দুয়ারে।
ছিঃ ছিঃ ঘৃণা, অতি ঘৃণ্য, জঘন্য-প্রবৃত্তি।
কোন্ মুখে ক্ষ'ত্র ব'লে দিস্ পরিচয়?
থাক্, কাজ নাই বৃথা বাক্যব্যয়ে,
না ক্ষমিব শিশু বলি আর;
আয় রণে হ অগ্রসর।

বল। র'য়েছি প্রস্তুত আমি।
র'য়েছে প্রস্তুত পুনঃ কৃতান্ত-কিঙ্কর।
আয় যুদ্ধে পাঠাই নরকে।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

সবেগে ত্রস্তভাবে জনৈক মগধ-দূতের প্রবেশ

দূত। বাপ্‌রে বাপ্ বিষম দাপ্,
লেগে গেছে দাঙ্গা।
রক্তে রক্তে, নর-রক্তে
ব'য়ে যাচ্ছে গঙ্গা॥
টন্ টনা টন্, ঠন্ ঠনা ঠন্,
বাণে কাটাকাটি।

পট্ পটা পট, ফট্ ফটা ফট্,
মাথা ফাটাফাটি ॥
পাই পাই, সাঁই সাঁই,
দিচ্ছে গদার পাক।
গেলাম্ গেলাম্, ম'লেম্ ম'লেম্,
উঠ্‌ছে সেনার ডাক্ ॥
আর, বলা ব্যাটা, লাঙ্গল্ টা না,—
এম্‌নি ক'রে ধ'বে।
পাচ্ছে যারে, মার্‌ছে তারে,
ছাড়্‌ছে না ক কারে ॥

বেগে মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কিরে দূত! যুদ্ধের সংবাদ কি?
দূত। কে–ও মন্ত্রীমশাই, 'যুদ্ধে সবাই,
পেলেন প্রায় অব্যা।
কিন্তু, মহারাজ, বড়ই আজ,
পেয়ে গেছেন রক্ষা ॥
মন্ত্রী। আমি মহারাজের অনুসন্ধানে চ'ল্লেম।

(প্রস্থান)

বিদূষককে লইয়া জনৈক যাদব-সৈন্যের প্রবেশ

দূত। এই যে বাবা, বিদূষক-মশাইকেও পাকড়েছে। এই বেলা পিট্‌টান মারি।

(পলায়নোদ্যোগ ও সৈন্যকর্ত্তৃক হস্তধারণ)

দূত। (সভয়ে) আমি না বা! আমি দূত, দূত, অবধ্য বাবা! আমি তোমাদের কোনও লোক্‌সান করি নাই, আমায় ছেড়ে দাও বাবা! দোহাই তোমাদের কেষ্ট-বলরামের।

সৈন্য। কাউকে ছাড়্‌ব না, কাউকে ছাড়্‌ব না। তা দূতই হও, আর ভূতই হও।

দূত। এখনও বাবা মানুষভাবেই আছি, শেষে অপমৃত্যু ম'লেই ভূত হ'য়ে দাঁড়াব।

বিদূ। ওরে! নির্ব্বংশ হবি, নির্ব্বংশ হবি, ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌লে নির্ব্বংশ হবি।

সৈন্য। বলি, তুই আবার ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ক'র্‌তে আসে, সে আবার ব্রাহ্মণ! তোর মত বামুনকে মেরে ফেল্লেও কোন পাপ নাই।

বিদূ। রাধামাধব! আমি কেন, আমার পৌনে-তিপ্পান্ন পুরুষের মধ্যেও, কেউ কখন যুদ্ধ ক'র্‌তে শেখেনি।

সৈন্য। আরে মিথ্যাবাদী বামুন! তবে তোর হাতে অস্ত্র কেন রে?

বিদূ। এই জন্যেই তো বাবা, আগে থেকে ব'লেছিলেম যে, মহারাজ! আমার হাতে অস্ত্র দিও না; তা বাবা! বামুনে-কপালের দোষ, মহারাজ কিছুতেই সে কথা না শুনে, জোর ক'রে আমার হাতে অস্ত্র গুঁজে দিলেন। তার ফলও এই হাতে হাতে ফ'লে গেল। বাবা! কুকুরের পেটে কি কখনও ঘি হজম হ'য়ে থাকে?

সৈন্য। বলি, তুই এলি কেন?

বিদূ। আমি যে রাজার বয়স্য গো, কাজেই আমাকে রাজার পেছু পেছু ফির্‌তে হয়। আর ভেবেছিলে যে, এই ফুর্‌সুতে কৃষ্ণ-দর্শনটাও

হ'য়ে যাবে ; এখন যে গতিক দেখছি, তাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি না ঘট্‌লে বাঁচি।

দূত। বলি, আমায় ছাড়বে না ?

সৈন্য। না, না।

দূত। বলি তোমাদের কি রকম রাজা গা ?

সৈন্য। দুষ্টের দমনকর্ত্তা।

দূত। না দূতের দমনকর্ত্তা।

সৈন্য। সাবধানে কথা ক'স্।

বিদূ। তবে আর কেন বাবা ! আমায় ছেড়ে দাও, ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে গিয়ে হাজির হইগে। ব্রাহ্মণীশর্ম্মা হয় ত এতবেলা হাতের ন'-খাড়ু খুলে ব'সে আছে। তাই ব'ল্‌ছি—এ নিরীহ বামুন-বেচারীকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে ? তোমাদের মত বীরের তাতে বীরত্বে কলঙ্ক হবে। পার ত যাও, রাজা আছে, সেনাপতি আছে, তাদের কায়দা ক'র্‌তে পার্‌লে বরং লাভ আছে ; নতুবা মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ কি।

সৈন্য। রাজা, সেনাপতি, তারা কি এখনও আছে, তারা অনেকক্ষণ হ'ল কুকুরের মত পিট্‌টান মেরেছে।

বিদূ। (সরোদনে) এঁ্যা বল কি গো। রাজামশাই, সেনাপতিমশাই, সব চ'লে গেলেন ? তবেই ত আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! ওরে, আমার ব্রাহ্মণী হয় ত এতক্ষণ পিণ্ডদানের উদ্যোগ ক'র্‌চে রে ! হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে। ওরে আমার ব্রাহ্মণী—বড় জীবিত মৎস্যের ঝোল্ ভালবাস্‌ত রে। ওরে তার মৎস্য খাওয়া উঠে গেল রে। আতপ-তণ্ডুল তার পেটে হজম হয় না রে !

দেখ্ বাবা! আমি তোর ধর্ম্মের বাপ; আমায় ছেড়ে দে। তোকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব। তোর ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে বাবা!

সৈন্য। আচ্ছা, যা বামুন! যা। তোকে ছেড়ে দিলেম। দেখো, যেন সাবধান, আর কখনও যুদ্ধে এস না। যার যে ধর্ম্ম, তা না রেখে চ'ল্‌লে, শেষে এই গতি হয়।

(বিদূষককে পরিত্যাগ)

বিদূ। ঝক্‌মারি বাবা! চৌদ্দপুরুষের ঝক্‌মারি। আর হ'চ্ছে না। এই নাকে খত্ বাবা, এই নাকে খত্। আর কখনও বড়লোকের পেয়ার হ'তে যাচ্ছিনে। বামুনের ছেলে, না হয় ভিক্ষা ক'রে খাব, তবুও আর ম'লেও বড়লোকের ধামাধরা হ'তে যাচ্ছিনে।

সৈন্য। (দূতের প্রতি) যা ব্যাটা! তুইও যা, তোকে ছেড়ে দিলেম। যে রাজা সৈন্য-সামন্তের দিকে লক্ষ্য না ক'রে, আপন প্রাণ ল'য়ে পলায়ন করে, তেমন কাপুরুষ রাজার কাছে প্রাণান্তেও থাকিস্‌নে। (দূতকে পরিত্যাগ)

দূত। কিছুতেই না, কখনই না। আঁস্তাকুড়ের পাতা কুড়িয়ে খাব, তবুও আর অমন রাজার দূতগিরি ক'র্‌ছি নে।

(যাদবসৈন্যের প্রস্থান)

(বিদূষক ও দূতের বগল-বাদ্য ও নৃত্য)

বিদূ। ওরে বামুনে বুদ্ধি রে, বামুনে বুদ্ধি। এত বুদ্ধি যদি না থাক্‌ত, তবে কি এমন রাজ-বয়স্য হ'তে পার্‌তেম? এই শাদা ধপ্‌ধপে পৈতাগাছি, আর এই তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় বুদ্ধিটুকু ছিল ব'লেই ত আজ রক্ষা, নইলে ত অকা পাইয়েছিল আর কি।

দূত। প্রণাম ঠাকুরমশাই! প্রণাম। পা-খানা মাথায় তুলে দাও দেখি।

বিদূ। আর পা মাথায় তুলে কাজ নাই, এখন। সত্বর সত্বর পথ দেখা যাক্। বলি, হাঁ রে দূত! আমাদের সৈন্য-সামন্তও কি সব পালিয়েছে?

দূত। তা পারলেও ত কাজ হ'ত। প্রায় সবাই এই মথুরার ভাগাড়ে শিঙ্গে ফুঁকে পড়ে আছেন।

বিদূ। রাজকুমারী প্রাপ্তি?

দূত। তাকে মহারাজ আগু থেকেই শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

(নেপথ্যে)

জয় মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

বিদূ। ঐ রে! আবার এল বুঝি, আয় পালাই।

(বেগে উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

[কৈলাস-কানন]

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। (স্বগতঃ) অহো! দেখি নিত্য উষাশেষে,
মা আমার এলোকেশে,
রুদ্রাক্ষ বিভূতি ফেলি,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখে ধূলি।
ত্যজি ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-বাস,
পরেন অঙ্গে ছিন্ন-বাস।
পাগলিনী-বেশ ধরি,
চ'লে যায় ধীরি ধীরি।
শান্তিময় উষাকালে,
শান্তিময়ী যায় চ'লে।
আবার, সন্ধ্যাকাল হ'লে পরে,
মা আমার ফেরে ঘরে।
সারাদিন মা মা ব'লে,
ভাসি আমি আঁখি-জলে।

পূজ্‌তে মায়ের পাদপদ্ম,
তুলি নিত্য কত পদ্ম।
কিন্তু, কোথা যায় মা পাইনে তাকে,
তোলা ফুল মোর শুকিয়ে থাকে।
হায় রে! শীতল জলের কাছে থাক্‌তে,
পিপাসায় জল পাইনে খেতে।
ভাবি নিত্য, মা ফিরে এলে,
প'ড়্‌ব মায়ের পদতলে।
কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ব তারে,
কোথা যাস্ মা ফেলে মোরে ?
নন্দী যে তোরে পাগ্‌লা ছেলে,
কাঁদে, তোরে না দেখ্‌তে পেলে।
কিন্তু যে, কি আশ্চর্য্য,
বুঝিনে এর কোন তাৎপর্য্য !
মায়ের কাছে ব'ল্‌তে গেলে,
কি যে ব'ল্‌ব, সব যাই ভুলে।
দক্ষযজ্ঞের সকল কথা,
মনে মনে আছে গাঁথা।
তাই, মনে বড় ভয় হয়,
কি জানি কি ঘটে প্রলয়।
ধরার মাঝে কোথাও যদি,
শিব-নিন্দা শুনে সতী ;
তবেই বাধ্‌বে তুমুল কাণ্ড,
হবে বিশ্ব লণ্ডভণ্ড।

প্রাণ ত্যজিবে পার্ব্বতী,
পাগল হবে পশুপতি !
বসুমতী আঁধার হবে,
নন্দী আবার মা হারাবে।
অন্নপূর্ণা বিনে আর কে,
অন্ন দিবে ভূতগুলোকে ?
এই ত প্রায় সন্ধ্যা হ'ল,
মা বুঝি মোর ফিরে এল
যা থাকে আজ মোর কপালে ;
পড়্‌ব মায়ের পদতলে !
কেঁদে কেঁদে হব সারা,
দেখি আজ কি করে তারা।
হায় রে ! হ'ত যদি তত্ত্ব-জ্ঞান,
তাহ'লে কি কাঁদ্‌ত প্রাণ ?
জ্ঞান-চ'ক্ষে নয়ন মুদে ;
শতদল হৃদ্‌-পদ্মে ;
রেখে কুলকুণ্ডলিনী ;
দেখ্‌তেম রাঙা পা-দু'খানি।
ঘুচ্‌ত বাইরের দেখা-শুনা,
থাকৃত না আর হাসা-কান্না।
জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা,
ব্রত, পূজা, উপাসনা.
থাক্‌ত না আর এ সব ভুল,
তুল্‌তেম না আর পূজার ফুল।

নৈবেদ্যের আয়োজন,
হ'ত না আর প্রয়োজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যেতেম ভুলে,
মুক্তির কবাট্ যেত খুলে।
কর্ম্ম কাণ্ড হ'ত শেষ,
থাক্‌ত না আর ভ্রান্তির লেশ।
তখন, কোথায় গেল মা আমার,
ভেবে ভেবে হ'তেম না সার।
কিন্তু, হয় না যে সে জ্ঞানোদয়,
জ্ঞান বিনে কি মোক্ষ হয়?
বাবার কাছে জ্ঞান-যোগ ;
শুনেছি, দিয়ে মনোযোগ!
কিন্তু, যোগমায়ার মায়া-যোগ,
ভুলিয়ে দেয় মোর সকল যোগ।
হায় রে হায়! কল্পতরু-মূলে এসে,
ফলের তরে ভাবছি ব'সে।
আহা! এমন দিন মোর কবে হবে,
যেদিন, আমার আমিত্ব-ভাব দূরে যাবে।
ওমা আদ্যাশক্তি মহামায়া!
দে গো মোরে পদছায়া।
এই নন্দীর হৃদ্-কৈলাস-ধামে,
পরমাত্মা শিবের বামে,
কুণ্ডলিনী রূপে শ্যামা!
ব'স্‌না এসে হর-রমা।

ভক্তি শ্রদ্ধা জয়া বিজয়া,
আছে তারা নিরাশ্রয়া।
অজ্ঞান-নন্দী আছে দ্বোরে,
মা মা ব'লে ডাকৃছে তোরে।
আয় মা শূন্য কৈলাসপুরে,
মুক্তির শিঙ্গা বাজাই পুরে।

গীত

আয় মা, হর-রমা, নন্দীর হৃদি-কৈলাসপুরে।
আমি মা মা ব'লে ডাকি, ভাসি আঁখি নীরে, (ওমা মহামায়া)
কুলকুণ্ডলিনীরূপে আয় মা!
(একবার দেখি মা তোরে) (পরমাত্মা শিবের বামে)
যে দেখা দেখি তোরে মা, সে দেখা ত দেখা নয় মা,
সে দেখায় যে, দেখার আশা যায় না গো শ্যামা,
এমন দেখা কবে হবে,
যেদিন দেখার সাঙ্গ হবে,
আশার নেশা ছুটে যাবে মা গো।
(আঁধার যাবে মা দূরে) (মূলাধারা তারা হেরে)
(জ্ঞানের আলোয় আলো হবে)
হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, প্রেমতরঙ্গ পড়্‌বে ছুটে,
মুক্তি মন্দাকিনী-তটে করিব শয়ন;
তখন, ডাক্‌ব না আর মা মা ব'লে,
ভাস্‌ব না আর নয়ন-জলে,
সন্ধ্যা পূজা যাব ভুলে মা গো,
(যাব ডঙ্কা মেরে) (শমন-শঙ্কা ত্যজে) (আমি শান্তিপুরে)॥

জয়ার প্রবেশ

জয়া। ও কি নন্দী-দাদা! একলাটী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? কই? সিদ্ধি ঘুট্‌ছ না যে?

নন্দী। ওরে জয়ী! সিদ্ধি ঘোটা,
সিদ্ধি-পথের বিষম কাঁটা।
সিদ্ধি যে, কি, তা ঘুট্‌তে গেলে,
সিদ্ধির পথ যে আর না মেলে।
কেবল, মনে হয় সংশয় বৃদ্ধি,
সংশয় হ'লেই সব অসিদ্ধি।

জয়া। আমি তোমার সে সিদ্ধির কথা ব'ল্‌ছিলেম না।

নন্দী। তবে আবার কোন্ সিদ্ধি?

জয়া। ঐ বাবার সিদ্ধি।

নন্দী। ওরে, হ'ত যদি বাবার সিদ্ধি,
বাকী থাক্‌ত কি মায়ের সিদ্ধি?
ঐ এক সিদ্ধিতেই সকল সিদ্ধি,
পৃথক্ পৃথক্ নাই রে সিদ্ধি।
ভেদ-জ্ঞান যদি না থাক্‌ত,
এতদিন তবে সিদ্ধি হ'ত।

জয়া। ভেদ-জ্ঞান না থাক্‌লে যদি সিদ্ধি হয়, তবে তুমি সে ভেদ-জ্ঞান দূর কর না কেন?

নন্দী। ঐ ত জয়ী! শক্ত কথা,
সে শক্তি মোর আছে কোথা?
যখন হবে আত্ম-জ্ঞান,
তখন যাবে ভেদ-জ্ঞান,

কিন্তু কিসে যে হয় সে আত্ম-জ্ঞান,
জানি না যে সে সন্ধান।
অভেদ-রূপ হরগৌরী,
অভেদ-রূপী হরহরি,
শুনি, কিন্তু বুঝি কৈ?
কেবল, গোলক-ধাঁধাঁয় মেতে রই।
যাক্ এখন ওসব কথা,
সুধাই তোমায় সেই কথা।
ভাল, পাগলিনী সেজে নিত্য,
কোথা যায় মা জানিস্ সত্য?

জয়া। জানি নন্দী-দাদা! জানি, মর্ত্তাপুরে মায়ের দু'টী নূতন ছেলে মেয়ে হ'য়েছে, মা নিত্য নিত্য পাগলিনী সেজে সেখানে যায়। ঐ যে, মা এই দিকেই আস্ছে।

দুর্গার প্রবেশ

দুর্গা। যাও মা জয়া! ভোলানাথের অঙ্গে বিভূতি লেপন ক'রে দাও গে।

জয়া। যাই মা।

[প্রস্থান।

দুর্গা। বাবা নন্দি! তোমার মুখখানি আজ এত মলিন দেখ্ছি কেন? অন্য দিন আমায় দেখ্লে, মা মা ব'লে এসে পা-দু'খানি জড়িয়ে ধর। কিন্তু আজ যে চুপ্টী ক'রে দাঁড়িয়ে আছ?

নন্দী। না, নন্দী আর মা মা ব'লে,
প'ড়বে না তোর পদতলে।

মা যে এখন পরের মা,
এতদিন তা জান্‌তেম না।
তোর, মায়া হ'য়েছে পরের 'পর,
তাই দেখছিস্ পর পর।
আপন ছেলে কেঁদে মরে,
সেদিক একবার চাস্‌নে ফিরে?

দুর্গা। নন্দি! এই জন্যই কি তুমি এমন বিষণ্ন হ'য়েছ? হাঁ বাপ! তুমি কি জান না যে, আমি—মা ডাক শুন্‌তে বড় ভালবাসি। লোকে আমায় যতই কেন আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা করুক না, কিন্তু সেই পূজার সঙ্গে যদি প্রাণভরা মা ডাক না থাকে, তা হ'লে আমি, সে পূজায় সন্তুষ্ট হই নে। কিন্তু নন্দি! কেহ যদি আমাকে বিনা আড়ম্বরে কেবল উর্দ্ধমুখে, প্রাণ খুলে, প্রাণভরা মা মা ব'লে ডাকে, তা হ'লে আর আমি স্থির থাক্‌তে পারিনে। আমি তখনই গিয়ে, সেখানে উপস্থিত হই। তাতে তোমার অভিমানের কারণ কি? মাকে যদি কেউ আদর ক'রে ডাকে, তা হ'লে ছেলের তাতে আনন্দ বই নিরানন্দের সম্ভব কোথা? আর বল দেখি বাবা! তাতে তোমার প্রতি কি আমার মমতার হ্রাস হ'য়েছে?

নন্দী। জানি বেশ তা মহামায়া!
আমাতেই তোর যত মায়া।
ঐ মায়ায়ই ত সব ভুলে,
র'য়েছি তোর পদমূলে।
তোর মায়ায় যে মুগ্ধ হয়,
মোক্ষ-পথ তার রুদ্ধ হয়।

নইলে কি মোক্ষদার ছেলে,
বঞ্চিত হয় মোক্ষফলে।
কেবল মহামায়ায় ভুলাস্ তারা,
হ্যাঁ মা! বলি মায়ের মায়া কি এম্‌নি ধারা?
মায়ের মায়া পেত যদি,
তা হ'লে কি ভাব্‌ত নন্দী।
বন্দী ক'র্‌লি মায়া-ডোরে,
কাঁদি তাই মা! প'ড়ে ফেরে।
অন্ধকার কারাগারে,
অন্ধ ক'রে রাখ্‌লি মোরে।
জ্ঞানের আলো যে দিস্‌নে জ্বেলে,
তাই কাঁদে তোর পাগ্‌লা-ছেলে।

দুর্গা। নন্দি! শুধু কি তুমিই একা এই মায়ায় বন্দী? তা ত নয় বাপ! মায়ার হাত হ'তে কেহই অব্যাহতি পান্ না। যার কায়া হতে মায়ার উৎপত্তি, সেই মহামায়া আমিও মায়া-পাশ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারি নাই। যদি তাই হ'ত তা হ'লে শিব-নিন্দা শুনে, দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব কেন? যিনি—সদানন্দ, শান্ত, নির্ম্মল; যিনি—স্তুতি নিন্দায় বিচলিত হন না; যিনি বিষ্ঠা ও চন্দনের তুল্য জ্ঞান করেন, সুধা ও বিষকে যিনি সমভাবে দর্শন করেন; সেই নির্ব্বিকার বিশ্বনাথের নিন্দা শুনে যখন আমি নিজেই অভিমানভরে দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেম, তখন আমাকেও মায়ামুগ্ধা ব'ল্‌তে হবে। আবার সেই পরাৎপর মহেশ্বরও কি সকল সময়ে মায়াতীত? তাও ত নয়; তিনিও মধ্যে মধ্যে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে থাকেন। তা না হ'লে, সেই দক্ষযজ্ঞে

আমার মৃত দেহ স্কন্ধে ক'রে, উন্মত্তভাবে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ ক'রে বেড়াবেন কেন? তাই বল্‌ছি নন্দি! ত্রিলোকে সকলেই মায়া-শৃঙ্খলে বন্দী হ'য়ে আছে! মহামায়া ভিন্ন যে অনন্ত জগৎ স্থির থাক্‌তে পারে না।

নন্দী। এ কি শুনি!—
আদ্যাশক্তি মহারুদ্র,
এঁরাও সবে মায়া-রুদ্ধ।
সন্দেহ যে এঁটে এল,
বল্‌না মা! এ কেমন হ'ল?
বল্ মা! এ তোর কেমন খেলা,
বুঝ্‌তে নারি এ সব লীলা।

শিবের প্রবেশ

শিব। ওঁর খেলা, তুমি কেন নন্দি! এই—ভোলাই দু'বেলা কাছে থেকে, বুঝে উঠ্‌তে পারে না। লীলারূপিণীর লীলা-তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে, কত দেখ্‌লেম, কত ক'র্‌লেম, কত ভাব্‌লেম, কিন্তু, নন্দি! কিছুতেই ওঁর খেলার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌লেম না! নন্দি রে! যাঁর খেলা বুঝ্‌বার জন্য, স্বর্গসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, নিবিড় কৈলাসারণ্যে এসে বাস ক'র্‌ছি, যাঁকে নিয়ত হৃদ্‌পদ্মে রেখেও স্থির রাখ্‌তে পারি নে, সেই মহাশক্তির লীলা-চাতুর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার শক্তি, কেবল ঐ এক আদ্যাশক্তি ভিন্ন, এ সংসারে অন্য কারুরই নাই। নন্দী রে! কত সাধনা ক'রে যে ঐ হৈমবতীকে লাভ ক'রেছি, তা আর কি ব'ল্‌ব। মহাপ্রলয়ে, সংসার যখন জলমগ্ন হয়, তখন ঐ ক্ষীরোদবাসিনী শক্তিরূপা

ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর শক্তি হ'তেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এই তিন জন আমরা উৎপন্ন হই। সেই সময়ে, সেই কারণ-সলিলে, আমরা তিন জনে, মহা-সমাধিতে নিমগ্ন হই. অকস্মাৎ আকাশ হ'তে "তপঃ, তপঃ, তপঃ," এই তিন শব্দের আবির্ভাব হ'ল; এবং তখনই সেই মহার্ণব মধ্যে এক পূতিগন্ধময় শবদেহ ভেসে এল। সেই তীব্র দুর্গন্ধে বিষ্ণু পলায়ন ক'র্লেন, ব্রহ্মা ঘৃণায় চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাতে ফিরাতে, চতুর্ম্মুখ ধারণ ক'র্লেন। আমি তখন সেই শবদেহ সাদরে গ্রহণ ক'র্লেম। নন্দী রে! সেই শবময়ী প্রকৃতিই এই কৈলাসেশ্বরী দুর্গা। তাই ব'ল্ছিলেম, নন্দি! ওঁকে চিন্‌তে পারা বড় সহজ নয়। তবে ঐ চিন্ময়ী যাকে চিন্‌তে দেন, কেবল সেই ওঁকে চিন্‌তে পারে; নতুবা, ত্রিলোকে কার সাধ্য যে ওঁকে চিন্‌তে পারে?

গীত

বল কে, ত্রিলোকে ওঁকে, চিনিতে পারে।
চিন্‌তে দেয় চিন্ময়ী যারে, সে বিনে কে চিন্‌তে পায় রে॥
অচিন্ত্যরূপিণী রূপে,
চিন্তি সদা চিন্তা-কূপে,
(তবুও) চিনিতে নারি স্বরূপে, চিন্‌তে গিয়ে চিন্তা হারে॥
কভু চিন্তারূপা তারা,
কভু বা অচিন্ত্যাকারা,
কভু বা হয় চিন্তাহরা, চরাচরে চিনতে নারে॥

নন্দী। তবে বাবা! বল মোরে,
সিদ্ধি হবে কেমন ক'রে?

শিব। নন্দী রে! সাধনা কর, তবেই সিদ্ধি হবে। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধির উপায় নাই।

নন্দী। বল বাবা! কেমন ক'রে,
মোক্ষ ফল সাধন করে?

শিব। নন্দি! মোক্ষফল লাভ ক'রতে হ'লে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগ, এই তিনটী যোগ সাধন ক'রতে হয়। যদ্দ্বারা দুঃখবোধ হ'য়ে, সংসারে কর্ম্মফলের প্রতি বিরক্তি জন্মে, তাকেই জ্ঞানযোগ বলে। আর যাতে দুঃখবোধ না হ'য়ে, বরং কর্ম্মফলে অধিকতর আসক্তি জন্মে, তাকে কর্ম্মযোগ বলে। আর কোনরূপ সৌভাগ্যবশতঃ, ভগবৎ-বাক্যে যে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, অথচ কর্ম্মফলে বিরক্তি বা আসক্তি থাকে না, তারই নাম হ'ল, সিদ্ধিপ্রদ ভক্তিযোগ। পুরুষ যতদিন কর্ম্মফলে বিরক্ত না হবে, অথবা, ভগবৎ-কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্ না হবে, ততদিন পুরুষের কর্ম্মেই নিরত া কা কর্ত্তব্য।

নন্দী। তাই ত!! কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম,
কর্ম্মেতে কি হয় ধর্ম্ম?
বাবা! কর্ম্মে যদি মুক্তি হবে,
তবে গৃহী কেন বনে যাবে?
সন্ন্যাস-যোগ না হ'লে পরে,
কিসে মুক্তি সাধন করে?

শিব। নন্দী রে! কর্ম্ম ভিন্ন কি কখনও সন্ন্যাস উদয় হয়? আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হ'য়ে যিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। বাসনাশূন্য না হ'য়ে বনে গেলেও, তাকে সন্ন্যাসী বলা যায় না। কিন্তু নিষ্কামভাবে গৃহে থেকে কর্ম্ম

ক'র্‌লে, তাকে যোগী বা সন্ন্যাসী বলা যায়। আর বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরম এই পৃথক্‌ তিনটী বিষয় একসঙ্গে যার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনিই প্রকৃত যোগী।

নন্দী। বল বাবা! কিসে হয়,
মন হ'তে বাসনার ক্ষয়?

শিব। জ্ঞানোদয় হ'লেই চিত্ত হ'তে বাসনার ক্ষয় হয়। ঐ বাসনার ক্ষয় হ'লেই, সাধুগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে স্থির ক'রে, পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। নন্দী রে! বৈরাগ্য বল, জ্ঞান বল, উপরম বল, এই তিনের মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তবে যতদিন না এই জ্ঞান লাভ হয়, ততদিন ক্রিয়াদি দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন ক'র্‌তে হয়। নন্দী রে! মূঢ় মানবগণ, এ সকল সহজে হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পারে না। তাই তারা পঞ্চভূতময় দেহকেই সার ব'লে মনে ক'রে, কেবল সেই শারীরিক সৌন্দর্য্যসাধনেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত সাধু, তাঁরা এই দেহকে অসার ব'লে বুঝ্‌তে পেরে, সাবধান পূর্ব্বক পূর্ব্ব হ'তেই মোক্ষসাধনে যত্নবান্‌ হন। বৃক্ষ-ছেদনকালে, সেই বৃক্ষস্থ বিহঙ্গম যেমন, সেই আশ্রয়স্বরূপ তরু ও কুলায় পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র প্রস্থান করে; সাধুগণও তেমনি প্রতিক্ষণে আয়ুক্ষয় হ'চ্ছে জেনে, সেই দেহের এবং সংসারের অসারতা ত্যাগ ক'রে, শান্তিময় পরমেশ্বরকে অবগত হ'য়ে নিশ্চিন্ত হন। সর্ব্বফল সিদ্ধির মূল এবং দুর্লভ গুরুস্বরূপ কর্ণধার-যুক্ত এই দেহ-তরণীকে যদি পরব্রহ্ম রূপ বায়ু দ্বারা ভব-সাগর পার হবার জন্য জীবে পরিচালিত না কল্লে, তবে সেই জীবকেই আত্মঘাতী বলা যায়।

নন্দী। কর্ম্মযোগ আর জ্ঞানযোগ,
দেখ্‌ছি বড়ই গোলযোগ!

শিব। মনঃসংযোগ ক'রে শ্রবণ কর, তাহ'লেই আর গোলযোগ দেখ্‌তে পাবে না।

নন্দী। আচ্ছা, ঐ যে ব'ল্লে——
কর্ম্ম যোগ, আর জ্ঞানযোগ,
এর মধ্যে, কোন্‌টী বল শ্রেষ্ঠ-যোগ?

শিব। নন্দি! জ্ঞান এবং কর্ম্ম—এ উভয়েই শ্রেষ্ঠযোগ; কেননা—উভয়ের মধ্যে যে কোনটীর অনুষ্ঠান ক'র্‌তে পার্‌লেই, উভয় যোগেরই ফল লাভ হয়। কারণ, ক্রিয়া সিদ্ধি হ'লে, আপনা হ'তেই জ্ঞানোদয় হয়। জ্ঞানোদয় হ'লেই নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই উভয় যোগকে, যিনি অভেদরূপে দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী।

নন্দী। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানোদয়,
কেন বল নাহি হয়?

শিব। ক্রিয়া-বিহীন যে জ্ঞান, সে জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নয়, সে জ্ঞানের ভাণ, কেবল মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। প্রকৃত জ্ঞান না জন্মিলে, কিছুতেই কর্ম্মত্যাগ ক'র্‌তে পারা যায় না, এবং চিত্তেরও স্থৈর্য্য-সাধন হয় না। চিত্তের স্থিরতা না হ'লেও, কৈবল্য-লাভের আশা সুদূরপরাহত। উত্তমরূপে কর্ষিতক্ষেত্রে বীজ বপন ক'র্‌লে, সেই বীজ যেমন অঙ্কুরিত হ'য়ে, যথাকালে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে; কর্ম্মদ্বারা হৃদয়-ক্ষেত্র কর্ষিত অর্থাৎ স্পৃহা-শূন্য হ'লে, তা হ'তে শীঘ্রই জ্ঞানরূপ তরু উৎপন্ন হয়, এবং সময়ে সে তরু হ'তেই, মোক্ষফল লাভ করা যায়। নন্দী রে!

পদ্মপত্রস্থ জল যেমন সেই আধারস্বরূপ পদ্মপত্রের সঙ্গে মিলিত হ’তে পারে না, তেমনি নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মফল ব্রহ্মকে অর্পণ ক’রে কর্ম্মানুষ্ঠান ক’র্‌লে, পাপও তাকে স্পর্শ ক’র্‌তে পারে না। কর্ম্ম ভিন্ন কিছুতেই জ্ঞানের বিকাশ হয় না। সেই জন্যই সাধুগণ, সংসারে নির্লিপ্তভাবে ক্রিয়া-সম্পাদনপূর্ব্বক, জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ ক’রে, শীঘ্রই কৈবল্য-পদ প্রাপ্ত হয়।

(যোগমগ্নভাবে অবস্থিতি)

নন্দী। (স্বগতঃ)

তাহ’লে কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান সঞ্চয়,
কিছুতেই না করা যায়!
আগে কর্ম্ম শেষে জ্ঞান,
তবেই হবে নির্ব্বাণ!
কৃপাবান্ বাবার কৃপায়,
নন্দী এখন পেলে উপায়।
তবে কর্ম্মযোগে মনোযোগ—
দিয়ে, সাধি জ্ঞানযোগ।

দুর্গা। আহা! যোগীশ্বর নন্দীকে যোগের কথা ব’ল্‌তে ব’ল্‌তে, মহাযোগে নিমগ্ন হ’য়ে প’ড়্‌লেন। আহা! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি রে! প্রশান্ত-মহাসাগরের ন্যায় নিশ্চল, ধীর, গম্ভীর। নির্ব্বাত নিষ্কম্প—প্রদীপের ন্যায় মহেশ্বর যোগে মগ্ন। ভ্রূদ্বয় মধ্যে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে, চিত্তকে বাহ্যজগৎ হ’তে নিবৃত্ত ক’রে, সুষুম্নামার্গ দ্বারা কেমন—প্রাণ, অপান, চিন্তা ক’র্‌ছেন।

স্তবপাঠ করিতে করিতে নারদের প্রবেশ

ভব-ভীতি-বিনাশন মাগুবিভূম্,
শব-ভূতি-বিভূষণ মন্ত-রিপুম্।
জ্বলদগ্নি-বিভাসিত-ভালতটম্,
ধৃত-লম্বিত লোহিত-মূৰ্দ্ধজটম্।
করি-চৰ্ম্ম-সুবেষ্টিত-মধ্যতনুম্,
লয়কাল-সুতাণ্ডব-নৃত্যপটুম্।
নরমালিক মন্ধক-নাশকরম্,
অতিভীষণ-নাশক-শূলধরম্।
নয়নার্দ্ধনিমীলন-যোগরতম্,
মৃড়মিন্দু-বিজৃম্ভিত জহ্নু-সুতম্।
নরখর্পর-ধারক মভ্রনিভম্,
ত্রিপুরান্তক-ভৈরব-রূপ-শিবম্।
বিষ কণ্ঠ মনীশ্বর মূৰ্দ্ধদৃশম্,
পরমাত্ম-সুচিন্তন-জাতভৃশম্।
গতঘোর মঘোর-বিভাব্যপদম্,
প্রণমামি ভবং ভবশান্তি-নদম্।

গীত

জয় ভোলা শঙ্কর,
দিক্-বসন, ভূতি-বিভূষণ হর
অৰ্দ্ধচন্দ্র ভালে, ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বালা জ্বলে, জটা-জালে প্রখর ॥
কটীতটে কিবা বেড়া বাঘ-ছালে,
কঙ্কাল-মালা গলে,
মানব-খর্পর বামকরতলে, ভুজঙ্গ ভূধর ॥

মদন মথন প্রমথগণ সঙ্গে,
বিশ্ব নাশ ভ্রূভঙ্গে,
নন্দী-ভৃঙ্গী নাচে কত রঙ্গে, হে অঘোর মনোহর ॥

নারদ। (শিবের প্রতি)
"কর্পূর-কুন্দ ধবলেন্দু জটাধরায়,
দারিদ্র্য-দুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায় ॥"
(প্রণাম)

(দুর্গার প্রতি)
"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে-সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে-ত্র্যম্বকে-গৌরী নারায়ণি-নমোঽস্তু তে ॥"
(প্রণাম)

শিব। (ধ্যান ভঙ্গ করিয়া) কে ও ? নারদ ! মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

নারদ। কৈ মা ! শবাসনা ! তুমি ত আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লে, না।

দুর্গা। কেন নারদ ! মহেশ্বর যখন আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন, তখন কি আর আমার আশীর্ব্বাদ করা হ'ল না ? পশুপতিতে আর এই পার্ব্বতীতে কি কোন প্রভেদ আছে ? তোমার কি এখনও ভেদ জ্ঞান আছে নারদ ?

নারদ। না মা ! পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি আবার ভেদজ্ঞানটা যেন হ'য়ে উঠেছে।

শিব। কেন কেন নারদ ! সম্প্রতি আবার ভেদজ্ঞান হবার কারণ কি ?

নারদ। কারণ অবশ্য আছে বই কি। কারণ ব্যতীত কি কার্য্য হয় প্রভো ?

শিব। তবে বল দেখি শুনি।

নারদ। না প্রভো ! নারদ আবার কোন্ কথায় কি ব'লে ফেল্‌বে,

শেষে কি হ'তে কি হ'য়ে যাবে। দক্ষযজ্ঞের সময় একটা কথা ব'লে, শেষে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। তাই ব'ল্‌ছি, আমাকে ক্ষমা করুন প্রভো! আমি আর এখন কোন কথাতেই নাই। তবে জানেন কি, মনের কথা মনে চেপে রাখাটা, কোন দিন অভ্যাস ক'র্‌তে পারি নাই ব'লেই নারদের কলঙ্ক। সেই জন্যই নারদকে সকলে কলহ-প্রিয় ব'লে অপবাদ দেয়। তা— নারদ কলহ-প্রিয়ই হ'ক্‌, আর যে প্রিয়ই হ'ক্‌, ভেবে দেখ্‌তে গেলে, এই নারদের কলহেই আবার সংসারের উপকার হ'য়ে থাকে। তথাপি দুর্নাম! তাই মনে ক'রেছি, আর কারুর কোন কথাতেই থাক্‌ব না, কোন কাজেই যাব না। কোন অন্যায় কায দেখ্‌লে, চক্ষু মুদ্রিত ক'রে থাক্‌ব; কোনও কথা শুন্‌লে, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান ক'র্‌ব। দেখি—সুনাম কিন্‌তে পারি কি না। শিব! শিব!! শিব!!!

শিব। নারদ! তোমার এই সমস্ত কথা শুনে, মনে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হচ্ছে। দেখ নারদ! আমি অন্য কোন কথা হ'লে, জান্‌বার জন্য এতদূর উৎকণ্ঠিত হতেম না। কিন্তু এই শিব-শিবানীতে ভেদের কথা শুনেই, এতদূর ব্যাকুল হয়েছি। অতএব বল নারদ! ব্যাপারটা কি?

নারদ। তা আপনি যখন জান্‌বার জন্য এতদূর ব্যাকুল হ'য়েছেন, তখন না ব'লেই বা পারি কি ক'রে? কিন্তু—

(দুর্গার দিকে দৃষ্টিপাত)

শিব। আবার—কিন্তু কি নারদ?

নারদ। যে কথা আজ আমি ব'ল্‌ব, তাতে বোধ হয় মা মহামায়া আমার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধা হ'তে পারেন। ঐ দেখুন, মা

বিশ্বেশ্বরী আমার বক্তব্য বিষয় বুঝ্‌তে পেরে, কেমন বিষণ্ণভাব ধারণ ক'রেছেন।

শিব। না, না, তোমাকে ব'ল্‌তেই হবে।

নারদ। কথাটা কি, তবে শুনুন ; "মর্ত্ত্যপুরে মগধসম্রাট্ জরাসন্ধ আপনার একজন পরম প্রিয়-ভক্ত। মগধপতির ন্যায় পরম শৈব বোধ হয় সংসারে দ্বিতীয়টী অসম্ভব।"

শিব। হাঁ নারদ! জানি, জরাসন্ধ আমার যথার্থ-ই প্রিয়-ভক্ত। আমি তার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট।

নারদ। কেবল তার প্রতি তুষ্ট থাক্‌লেই চলে না। বিপদাদি উপস্থিত হ'লে, তা হ'তে ভক্তকে উদ্ধার করাও ত প্রভুর কর্ত্তব্য। তা আপনি যখন সর্ব্বদাই যোগ-মগ্ন থাকেন, বহির্জগতের কোন তত্ত্বই রাখ্‌তে পারেন না, তখন আর ভক্তের উপায় কি ?

শিব। কেন নারদ! আমি যোগ-মগ্ন থাক্‌লেও, আমার যোগমায়াই সর্ব্বদা আমার ভক্তগণকে রক্ষা ক'রে থাকেন। লঙ্কাপতি রাবণ আমার ভক্ত ছিল ; তাই তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য, শঙ্করী চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ ক'রে, লঙ্কার দ্বারে প্রহরা দিতেন ; তা কি তুমি জান না ?

নারদ। জান্‌তেম দেব! জান্‌তেম! সেই জান্‌তেম ব'লেই ত আজ এত মনস্তাপ ভোগ ক'র্‌ছি। শিবভক্তকে শিবাণীই রক্ষা ক'রে থাকেন, এই অভেদজ্ঞান ছিল ব'লেই ত, আজ তার বিপরীত ভাব দর্শন ক'রে, প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে ; শুধু আমি ব'লে নয় প্রভো! শিবভক্ত মাত্রই আজ আকুল হ'য়ে উঠেছে।

শিব। কেন, কেন ? দুর্গা কি আমার জরাসন্ধের কোন সংবাদই রাখেন না ?

নারদ। তাই যদি রাখ্‌বেন, তা হ'লে কি এতদূর ঘটে? যাঁর নাম হ'ল—দুর্গতিহারিণী দুর্গা, সেই দুর্গাই যদি কাউকে দুর্গমে ফেলে দুর্গতি দান করেন, তাহ'লে তাকে আর কে রক্ষা ক'র্‌বেন. বলুন দেখি? (দুর্গার দিকে দৃষ্টি করিয়া) প্রভো! আমার বড় ভয় হ'চ্ছে, ঐ যে—মা কাত্যায়নী আমার দিকে কোপ-দৃষ্টিপাত ক'র্‌ছেন।

শিব। কোন ভয় নাই নারদ! তুমি নির্ভীকচিত্তে, সকল কথা ক'রে ব'লে যাও।

নারদ। সেই মগধপতির অস্তি এবং প্রাপ্তি নামে দু'টী কন্যা, এবং সহদেব নামে একটী পুত্র আছে। মথুরেন্দ্র কংশ, সেই কন্যা-দ্বয়কে বিবাহ ক'রেছিলেন।

শিব। তার পর।

নারদ। তার পর—কৃষ্ণ-হস্তে কংশের নিধন,—একথা বোধ হয় অবগত আছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই মথুরার সিংহাসন অধিকার ক'রেছেন, একথাও বোধ হয় প্রভুর অজ্ঞাত নাই।

শিব। হাঁ, জানি নারদ! তার পর কি হ'য়েছে বল।

নারদ। তারপর—কংশের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে জামাতৃশোকে নিতান্ত অন্ধ—জরাসন্ধ, প্রতিহিংসা সাধনজন্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছে, বহুবার যুদ্ধ ক'রেও, মগধপতি প্রতিহিংসা সাধন করা দূরে থাক্, বরং নিজ সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি সেই ভীষণ সমর-সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে, ক্রমে বলহীন হ'য়ে আস্‌ছে। আবার এদিকে মা মহামায়া, সেই জরাসন্ধ-সুত বালক সহ-দেবের কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান ক'রে, সহদেবকে কৃষ্ণপ্রেমের পাগল ক'রে তুলেছেন। এখন ভেবে দেখুন, জরাসন্ধ হ'ল

ঘোরতর কৃষ্ণদ্বেষী, আর তার পুত্র হ'ল সেই পিতৃশত্রু কৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ; এরূপ অবস্থায় পিতাপুত্রে সদ্ভাব থাকা নিতান্তই অসম্ভব। গৃহবিচ্ছেদ যে হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। গৃহবিচ্ছেদ হ'লে সে সংসার শীঘ্রই ধ্বংস হবে। প্রহ্লাদ, কৃষ্ণ-ভক্ত হ'য়ে, নিজ পিতা হিরণ্যকশিপুর বিনাশের কারণ হ'য়েছিল। সহদেব হ'তেও জরাসন্ধের সেই গতি লাভ হবে। তা হ'লেই দেখুন প্রভো! আপনার ভক্ত জরা-সন্ধের ভাবী নিধনের পথ, মা হৈমবতী হ'তেই পরিষ্কৃত হ'ল কি না? এখন বলুন দেখি, শিব-শিবানীতে ভেদ হ'ল কি না?

শিব। (সক্রোধে) না, আর না নারদ! আর শুন্‌তে চাইনে; আমি সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছি। শিবানীর শিব-ভক্তির পরাকাষ্ঠা কতদূর, তা আমার এতদিনে পরীক্ষা করা হ'য়েছে। ওঃ কি আশ্চর্য্য! শিবানীর হৃদয়ে শিববিদ্বেষ! বুঝ্‌লেম, আবার মহাপ্রলয়ের সময় উপস্থিত। প্রলয় হয় হউক, সংসার রসাতলে যায় যাউক, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহদল সব ব্যোমতল হ'তে স্খলিত হয় হউক, আবার সৃষ্টি ক'র্‌ব,—আবার নূতন প্রণালীতে জগৎ সৃষ্টি ক'র্‌ব। কিন্তু একবার দেখ্‌তে হবে যে, শিবানীর শিব-বিদ্বেষের সীমা কতদূর, আর সেই শ্রীকৃষ্ণের জরাসন্ধকে নাশ কর্‌বার শক্তি কতদূর, তাও দেখ্‌তে হবে। জরাসন্ধকে রক্ষা কর্‌বার জন্য, যদি আমাকে সংহারমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌তে হয়, তাও ক'র্‌ব ; ভক্তকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যদি আবার আমাকে সতীহারা হ'য়ে উন্মত্ত হ'তে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত হব না। তথাপি আমি ভক্তকে রক্ষা ক'র্‌ব। (দুর্গার প্রতি) সতি! সতি! সতি!

বলি, এই তোমার পতি-ভক্তি? বলি, এই বুঝি তোমার শিবভক্তি প্রকাশ করা? অম্বিকে! বলি, তুমিই না একদিন তোমার পিতৃমুখে শিবনিন্দা শ্রবণ ক'রে, নিজ প্রাণত্যাগ দ্বারা সতীত্বের জ্বলন্ত কীর্ত্তি প্রকাশ ক'রেছিলে? বলি, তুই কি সেই সতী? বলি, তুই কি সেই দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী সতী? অহঙ্কার হ'য়েছে? ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী হ'য়ে, মনে বড় অহঙ্কার হ'য়েচে? আমি দিবানিশি শান্তভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকি ব'লে, তোমার যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছ! তুমি জান না যে, প্রশান্ত মহাসাগর যদি একবার চঞ্চলমূর্ত্তি ধারণ করে, তা হ'লে সেই বায়ু-বিক্ষোভিত উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরকে কার সাধ্য যে, শান্ত করে। এ ভোলাও যদি একবার পাগলমূর্ত্তি ধারণ করে, তা হ'লে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ধ্বংস হবে। ওঃ—কি অসহ্য! আমার ভক্তের প্রতি অত্যাচার।

নন্দি! কি দেখ চাহিয়া?
ধর শূল বিশ্বঘাতী।
সাজাও প্রমথ-দলে।
বাজাও ডমরু।
ডিমি ডিমি ডমরুর ধ্বনি;
উঠুক অম্বর-পথে।
শিঙ্গা-রবে বিশ্ব হ'ক্ বিচঞ্চল;
অট্টহাস্য-রোলে কাঁপুক মেদিনী।
হর, হর, বম্, বম্, রবে,
মাত নববলে, নবীন-উৎসাহে।
রামকৃষ্ণ দোঁহে কর পরাজয়।

চল চল সবে বিলম্ব না সয়,

সংহার, সংহার, আজি ব্রহ্মাণ্ড সংহার ॥

(বেগে নন্দীসহ শিবের প্রস্থান)

গীত

চল রে চল ত্বরা।

ভৈরব রব কর, বম্ বম্ হর হর, সব সংহর

ছিন্ন ভিন্ন কর, কিন্নর নর, প্রখর ভাস্কর অমরা ॥

চল প্রচণ্ড প্রমথ প্রথমে,

পশি' প্রবল পরাক্রমে,

শক্র-সনে সংগ্রামে বিক্রমে,

ক্রমে রণে কর দিশেহারা ॥

কর আহবে শঙ্কিত তাণ্ডবে,

মাধব সহিত পাণ্ডবে,

বাঁধ রে সবান্ধবে, যাদবে.

আজি, সাগরে ডুবা রে মথুরা ॥

দুর্গা। অহো! লাগে ত্রাস,

বিশ্ব নাশ করে বুঝি বিশ্বনাথ!

রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল হইল চঞ্চল,

অকালে প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠিবে নিশ্চয়।

না করিব ক্রোধ,

ক্রোধে ফল হবে বিপরীত।

শান্তবাক্যে সন্তোষিয়া আশুতোষে এবে,

ক্রোধানল করিগে নির্ব্বাণ।

যাই, যাই, বিলম্বে বিপদ্ হবে।

(বেগে প্রস্থান)

নারদ। (স্বগতঃ) হরি, হরি, যে উদ্দেশ্য ক'রে এসেছিলাম, তার ত কিছুই হ'ল না দেখ্‌ছি; ভেবেছিলাম, ভক্ত-নির্য্যাতনের কথা উত্থাপন দ্বারা, সদাশিবকে উত্তেজিত ক'রে, শিবশক্তি এবং বিষ্ণুশক্তির মধ্যে, কোন্ শক্তি শ্রেষ্ঠ, তাই পরীক্ষা ক'র্‌ব। কিন্তু তা হ'ল না; অন্তর্যামিনী মহাশক্তি আমার ছলনা বুঝ্‌তে পেরে, শিবকে শান্ত ক'র্‌তে প্রস্থান ক'র্‌লেন। তা শিব শান্ত হ'লে, আর শিব-শক্তিতে বিষ্ণু-শক্তিতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কোথা? বুঝ্‌লেম, ছলনা দ্বারা কখনই ইষ্টলাভ হয় না। যাই, এখন সেই অপরাধ-ভঞ্জিনী মা অভয়ার নিকটে, নিজ অপরাধ প্রকাশ ক'রে অপরাধ ভঞ্জন করিগে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

[মগধ-রাজসভা]

জরাসন্ধ, মন্ত্রী, বিদূষক, সেনাপতি ও
প্রহরীর প্রবেশ

জরা। মন্ত্রিন্! পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। আমার রাজ্য মধ্যে ঘোষণা ক'রে দাও যে,—আজ হ'তে আবালবৃদ্ধ সকলেই যেন, সমর-সজ্জায় সুসজ্জিত হ'য়ে, আমার অনুমতির অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু, যারা রণভয়ে ভীত হ'য়ে আমার আদেশ-প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ ক'র্বে, সেই সকল কাপুরুষগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, কারাগৃহে রুদ্ধ রাখ্বে। আর সেনাপতি! তুমিও আজ হ'তে সপ্তাহের মধ্যে, সৈন্যগণকে সুন্দররূপে রণ-কৌশলে সুশিক্ষিত ক'র্বে।

সেনা। যে আজ্ঞা।

মন্ত্রী। মহারাজ! আবার যুদ্ধ ?

জরা। হাঁ মন্ত্রি! আবার যুদ্ধ।

মন্ত্রী। কিছুদিন নিরস্ত থাক্লে ভাল হয় না মহারাজ!

জরা। না মন্ত্রি! যতদিন না—সেই মথুরানগরী মহাশ্মশানে পরিণত হ'চ্ছে, ততদিন যুদ্ধ; যতদিন না—সেই শ্মশান-ভস্মরেণু, প্রবল

বাত্যার সহিত, দিগ্-দিগন্তে মগধের জয়-ঘোষণা ক'র্‌বে,—তত-দিন যুদ্ধ। যতদিন না—সেই মথুরাবাসিনী রমণীগণ বৈধব্যবেশে, আলুলায়িত-কুন্তলে, পতি-পুত্র-শোকে, হাহাকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে, অশ্রুজলে সেই শ্মশানক্ষেত্র অভিষিক্ত ক'রে আমার অস্থির—অস্থির-হৃদয়ে, শান্তি-বারি প্রদান ক'র্‌বে,—ততদিন যুদ্ধ। যতদিন না—সেই নির্ব্বোধ উগ্রসেনের জীর্ণ দেহ, শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য হবে, ততদিন যুদ্ধ। তাই ব'ল্‌ছি, মন্ত্রিন্! আমার এই দৃঢ়সঙ্কল্পে বাধা-প্রদানের বাসনা পরিত্যাগ ক'রে, পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করে কার সাধ্য। তবে একটা কথা বলি,—দেখুন বারংবার এইরূপ যুদ্ধ ক'রে, কেবল বল-ক্ষয় এবং রাজকোষ শূন্য হ'চ্ছে মাত্র। মহারাজ! সৈন্য-দুর্গ ত একরূপ নিঃশেষ হ'য়েছে; যে কয়েকজন অবশিষ্ট আছে, তাদের মধ্যে কেহ বা বিকলাঙ্গ, কেহ বা শয্যাশায়ী। প্রবলঝটিকাঘাতে বনমধ্যস্থ বৃহৎ বিটপী সকল ধরাশায়ী হ'লে, অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসকল যেমন ভগ্নশাখ ও পত্রবিহীন হ'য়ে বিশৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করে, মহারাজ! আপনার অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সৈন্যগণের দশাও ঠিক তদ্রূপ হ'য়েছে। নিশীথকালে যদি একবার নগরমধ্যে বহির্গত হওয়া যায়, তবে কেবল এক পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্ত্তনাদ ভিন্ন, আর কিছুই শ্রুতি-গোচর হয় না; তাই ব'ল্‌ছিলেম, মহারাজ! সম্প্রতি যুদ্ধের বাসনা ত্যাগ ক'রে রাজ্যে শান্তিস্থাপনা করুন।

জরা। না মন্ত্রি! তা কখনই পার্‌ব না। যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ ক'রে, নিতান্ত হীনবীর্য্য কাপুরুষের ন্যায় শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে,

অন্দরবাসিনী অবলার মত এই মগধপুরীতে লুক্কায়িত থেকে, অরাতির বিদ্রূপ-বাক্য শ্রবণ ক'রে জীবনধারণ ক'র্‌ব, তা কখনই হ'তে পারে না। সে কল্পনা মুহূর্ত্তমাত্রও এই জরাসন্ধের হৃদয়ে স্থান পাবার যোগ্য নয়। মন্ত্রি! আমি পুনরায় ব'ল্‌ছি,— যতক্ষণ এই মগধরাজ্যে, একটামাত্র সৈন্য জীবিত থাক্‌বে, যতক্ষণ এই জরাসন্ধের ধমনীতে বিন্দুমাত্রও শোণিত সঞ্চারিত হবে, ততক্ষণ যুদ্ধ ক'র্‌ব।

বিদূ। তা ক'র্‌বেন বৈকি মহারাজ! ও—মন্ত্রীব কথা গ্রাহ্যও ক'র্‌বেন না। ও মন্ত্রী এখন বৃদ্ধ, ওঁর এখন সে তেজ নাই, বল নাই, ওঁর জরাজীর্ণ বপুখানি, কেবল এখন আয়েস খুঁজে বেড়ায়। ওঁর কথা শুনে কি এখন কোন কাজ ক'র্‌তে আছে? বৃদ্ধের কথা শুনে সকল সময় কাজ ক'র্‌তে গেলে, শেষে দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে আসে। মন্ত্রীর কি বলুন না, মাসকাবারের মাইনেটা পাওয়া নিয়ে বিষয়, তাই পেলেই সন্তুষ্ট। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কিসে হয়, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। মহারাজ! আপনাদের ত ক্ষত্র-তেজ, উত্তেজিত হবারই কথা; কিন্তু ব'ল্‌তে কি মহারাজ! যুদ্ধের নাম শুন্‌লে, এই নিস্তেজ ব্রাহ্মণেরও গায়ের রোমগুলো কাঁটা মেরে উঠে। মহারাজ! যেদিন হ'তে সেই গয়লার ছেলেটার সঙ্গে আপনার যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে, ব'ল্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না মহারাজ! সেদিন হ'তে—আহার নাই, নিদ্রা নাই, স্নান নাই, আহ্নিক নাই, কেবল দু'সন্ধ্যে ষোড়শোপচারে ভোজনটী বই আর কিছুই নাই; দিনরাত যেন আমার মনের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই র'য়েছে। নিদ্রা ত হয়ই না, তবুও যদি অর্দ্ধ-তন্দ্রার মত একটু তন্দ্রা এল,

অমনিই স্বপ্নে দেখ্‌তে পাই যেন, সেই লাঙ্গল-স্কন্ধে বলরাম দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই কালকুটে ছোঁড়াটা, একটা চাকা নিয়ে, কুমারের চাকার মত পিন্‌ পিন্‌ ক'রে ঘুরুচ্ছে। অমনিই মহারাজ! যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি ব'লে, একবারে চীৎকার ক'রে শয্যা হ'তে লাফিয়ে উঠি। কোন কোন দিন বা ভুলক্রমে, শত্রু ভেবে আমার ব্রাহ্মণীশর্ম্মাকেই চেপে ধরি।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) হায়! এই সব কর্ণে-জপ পারিষদবর্গ-ই মহারাজের সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌লে। রসনা যেমন আপাত-মধুর কুপথ্য-সেবনে রোগীকে পরিতুষ্ট এবং সমধিক প্রলুব্ধ ক'রে, ক্রমে প্রেতভূমির দিকে ল'য়ে যায়, অথচ রোগী যেমন সেই কুপথ্যের অপকারিতা বুঝ্‌তে পারে না; মহারাজও তেমনি প্রতিহিংসা-সাধনরূপ মহারোগে আক্রান্ত হ'য়ে, পারিষদ্‌রূপ রসনা দ্বারা কুপরামর্শরূপ কুপথ্য সেবনে, ক্রমেই সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হ'চ্ছেন। তথাপি জ্ঞানচক্ষু ফুট্‌ছে না।

জরা। ভাল মন্ত্রিন্‌! আমি যদি এখন তোমার পরামর্শমত যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তা হ'লেও যে সেই রণগর্ব্বে গর্ব্বিত যাদবগণের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে, তারই বা স্থিরতা কি? তারা যে আমার মগধপুরী পর্য্যন্ত আক্রমণ না ক'রে নিরস্ত থাক্‌বে, তারই বা প্রমাণ কি? তুমি জান, কুকুরকে যদি স্পর্দ্ধা দেওয়া যায়, তা হ'লে সেই স্পর্দ্ধিত কুকুর, ক্রমে ক্রমে প্রভুর মস্তক পর্য্যন্ত আরোহণ করে।

মন্ত্রী। স্পর্দ্ধিত কুকুরকে পূর্ব্ব হ'তে যদি বদ্ধ রাখা যায়, তা হ'লে আর মস্তকারোহণ ক'র্‌তে পারে না।

জরা। ভাল, বুঝ্‌লেম, কিন্তু যাদবগণকে, এক যুদ্ধ ব্যতিরেকে কোন্‌ উপায়ে বদ্ধ রাখা যেতে পারে?

মন্ত্রী। কেন মহারাজ! সন্ধি-সূত্র।

জরা। (সক্রোধে) কি! কি! সন্ধি! ঘৃণিত যাদবের সহিত সন্ধি! দেখ মন্ত্রি! আজ যদি এই জরাসন্ধ-জীবনের সেই মহাসন্ধির দিন এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লেও তুমি নিশ্চয় জেনো যে, তোমার দুরভিসন্ধি কিছুতেই পূর্ণ হবে না। কি বিস্ময়ের বিষয়! তুমি এই প্রবলপরাক্রান্ত মগধ-ভূপতির মন্ত্রী হ'য়ে, এই লজ্জাজনক রমণী-সুলভ—অসার মন্ত্রণা দিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ ক'র্‌লে না? বলি, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে কি মান, সম্ভ্রম, দর্প সবই খর্ব্ব হ'য়ে এসেছে? পলিত-কেশের সঙ্গে সঙ্গে কি, মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘ'টেছে? স্খলিত দন্তের সঙ্গে সঙ্গে কি, দন্তও বিদায় গ্রহণ ক'রেছে? বলি, কুঞ্চিত-ত্বকের সঙ্গে সঙ্গে কি, বুদ্ধিবৃত্তিও সঙ্কুচিত হ'য়ে এসেছে? কি ব'ল্‌ব, তুমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মন্ত্রী, তাই তুমি এইরূপ ঘৃণিত উপদেশ প্রদান ক'রে, এখনও আমার সম্মুখে উপবেশন ক'রে আছ। নতুবা অন্য কেহ হ'লে, তাকে এই দণ্ডে, সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত ক'রে নিরস্ত হ'তেম।

মন্ত্রী। (সদুঃখে) মহারাজ! আপনি এই বিপুল সাম্রাজ্যের সম্রাট, আমি আপনার ভৃত্য মন্ত্রীমাত্র। তথাপি আপনাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করা, আমার একান্ত কর্ত্তব্য মনে ক'রেই, সন্ধির কথা উত্থাপন ক'রেছিলাম; কিন্তু আজ আমাকে তার উপযুক্ত ফলই দান ক'রেছেন। যাঁর মন্ত্রণা—সুমন্ত্রণা ব'লে স্বর্গীয় মহারাজ পর্য্যন্ত সাদরে গ্রহণ ক'রে গিয়েছেন; আজ সেই মন্ত্রীকে কি না,

সভামধ্যে বিনাদোষে অপমানিত হ'তে হ'ল! গৃহোপরি প্রজ্জ্বলিত অনল দর্শন ক'রে, বারিপূর্ণ-কুম্ভ-স্কন্ধে, সেই অনল নির্ব্বাণ ক'র্‌তে এসে, অবশেষে সেই গৃহস্থ কর্ত্তৃক, কুম্ভ-চোর ব'লে লাঞ্ছিত হ'লেম! হায় রে কাল! তোর কি বিষময় পরিবর্ত্তন। যারা তোষামোদে পটু, অলীক বাক্য দ্বারা প্রভুর মনোরঞ্জন ক'র্‌তে পারে, যারা "বিষকুম্ভ পয়োমুখ", যারা মশকের ন্যায় প্রথমে পদতলে পতিত হ'য়ে, কর্ণে সুমধুর গুঞ্জন ক'রে, ক্রমে রন্ধ্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক, সেই রন্ধ্র দ্বারা শোণিত পান ক'র্‌তে পারে, তারাই আজকাল প্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। ধন্য কাল! তোরে ধন্য।

গীত

ধন্য রে কাল ধন্য তোরে।
সকলই কালেতে করে,
বিচিত্র হে তব চিত্র, মিত্রকে শত্রু নেহারে॥
সুকৌশলে কথার ছলে, খলে সদা প্রভু ছলে,
ভুলে প্রভু সেই ছলে, সুধা ব'লে বিষ ধরে।
যারা সাধু শান্ত মতি, তাদের নিদারুণ দুর্গতি,
বুঝিলাম হায় কালের গতি, দুর্ম্মতির জয় এ সংসারে॥

বিদূ। উঃ—অভিমানটুকুও আবার দেখ্‌ছি সাড়ে ষোল আনা। বলি, এখন কি আর সে দিন আছে যে, মন্ত্রী যা ব'ল্‌বে, রাজা অমনি ভাল মন্দ বিবেচনা না ক'রে, যন্ত্র-পুত্তলিকার মত তাই ক'র্‌বে? বিশেষতঃ আমাদের রাজা, যিনি নিজে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান্‌, তাঁর কাছে কি আর ঐ সব মেয়েলি-বুদ্ধি খাটে? বলি, দৃষ্টিশালী-ব্যক্তিকে কণ্টকাকীর্ণ পথ দেখিয়ে দিলে,

সে, সে পথে যাবে কেন? সে যে আপনা-আপনি পথ দেখে নেবে। তাই ব'ল্‌ছি মন্ত্রীমহাশয়! আপনি এখন আর এ যুদ্ধ-বিগ্রহের কথার মধ্যে, কথা ব'ল্‌বেন না। আপনি যেমন ব'সে ব'সে ভুড়ি উড়াচ্ছেন, তাই করুন; আর যদি অবসর নিতে ইচ্ছা হয়, তাও নিতে পারেন! বিবেচনা ক'রে দেখলে, আপনার এখন অবসর নেওয়াই উচিত। আপনি এখন জরাগ্রস্ত, কবে ভবের পটল তুল্‌বেন; এ সময়ে ঘরে ব'সে আয়েস্‌ ভোগ করাই ভাল। মহারাজ হয় ত, চক্ষু-লজ্জায় ব'ল্‌তে পার্‌ছেন না। নিজের ক্ষমতাটা ত একবার নিজের বুঝে দেখা উচিত?

মন্ত্রী। দেখুন, আপনি রাজ-বয়স্য, আপনার—

জরা। (কথায় বাধা দিয়া) যাক্‌, আর বৃথাবাক্যে প্রয়োজন নাই। ক্রমেই সময় অতিবাহিত হ'চ্ছে। মন্ত্রি! তোমাকে আমি যা ব'ল্লেম, তুমি তাই অবনতমস্তকে পালন ক'র্‌তে প্রস্তুত হও। তুমি কোনরূপেই আমাকে সমর বাসনা হ'তে নিবারিত ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে, প্রতিহিংসার অনন্ত-কল্লোল কল্লোলিত। প্রতি লোমকূপে জিঘাংসার অনন্ত উৎস উৎসারিত! শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, বৈর-নির্য্যাতন-লালসা সঞ্চারিত হ'য়ে, ক্রমেই আমাকে অধিকতর উত্তেজিত ক'রে তুল্‌ছে। এ অবস্থায় তোমার কোন বাক্যই আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না।

(সেনাপতির প্রতি)

তবে যাও সেনাপতি!
নবোদ্যমে নবোৎসাহে মাতি,
স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হও।

নূতন বিধানে, নূতন সৈনিকে,
শিক্ষা দিবে সমর-কৌশল।

সেনা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

জরা। ওহো! বিশ্ব-সিন্ধু বক্ষে করি তাণ্ডব-নর্ত্তন
নাহি মন স্থির;
অস্থির-হৃদয়ে দীপ্ত রুদ্ধ হুতাশন।
ত্রিভুবন করিব দাহন।
রুদ্রবলে বলী, ত্রিলোকমণ্ডলী—
নাহি করি তৃণমুষ্টি জ্ঞান।
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, মহাপ্রলয় ঝটিকা—
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে উঠাইব পুনঃ।
ভগ্নমূল ধ্বংসশেষ ধরাধর ত্বরা,
যাবে রসাতলে এবে চূর্ণ রেণু হ'য়ে।
বিদর্ভ, নিষধ, কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়,
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, দ্রাবিড়,
দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মাবর্ত্ত, অবন্তি প্রভৃতি,
ধ্বংসশেষ ভস্মস্তোমরূপে,
সাক্ষ্য দিবে স্তূপে স্তূপে।
বৃষ্ণি, ভোজ, যাদব, পাণ্ডব,
চন্দ্র, সূর্য্য, দশার্হ, অন্ধক,
একে একে বলি দিব রুদ্র-সন্নিধানে।
বহিবে রুধির-ধারা অতি খরস্রোতে;
চূর্ণ ধরা-ধূলিকণা করি স্তূপাকার,

সে রুধিরে করিয়ে মিশ্রণ,
গঠিব নূতনভাবে নূতন ব্রহ্মাণ্ড
বিধি-শক্তি করি লোপ—
নব বিধি করিব সৃজন।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) অহো! যে পতন হবে, তাকে আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। গাত্রে উত্তাপপ্রাপ্তির আশঙ্কায়, সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদন ক'রে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ ক'রতে গেলে, সেই গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ত ভস্ম হবেই; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই ভ্রান্ত নরকেও অগ্নিদগ্ধ হ'তে হয়। মহারাজও তেম্‌নি, নূতন সৈন্য-সামন্তরূপ বসন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন ক'রে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কোপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত; তা, সে কোপ-বহ্নিতে সৈন্য-গণ ত দগ্ধ হবেই, পরিশেষে নিজেও ভস্মীভূত হবেন। রুদ্র-তেজে তেজস্বী হ'য়ে, মহারাজ আপনাকে জগতের অজেয় ব'লে মনে করেছেন। কিন্তু একবার বিবেচনা ক'রে দেখ্‌ছেন না যে, স্বয়ং মহারুদ্র যাঁর তেজে রৌদ্রতেজ প্রাপ্ত হ'য়েছেন, সেই পূর্ণব্রহ্ম কি সামান্য জরাসন্ধের তেজে নিস্তেজ হবার পাত্র? বুঝ্‌লেম, আর রক্ষা নাই; যখন এরূপ মহাবিকারে আক্রান্ত হ'য়েছেন, তখন আর এ বিকার হ'তে আরোগ্য লাভ কর্‌বার কোন উপায় নাই। এই বহুবার যুদ্ধ ক'রেও, যাকে পরাজয় করা গেল না; কেবল আপন বলই ক্ষয় ক'রে, দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌ছেন; তখন আর উদ্ধারের উপায় নাই। তবে দুঃখ রইল যে, আমা দ্বারা কোন উপায় হ'ল না। স্বর্গীয় মহারাজ মৃত্যুসময়ে, জরাসন্ধকে আমার হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন; কিন্তু হতভাগ্য আমি, তাই তাঁর সে আদেশ

পালন ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। আজ সভামধ্যে সামান্য বিদূষকের বিদ্রূপ-বাক্যও সহ্য ক'রতে হ'ল। সূর্য্য-উত্তাপ সহ্য করা যায়, কিন্তু সেই সূর্য্যাতাপে প্রতপ্ত অগ্নিকণাতুল্য বালুকাতাপ যে নিতান্ত অসহ্য।

সহদেবের প্রবেশ

সহ। বাবা! বাবা!

জরা। কে ও? বৎস সহদেব! এস।

(ক্রোড়ে ধারণ)

সহ। বাবা! আবার না কি যুদ্ধে যাবে?

জরা। হ্যাঁ বৎস! তোমারও কি যেতে সাধ হ'য়েছে?

সহ। না বাবা! আমিও যাব না, তোমাকেও যেতে দেব না।

জরা। এ কথা বুঝি তোমাকে মহিষী শিখিয়ে দিয়েছেন?

সহ। না বাবা! মা শিখিয়ে দেন নাই, আমি নিজেই ব'ল্‌ছি।

জরা। তুমি নিজেই ব'ল্‌ছ? ক্ষত্রিয় শিশু কি, কখন পিতাকে যুদ্ধে যেতে মানা ক'রে থাকে?

সহ। মানা করে না জানি, কিন্তু বাবা! কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে মানা ক'র্‌ছি!

জরা। কেন সহদেব! কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে ভয় কি? কয়েকবার যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়েছি ব'লে কি, তোমার মনে ভয় হ'য়েছ? এইবার সেই প্রতিহিংসা সাধন ক'রব।

সহ। কৃষ্ণ যে দেবতা বাবা! দেবতার সঙ্গে কি মানুষে যুদ্ধ করে?

জরা। এ কথা আবার তোমাকে কে ব'ল্লে? কৃষ্ণ যে দেবতা, এ অলীক কথা তোমাকে কে ব'লে দিলে? আমার রাজ্যমধ্যে

এমন নির্ব্বোধ কি কেউ এখনও আছে যে, কৃষ্ণকে দেবতা ব'লে বিশ্বাস করে ?

সহ। কেন বাবা! যিনি দেবতা, তাঁকে দেবতা ব'ল্‌লে কি তাতে দোষ হয় ?

জরা। অবোধ! দেবতাকে দেবতা ব'ল্লে দোষ হবে কেন? কিন্তু কৃষ্ণ যে সামান্য বন্য-রাখাল, তাকে দেবতা ব'ল্লে যে, দেবতা-নামে কলঙ্কারোপ করা হয়।

সহ। বাবা! তিনি ত বন্য-রাখাল নন্।

জরা। বন্য-রাখাল না হ'লে, সে রাখালদের সঙ্গে বৃন্দাবন-গোষ্ঠে গোচারণ ক'রে বেড়াবে কেন ?

সহ। না বাবা! আমি যে শুনেছি, রাখালেরা তাঁকে বড় ভালবাস্‌ত, বড় ভক্তি ক'র্‌ত, তাই তিনি তাদের ভালবাসা আর ভক্তিতে আবদ্ধ হয়ে, রাখাল সেজে তাদের সঙ্গে সঙ্গে গোচারণ ক'রে বেড়াতেন। ভক্তগণ তাঁকে যেভাবে দেখ্‌তে চায়, তিনি তাকে সেইভাবেই দেখা দেন।

জরা। (ঈষৎ কোপের সহিত) বলি, এত লম্বা লম্বা কথা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে সহদেব ?

সহ। আমার এক পাগলী-মা আছে, সেই পাগলী-মাই আমাকে এই সব কথা শিখিয়েছে বাবা!

জরা। পাগলী-মাটা আবার কে ?

সহ। কে তা জানিনে বাবা! সে মাঝে মাঝে আসে, আমায় আর প্রাপ্তি-দিদিকে বড় ভালবাসে। কত মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়।

জরা। দেখ সহদেব! তুমি একজন রাজপুত্র, তোমার কি ও-সব যার তার কাছে যাওয়া শোভা পায়? আর পাগলের কথা কি

বিশ্বাস ক'র্‌তে আছে ? পাগলের যখন যা মনে উদয় হয়, তাই বলে; তার আবার ভাল মন্দ কি ? অতএব সহদেব ! তোমাকে নিষেধ ক'রে দিচ্ছি, তুমি আজ হ'তে আর পাগলের কাছে যেও না, ওতে তোমার গৌরব নষ্ট হয়।

সহ। বাবা ! রাজপুত্র হ'লে কি তার আর কারুর সঙ্গে মিশ্‌তে নাই ? যে ভালবাসে, তার কাছেও কি যেতে নাই ? হঁ্যা বাবা ! তবে রামচন্দ্র চণ্ডালের বাড়ী গিয়ে, হুড়িধানের মুড়ি খেতেন কেন ? তাতে কি বাবা ! রামচন্দ্রের গৌরব নষ্ট হ'য়েছিল ? পাগলী-মা আমায় ব'লেছে, "যদি বড় হবে ত ছোট হও।" রাজপুত্র ব'লে মনে যেন অহঙ্কার ক'র না।" "সেই হরির কাছে রাজা-প্রজা সকলেই শমান।"

জরা। ও অজ্ঞান-বালক ! তোর এতদূর অজ্ঞতা বৰ্দ্ধিত হ'য়েছে ? (স্বগত) হায় ! এই জন্যই লোকে, পুত্রকে শৈশব হ'তে সৎশিক্ষা প্রদান ক'রে থাকে; নতুবা, সদ্যগঠিত মৃৎ-ভাণ্ডে কোনও চিহ্ন অঙ্কিত ক'র্‌লে, সেই ভাণ্ড দগ্ধ হ'লেও যেমন সেই পূৰ্ব্বচিহ্ন তা হ'তে বিচ্যুত হয় না; বালক-হৃদয়েও যদি কোন কুসংস্কার প্রবেশ করে, তা হ'লে পরিণামে সেই কুসংস্কারও তেমনি, সেই বালক-হৃদয় হ'তে কিছুতেই দূরীভূত হয় না। বোধ হয়, কোন পাগলিনী মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে, বালক সহদেবের নিকট হ'তে আহাৰ্য্য সংগ্রহ করে। যা হ'ক্‌, এখন হ'তে সতর্কতা বিধান করা কৰ্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) সহদেব ! প্রাণাধিক ! আজ তোমার মুখে এই সব কথা শুনে, বড়ই দুঃখিত এবং বিস্মিত হ'লেম; কেন না, তুমি রাজপুত্র, দু'দিন পরে তুমি আবার এই রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত ক'র্‌বে,

কত কোটী কোটী লোকের জীবনমরণ তোমার হস্তে নির্ভর ক'র্‌বে। সেই তুমি কি না আজ ব'ল্‌ছ যে,—'যুদ্ধে যেও না', 'যদি বড় হবে ত ছোট হও', 'কৃষ্ণ দেবতা নয়।' ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ সব বড়ই আক্ষেপের কথা! তুমি এখনও বালক ব'লে ক্ষমা ক'র্‌লেম, কিন্তু সাবধান সহদেব! আর যেন কখন ভ্রমক্রমেও, এইরূপ অতৃপ্তিকর পৌরুষহীন কথা তোমার মুখে শুন্‌তে না পাই।

বিদূ। মহারাজ! আমার বোধ হয়, সেই পাগলীটাই আমাদের রাজ-কুমারের মাথাটা খেয়ে দিয়েছে। নইলে—"আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম-কাচমনেঃ কুতঃ" একথা হবে কেন?

সহ। বাবা! যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হ'লেও, আমার সে নিষ্ঠুর ধর্ম্মে কাজ নাই। যে ধর্ম্মে কেবল প্রজাপীড়ন, লোকের সর্ব্বনাশ-সাধন ক'র্‌তে হয়, এমন কি, যে ধর্ম্মে পিতা-পুত্রেও যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়, তেমন ধর্ম্মে আমার কাজ নাই। আহা! না জানি রণস্থলে, কত মাতাপিতার নয়নের মণিগণকে নিধন ক'রে, প্রশংসা লাভ ক'র্‌তে হয়। কত লোক অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে থাকে। কত লোক রক্তের মধ্যে প'ড়ে, উত্থানশক্তি রহিত হ'য়ে পিপাসায় জল জল ব'লে প্রাণত্যাগ করে। বল বাবা! এমন নিষ্ঠুরের কাজ আমি কেমন ক'রে পালন ক'র্‌ব? আমি রাজ্য চাইনে বাবা! রাজা হ'তে হ'লে, তাদের প্রাণ বড় পাষাণ হয়। দয়া মায়া সব দূর হ'য়ে যায়। কেবল হিংসা, দ্বেষ দ্বারাই রাজাদের হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে থাকে। বল দেখি বাবা! এরূপ রাজা হবার চেয়ে, ভিখারী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানও ভাল নয় কি?

তাই ব'ল্‌ছি বাবা! আমি রাজা হ'তে চাইনে। তুমিও আর যুদ্ধ ক'রে আমাদের প্রজাকুল নাশ ক'র না। আর যাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ, তিনি কথনই মানুষ নন্; তিনিই সেই গোলোক-বিহারী হরি। আহা! যাঁর নাম শুন্‌লে প্রাণ পাগল হ'য়ে উঠে, তাঁর সঙ্গে কি যুদ্ধ ক'র্‌তে সাধ হয় বাবা? যাঁর পায়ে সচন্দন তুলসী দিতে হয়, তাঁর গায়ে কি অস্ত্রাঘাত করা যায়? দেখ দেখি বাবা! কৃষ্ণনাম কি মধুর নাম! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আহা কি মিষ্ট নাম রে! যত বলি, ততই যেন ব'ল্‌তে সাধ হয়। আহা! কি মিষ্ট নাম রে!

কিবা মিষ্ট কৃষ্ণনাম।
যতই বলি, ততই সাধ, হয় ব'লতে অবিরাম।
রসনা যে রসে রসে, কেমনে ত্যজি সে রসে,
যে মজে এই নাম-সুরসে, শেষে পায় সে নিত্যধাম॥
কেমনে ভুলিব পিতা, সুমিষ্ট সে কৃষ্ণকথা,
জগদিষ্ট কৃষ্ণ পিতা, জীবের পুরাণ, মনস্কাম॥

জরা। (সক্রোধে) ও দুর্ব্বুদ্ধি বালক। তোমার কুসংস্কার এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েছে? বুঝ্‌লেম, তুমি মগধকুলের কুলাঙ্গাররূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছ।

বিদূ। মহারাজ! "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" রাজ-কুমারের বুদ্ধিতে, যেরূপ প্রকার মালিন্য জড়িয়ে গেছে, ও মালিন্য যে সহজে নষ্ট হবে, তা আমার বোধ হয় না। মহারাজ! এ সবই সে পাগলী-বেটীর কাজ। বেটীকে পেলে একেবারে বঁটী-সই ক'র্‌তেম্।

জরা। শোন্ হতভাগ্য পুত্র! তোকে পুত্র ব'লে এবারও ক্ষমা ক'র্‌লেম; কিন্তু সাবধান কুলাঙ্গার! পুনর্ব্বার যেন ঐ নিকৃষ্ট কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ক'র্‌তে না শুনি। তুমি জান না যে, কৃষ্ণ আমার পরম শত্রু, আমার পরম শত্রুকে তুমি ইষ্ট ব'লে পূজা ক'র্‌বে, আমি তাই সহ্য ক'র্‌ব?—কখনই না! পূর্ব্বে তোমার মুখ দেখে মনে ক'র্‌তেম্ যে, কালে তুমি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ হবে; এখন দেখ্‌ছি, সে মুখে কেবল মূর্খতা মাখান। শূন্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ,—ও ত সম্পূর্ণ মস্তিষ্কহীনতার পরিচয়মাত্র। তা নইলে, যে কৃষ্ণের গুণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিদিত আছে; যে কৃষ্ণ কেবল নন্দের বাধা বহন ক'রে, বাল্যলীলা অতিবাহিত ক'রেছে; দুর্ব্বৃত্ত ব'লে যাকে যশোদা পর্য্যন্ত উদূখলে বন্ধন ক'রে রেখেছে; রাখালদের উচ্ছিষ্ট ফলই যার অতি প্রিয় খাদ্য; আর যার অন্যান্য ঘৃণিত ব্যবহারের কথা জগৎময় রাষ্ট্র হ'য়ে আছে; সেই পরম পাপিষ্ঠ গোপ-তনয়কে, তুই গোলোকের নারায়ণ ব'লে ধারণা ক'রে রেখেছিস্?

সহ। বাবা! আমাকে তিরস্কার করুন, তাতে কষ্ট নাই; কিন্তু কৃষ্ণনিন্দা ক'রে পরকালের পথ নষ্ট ক'র্‌বেন না। কৃষ্ণ যে কেন নন্দের বাধা বহন ক'রেছিলেন, তা কি আপনি জানেন না? নন্দ—একজন পরম কৃষ্ণভক্ত, তাই সেই ভক্তবৎসল হরি, কৃষ্ণরূপে নন্দের বাধা বহন ক'রে, জগৎকে দেখালেন যে, আমি ইহকালেও যেমন ভক্তের বাধা বহন করি, আবার পরিণামেও তেমনি ভক্তের মুক্তি-পথের সকল বাধা-বিঘ্ন নিজেই বহন ক'রে, ভক্তকে মুক্তিধামে ল'য়ে যাই। আর যশোদার বন্ধন গ্রহণ ক'রে শমনকে দেখালেন যে, দেখ্ রে শমন! আমি স্বয়ং

শমন-দমনকারী হ'য়েও যখন যশোদার বন্ধন গ্রহণ ক'র্‌লেন, তখন অন্তকালে তুই যেন এই যশোদাকে কখনও বন্ধন ক'র্‌তে আসিস্‌ নে। যশোদাকে ভব-বন্ধন হ'তে মোচন করবার জন্যই, নিজেই তাঁর বন্ধন গ্রহণ ক'রেছিলেন। আর উচ্ছিষ্ট ভোজনের কথা ব'ল্‌ছেন? পিতঃ! একবার ভেবে দেখুন দেখি, যিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তাঁর কাছে কি আর উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্ট ভেদ আছে? আর সেই ব্রজের রাখালগণে, আর তাঁতে কি কোন প্রভেদ আছে? আমি শুনেছি যে, সেই গোলোকধামের শ্রীদাম আদি রাখালগণই, গোপাল সঙ্গে গোকুলে এসে উদয় হ'য়েছেন।

জরা। (স্বগতঃ) ওঃ—ধৈর্য্যশক্তি যে ক্রমেই শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। আর পুত্র ব'লে ক্ষমা করা যে দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। (প্রকাশ্যে) শোন্‌ সহদেব! তুই কিছুতেই নিজের ভ্রম-সংশোধন ক'রে নিচ্ছিস্‌ না? তুই গোলোকের হরিতে, আর সেই পরদারাপহারী হরিতে সমজ্ঞান ক'র্‌ছিস্‌। কোন্‌ মূর্খ তোকে এ কথা শিক্ষা দিয়েছে? নন্দন-পারিজাতে আর নির্গন্ধ কিংশুকে যতদূর অন্তর, চন্দ্রমায় আর খদ্যোতে যতটা পার্থক্য, সেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনাথের সঙ্গে, আর তোর এই সামান্য গোপান্নপরিপুষ্ট নিকৃষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সঙ্গেও ততদূর ব্যবধান। না, না, তা হ'তেও অধিক; কেননা নির্গন্ধ কিংশুকে সৌরভ না থাক্‌লেও সৌন্দর্য্য ত আছে? খদ্যোত, চন্দ্রতুল্য কিরণশালী না হ'লেও, তাতে কিছুমাত্র কিরণ ত আছে? কিন্তু তোর সেই নির্গুণ কৃষ্ণের কোন গুণ বা কোন রূপই নাই, যা দ্বারা তার মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করা যেতে পারে।

সহ। বাবা! কৃষ্ণের যে কোন গুণ বা রূপ নাই, এ কথা জ্ঞানীমাত্রই স্বীকার করেন। তাঁর কোন গুণ নাই ব'লেই ত তিনি ত্রিগুণাতীত নির্গুণ পুরুষ। তাঁর কোন রূপ নাই ব'লেই ত তিনি নিরাকার বিরাট আকাশ।

জরা। ভাল মূর্খ! তুই নিজেই ত ব'ল্‌ছিস্ যে, তাঁর কোন রূপ নাই, তিনি নিরাকার। তবে নির্ব্বোধ কি ব'লে সেই সাকার কৃষ্ণকে ব্রহ্ম ব'লে বর্ণনা ক'র্‌ছিস্?

সহ। কেন পিতঃ! তিনি যে আবার সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব হ'তে পারে না। তিনি কখন সাকাররূপে ভক্তের মনোরঞ্জন করেন, আবার কখনও নিরাকারভাবে যোগীহৃদয়ে মিলিত হন।

জরা। এ ভিন্ন আর কি উত্তর দেবে। (স্বগতঃ) কি ভ্রম, কি মহাভ্রমের মধ্যে সহদেব উপস্থিত! সহদেবের এ ভ্রম দূর করা ত সহজসাধ্য নয়। হায়! যে সহদেব আমার একমাত্র বংশধর, যার মুখের দিকে চেয়ে, যাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে, আমি ভাবী বৃদ্ধজীবন পরমসুখে অতিপাত ক'র্‌ব ব'লে মনে মনে কল্পনা ক'রে রেখেছি; সেই পুত্র আজ কোন্ বিধি-চক্রে—জানি না, এমন অসার অপদার্থরূপে পরিণত হ'ল! যা হ'ক্ দেখি, চেষ্টা ক'রে দেখি, সহদেবের ভ্রমপূর্ণ সংস্কারগুলি দূর ক'র্‌তে পারি কি না। বালকের চঞ্চল হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, হয় ত বিশেষরূপে বুঝিয়ে দিলে, দূর হ'তে পারে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সহদেব! যার নামগুলিতে পর্য্যন্ত ঘৃণিত অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে তুমি কোন্ বুদ্ধিতে ঈশ্বর ব'লে স্থির ক'রে রেখেছ? যার একটা নাম হ'ল "গোপাল"; "গো" শব্দের অর্থ

হ'ল ধেনু, আর "পাল" শব্দের অর্থ হ'ল যে পালন ক'রে, তবেই দেখ, গোপাল শব্দের প্রকৃত অর্থ হ'ল,—"গো-রাখাল"। আর একটী নাম হ'ল "কেশব"; "ক" শব্দে জলকে বুঝায়, আর "শব" শব্দে মৃতদেহ। তবে কেশব শব্দের পরিষ্কার অর্থ হ'ল,—"জলমধ্যে ভাসমান শবদেহ"। জলে কোন্ শবদেহ ভাসমান হয়? যে শবদেহকে লোকে সৎকার না ক'রে জলে নিক্ষেপ করে, যে মৃত-দেহের সৎকার হয় না, তার মত মহাপাপী আর কে আছে? কৃষ্ণও একজন মহাপাপী, তাই পূর্ব্ব হ'তে, কোন সুচতুর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝতে পেরে, পাপিষ্ঠকে কেশবনামে অভিহিত ক'রে রেখেছে। নিরক্ষর গোপকুমার আবার, ঐ নামকেই খুব উৎকৃষ্ট ব'লে, ধারণা ক'রে রেখেছে। আর একটী নাম হ'ল—"হরি"; তা হরি শব্দের সার্থকতার মধ্যে দেখ্‌তে পাই যে, গোপীগণের সতীত্ব-হরণ, পরগৃহ হ'তে নবনী-হরণ, এই সব হরণ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ব'লেই, তার "হরি" নাম হ'য়েছে। আর ঐ যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, প্রাণ দিতে উদ্যত হ'য়েছ, "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ কি জান? "কৃশ" ধাতুর অর্থ—কর্ষণ করা; যে কর্ষণ করে, তা এ-ত তার উপযুক্ত নামই হ'য়েছে; কারণ, তার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নাম সঙ্কর্ষণ হলধর। এর দ্বারাই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ কেবল গোপালক রাখাল নয়, কৃষকের মত মৃত্তিকাকর্ষণও ক'রে থাকে। এই ত সহদেব, তোমার কৃষ্ণের নামগুলির অর্থ।

সহ। (স্বগতঃ) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমার পিতার পাপ তুমি হরণ কর। শুনেছি, কৃষ্ণ-নিন্দা মহাপাপ; যে কৃষ্ণ-নিন্দা করে, তার আর

গতি হয় না ; তবে কি আমার পিতারও গতি হবে না ? তা না হ'লে তোমার এক নাম পাপহারী হরি হ'য়েছে কেন ?

জরা। (স্বগতঃ) সম্ভবতঃ, এইবার সহদেবের ভ্রম দূর হ'য়েছে, আর কৃষ্ণকে দেবতা ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌বে না। (প্রকাশ্যে) বৎস সহদেব ! চুপ্ ক'রে রইলে যে ? আমি তোমাকে তিরস্কার ক'রেছি ব'লে কি অভিমান হ'য়েছে ? প্রাণাধিক ! পিতা-মাতার নিকট পুত্র কি অমূল্য জিনিস, তা সেই পিতামাতা ভিন্ন অন্যে বুঝ্‌তে পারে না। এমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে, জনক-জননী যখন তিরস্কার করেন, সে কেবল পুত্রের মঙ্গলের জন্য, অন্য কোন কারণ নাই। তাই ব'ল্‌ছি সহদেব ! তোমার এই অলীক ভ্রমসংশোধনের জন্যই, তোমাকে আজ নির্দ্দয়ের ন্যায় তিরস্কার ক'রেছি। এখন আর ক'র্‌ব না ; তোমার ভ্রম যখন দূর হ'য়েছে, তখন আর তিরস্কার ক'র্‌ব না। এখন হ'তে আবার দ্বিগুণরূপে পিতৃস্নেহ উপভোগ ক'র্‌বে।

সহ। বাবা ! আমি তোমার তিরস্কারে অভিমান করি নাই।

জরা। তবে কিসের জন্য দুঃখিত প্রাণাধিক ?

সহ। তোমার মুখে, কেবল কৃষ্ণ-নিন্দা শুনে আমার দুঃখ হ'য়েছে, আর ভয় হ'চ্ছে, পাছে এই পাপে তোমার কোন অমঙ্গল হয়।

জরা। হুঁ—আচ্ছা সহদেব ! যে নিন্দনীয়, তাকে নিন্দা না ক'রে, কিরূপে তার স্তুতিগান ক'র্‌ব ? তার নামগুলির ব্যাখ্যা ত শুন্‌লে।

সহ। বাবা ! যে সব অর্থ ক'র্‌লে, ওসব নামের ত ওসব ঠিক অর্থ নয়।

জরা। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য ! আমি মনে ক'রেছি, সহদেব বুঝি

আমার কথা বিশ্বাস ক'রে কুসংস্কারগুলি দূর ক'রেছে ; এখন দেখ্ছি তা নয়, আমার বাক্যের প্রতিবাদ কর্ব্বার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পিতার বাক্যে পুত্রে প্রতিবাদ ক'র্বে, এ ত বড়ই ঘৃণা, বড়ই আক্ষেপের বিষয়। মনে ক'রেছিলাম যে, অন্য কোনও কঠিন শাসন না ক'রে, কেবল মিষ্ট-কথায় তুষ্ট ক'রে, সহদেবের ভ্রমগুলি সংশোধন ক'র্ব, কিন্তু যেরূপ ভাব দেখ্ছি, তাতে গুরুতর পীড়ন ব্যতীত কিছুতেই সহদেবকে সংশোধন করা যাবে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বল্ পণ্ডিত! তুই কি অর্থ জানিস্ বল্।

সহ। পিতঃ! গো শব্দে পৃথিবী, সেই পৃথিবীকে যিনি পালন করেন তিনিই 'গোপাল।' আর প্রলয়কালে সব জলময় হ'য়ে যায় ; তখন সেই জলমধ্যে কেবল এক হরিই শবরূপে শয়ন ক'রে থাকেন, তাই সেই কৃষ্ণকে সবাই 'কেশব' ব'লে ডাকে ; আর যিনি সকলের পাপতাপ হরণ করেন, তাঁকেই 'হরি' বলে ; আর কৃষি শব্দের অর্থ 'সর্ব্ব' এবং 'ন' শব্দের অর্থ 'আত্মা', যিনি সর্ব্বজীবে আত্মারূপে বাস করেন, তিনিই কৃষ্ণ, কিম্বা 'ন' শব্দের অর্থ 'আদি', যিনি সর্ব্বজীবের আদি, সেই অনাদিকেই কৃষ্ণ বলে।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) ধন্য রাজকুমার! তুমিই ধন্য। তোমার যে এতদূর জ্ঞান হ'য়েছে, তা জান্তেম না। আহা! বিষবৃক্ষ যে অমৃত-ফল ধারণ করে, তা আজ এই সহদেব দিয়েই পরীক্ষা করা গেল। দৈত্যবংশে যেমন গয়াসুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ ক'রে, অপবিত্র দৈত্যকুলকে পবিত্র ক'রেছিলেন ; মগধকুলেও তেমনি উজ্জ্বল-রত্ন সহদেব জন্মগ্রহণ ক'রে, মগধকুলকে

উজ্জ্বল ক'রেছে। কিন্তু হায়! মহারাজ এমন উজ্জ্বলরত্ন লাভ ক'রেও, রত্ন চিন্‌তে পার্‌লেন না। এমন অমূল্য রত্ন পেয়েও, তাকে যত্ন ক'র্‌লেন না। তা না কর্‌বারই কথা। অন্ধের হস্তে মাণিক পতিত হ'লে, সেই অন্ধ যেমন তাকে মাণিক ব'লে জান্‌তে পারে না, মহারাজও তেমনি ভ্রমান্ধ, তাই বিষম ভ্রমে পতিত হ'য়ে, করস্থিত এমন হরিভক্ত-রত্নকে যত্ন না ক'রে অযত্নে নষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছেন।

গীত

বিষম ভ্রমেতে অন্ধ জরাসন্ধ নরপতি।
নইলে কেন অযতনে, রতনে হারাতে মতি॥
অন্ধ কি বুঝিতে পারে, মাণিকে কি গুণ ধরে,
বালকে চিনিতে নারে, পেলে করে গজমতি॥
এমন কুমার কোথা আছে কৃষ্ণ-পরায়ণ
আঁধার মগধকুলে জ্বলিছে যেন রতন,
এ রতন সুযতনে, মিলে গোলোক রতনে,
পেয়ে করে হেন ধনে, কে করে রে দুর্গতি॥

জরা। সহদেব! সহদেব! মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে? নতুবা এরূপ কুমতি হবে কেন? ওঃ! ধৈর্য্যশক্তি ক্রমেই শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। ক্রোধ সীমা অতিক্রম ক'রেছে। আর পুত্র-স্নেহ হৃদয়ে স্থান পায় না। পুত্র অবাধ্য হ'লে, তাকে শাসন কর্‌বার জন্য, স্নেহ-মমতা সব বিসর্জ্জন দিতে হয়। অবাধ্য এবং মূর্খ পুত্র হ'লে, তার জন্য পিতামাতাকে, পদে-পদে কষ্ট পেতে হয়। তার চেয়ে,—সেই জীবনান্ত-কাল যন্ত্রণা-ভোগ কর্‌বার চেয়ে, সে পুত্রকে বধ করাও শ্রেয়ঃ। সর্প-দষ্ট অঙ্গুলিকে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তন

না ক'র্লে, শেষে সেই একটী অঙ্গুলির জন্য হয় ত, জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হ'তে পারে। তাই ব'ল্‌ছি সহদেব! আর অধিকক্ষণ সহ্য ক'রব না। এখনও ব'ল্‌ছি, আমার পরমশত্রু কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ কর, নতুবা মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

সহ। কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ প্রাণাধার,
কৃষ্ণ নাম বিনে পিতা কি বলিব আর।
কৃষ্ণ-পাদে মন প্রাণ ক'রেছি অর্পণ,
কেমনে সে কৃষ্ণ-পদ ভুলিব রাজন্।
কৃষ্ণ নামে প্রাণ গেলে কিছু কষ্ট নাই,
মরিলেও কৃষ্ণে যেন নাহি ভুলে যাই।
বধ কর পিতা তব কুসন্তান মোরে,
ডাকি আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে উচ্চৈঃস্বরে।
ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠাম নীরদবরণ,
দেখিতে দেখিতে আমি মুদিব নয়ন।

গীত

কৃষ্ণনাম বিনে পিতা, বল আর কি নাম লব।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ভ্রাতা, কৃষ্ণ সব॥
মরণের ভয়ে পিতা, ভুলিব কি কৃষ্ণ কথা,
মরণে না পাব ব্যথা, মরিলে গোলোকে যাব॥
বধ পিতা বধ মোরে ডাকি আমি সকাতরে,
কোথা কৃষ্ণ আছ ব'লে দু'বাহু তুলে,
নিরুপম অপরূপ, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম রূপ,
নবীন মোহন রূপ দেখিয়ে আঁখি মুদিব॥

জরা। (সক্রোধে) দূর হ কুলাঙ্গার। (ভূমিতে নিক্ষেপ)

সহ। (ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)

(সুরে) হরি বল, হরি বল, হরি বল।

জরা। আজ হ'তে হতভাগ্য! তুই পিতৃ-কোল হ'তে, চিরকালের জন্য বঞ্চিত হ'লি।

সহ। সকলের পিতা সেই কৃষ্ণ দয়াময়,
লইবেন কোলে মোরে হইয়ে সদয়।

জরা। (সক্রোধে) কি এতদূর স্পর্দ্ধা! আবার ঐ নাম? এই পদাঘাতে তোরে বিনাশ ক'র্‌ব।

(সহদেবের মস্তকে পদাঘাত)

উর্দ্ধশ্বাসে প্রাপ্তির প্রবেশ

প্রাপ্তি। (দূর হইতে) বাবা! বাবা! আর মে'র না। (নিকটে আসিয়া) ঐ দেখ বাবা! সহদেব কাঁদ্‌ছে, ঐ দেখ সহদেবের চোখ বেয়ে জল প'ড়্‌ছে। পিতঃ! এ দেখেও কি তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হ'চ্ছে না?

জরা। প্রাপ্তি! তুমি কেন? রাজকুমারী হ'য়ে রাজসভায় কেন?

প্রাপ্তি। পিতঃ! সহদেবকে তুমি তিরস্কার ক'র্‌ছ শুনে, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। পিতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

জরা। কি আশ্চর্য্য! আমি সহদেবকে শাসন ক'র্‌ছি শুনে, মহিষী তোমায় রাজসভায় পাঠিয়ে দিলেন? এইরূপ জননীর দোষেই পুত্রগণ অধঃপতিত হয়। পুত্রকে শাসন ক'র্‌লে, যে জননী তা সহ্য ক'র্‌তে না পারে, সে জননী পুত্রের মিত্র নয়, পরম শত্রু!

প্রাপ্তি। পিতঃ! সহদেব কি দোষ ক'রেছে যে, ওকে শাসন ক'র্‌ছ?

জরা। দোষ? গুরুতর দোষ, সে দোষের ক্ষমা নাই। আমার বাক্য-লঙ্ঘন করাই ওর পক্ষে গুরুতর দোষ।

প্রাপ্তি। বাবা! সহদেব যে এখনও বালক।

জরা। তুমি বালক দেখ্‌ছ, কিন্তু তর্ক ক'র্‌তে যে বৃদ্ধ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

প্রাপ্তি। পিতঃ! সহদেবকে ক্ষমা কর। ঐ দেখ সহদেবের কোমল অঙ্গ ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। (সহদেবের প্রতি) ভাই! ভাই! উঠ, আর কেঁদ না (সহদেবকে উত্তোলন); পিতঃ সহদেবকে কোলে কর।

জরা। কাকে? সহদেবকে? আবার কোলে? অমন নরাধম পুত্রকে আবার কোলে?

প্রাপ্তি। পিতঃ! এইবার সহদেবকে ক্ষমা কর; আর সহদেব কোনও দোষ ক'র্‌বে না।

জরা। প্রাপ্তি! অনেক ক্ষমা ক'রেছি! পুত্র ব'লে, বালক ব'লে, অনেক ক্ষমা ক'রেছি; পুত্র-স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে, অনেক সহ্য ক'রেছি; কিন্তু হতভাগ্য কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য ক'র্‌লে না। এখন আর সে স্নেহ, সে মমতা কিছুই নাই; বরং ঐ কুলাঙ্গারের মুখ দেখে, আরও ক্রোধের সঞ্চার হ'চ্ছে।

প্রাপ্তি। কেন ভাই! তুমি বাবার কথা গ্রাহ্য ক'র্‌লে না?

সহ। দিদি! কৃষ্ণনাম নিলে কি দোষ হয়?

জরা। শুন্‌লে প্রাপ্তি! এখনও বর্ব্বর সেই নাম ক'র্‌ছে।

সহ। পিতঃ!

কৃষ্ণ নামে প্রাণ কাঁদে কৃষ্ণ-নাম নেব,
প্রাণ বাঁধা কৃষ্ণ-পদে কেমনে ভুলিব?

জরা। (সক্রোধে) কে আছে রে?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

প্রহ। কি আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। প্রহরি! তুই এই—

প্রাপ্তি। (সরোদনে) বাবা! বাবা! আমি তোমার পায়ে ধরি, সহদেবকে ক্ষমা কর। (পদধারণ)

রাজা। প্রাপ্তি! তুমি আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ ক'রে অন্তঃপুরে যাও। আমি কোনরূপেই ও কুলাঙ্গারকে ক্ষমা ক'র্‌ব না।

প্রাপ্তি। (পদদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া) বাবা! তুমি সহদেবকে ক্ষমা না ক'র্‌লে, আমিও অন্তঃপুরে যাব না।

রাজা। তবে দাঁড়িয়ে দেখ। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরি! তুই এখনই আমার সম্মুখে, এই হতভাগ্যকে সজোরে বেত্রাঘাত কর্।

প্রহ। (সভয়ে) আজ্ঞে মহারাজ! রাজকুমারকে কেমন ক'রে বেত্রাঘাত ক'র্‌ব?

রাজা। ও আর এখন রাজকুমার নয়, ও এখন রাজকুলের অঙ্গার।

প্রাপ্তি। দোহাই পিতঃ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সহদেবের অঙ্গে ও নিদারুণ বেত্রাঘাত সহ্য হবে না!

রাজা। কি যন্ত্রণা প্রাপ্তি! তুমি এখনই এখান হ'তে প্রস্থান কর; রাজসভায় তোমার আস্‌বার অধিকার নাই।

প্রাপ্তি। পিতঃ! দিদি অস্তি রণসাজে সেজে যুদ্ধে যেতে পারে, আর আমি এই রাজসভায় এলেই কি এত দোষ? তা আমার যে দোষ হয়, তার জন্য আমায় যদি ক্ষমা না কর, তবে যে দণ্ড হয় সেই দণ্ড দিও, কিন্তু সহদেবকে বেত্রাঘাত ক'র্‌তে আদেশ ক'র না।

মন্ত্রী। মহারাজ! এই বৃদ্ধ মন্ত্রীর একটী কথা রাখুন। রাজকুমার নিতান্ত শিশু, অমন শিশুর প্রতি ওরূপ কঠিন দণ্ডবিধান না ক'রে, অন্য কোন সামান্য দণ্ড দান করুন। এই আমার প্রার্থনা।

জরা। শোন মন্ত্রি! এ রাজ্যশাসন নয় যে, তোমাদের সব মন্ত্রণা শুনে কাজ ক'র্‌তে হবে। আমার পুত্রকে আমি যেরূপ সুবিধা মনে, করি, সেইরূপে শাসন ক'র্‌ব। এ সব শাসনেও যদি কোন ফল না পাই, তা হ'লে ঐ নরাধম পুত্রকে, আমি চরম দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌তেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না। কর্ত্তব্যের জন্য আমি সমস্ত ক'র্‌তে পারি। তাই ব'ল্‌ছি, তোমরা বিনা বাক্যব্যয়ে, আপন আপন স্থানে উপবেশন ক'রে, আপন আপন কাজ দেখ, বৃথা আমাকে বিরক্ত ক'র না।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) না, এ নরাধম পিশাচের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্রও স্নেহ নাই। হা কৃষ্ণ! এই তোমার মনে ছিল? একবার চেয়ে দেখ, তোমার ভক্ত শিশু সহদেব তোমার নাম উচ্চারণ ক'রে, আজ কি বিপদেই পতিত হ'ল! ভক্তবৎসল! ভক্তকে রক্ষা ক'রে ভক্তবৎসল নামের গুণ দেখাও। লীলাময়! তোমার উদ্দেশ্য কি তা জানি না, কিন্তু এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না।

জরা। প্রহরি! বলি এখনও যন্ত্রপুত্তলিকার মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? মৃত্যুভয় নাই বুঝি?

প্রহরী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(সহদেবকে বেত্রাঘাত করিতে বেত্র উত্তোলন এবং প্রাপ্তির সহদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা প্রদান)

(নেপথ্য হইতে পাগলিনীর "হা-হা" রবে অট্টহাস্যকরণ)

জরা। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) কে রে? অন্তরাল হ'তে ওরূপ অট্টহাস্য ক'র্‌ছে?

হাসিতে হাসিতে পাগলিনীর প্রবেশ

পাগলী। আমি গো! আমি। (হি, হি, হি,)

জরা। কে তুই?

পাগলী। আমি পাগলী-মা।

জরা। তোর এখানে আস্‌বার প্রয়োজন?

পাগলী। আমার প্রয়োজন নয় ত, কার প্রয়োজন? আমার ছেলেকে মার্‌বার আয়োজন ক'রে নিয়েছ, আমি বুঝি তা' দেখ্‌ব না। (হি, হি, হি,)

বিদূ। মহারাজ! ঐ সেই পাগলী, ঐ বেটীই রাজকুমারের মাথাটা খেয়েছে। ওকেই আগে বেত্রাঘাত ক'র্‌তে বলুন।

পাগলী। মার রাজা মার মোরে,
কিন্তু, রাগ ক'র না ছেলের' পরে।
অমন চাঁদের মত কচি ছেলে,
চাঁদের তলে আর না মেলে।

জরা। প্রহরি! কৈ বেত্রাঘাত করায় ক্ষান্ত হ'লি যে?

(প্রহরী সহদেবকে বেত্রাঘাতকরণ ও পাগলিনীর হস্তদ্বারা রক্ষণ)

সহ। পাগলী-মা! দিদি! তোমরা স'রে যাও। পিতা আমাকে বেত্রাঘাত ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন, আমি সেই আঘাত সহ্য করি। আমার জন্য তোমরা কেন কষ্ট পাবে?

জরা। প্রহরি! আগে তুই ঐ পাগলিনীকে বন্ধন কর্‌। আর প্রাপ্তি! তুমি ওই হতভাগ্যের সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর।

প্রাপ্তি। পিতঃ। পাগলী-মাকে বাঁধ্‌তে নিষেধ করুন ; বিনা দোষে দুঃখিনীকে দণ্ড দেবেন না। রমণীকে বন্ধন ক'রে পাপের স্রোত বৃদ্ধি ক'র্‌বেন না।

জরা। দূর হও হতভাগিনী! আমাকে তোমার সে উপদেশ দিতে হবে না।

(প্রহরীর পাগলিনীকে বন্ধন করিবার উপক্রম)

সহ। পিতঃ! পাগলি-মাকে না বেঁধে আমাকে বাঁধ্‌তে বলুন।

জরা। নিরস্ত হ দুর্ব্বৃত্ত! তোকেও বন্ধন ক'র্‌বে।

পাগলী। বাঁধ রে বাঁধ আমায় দ্বারি!
(আমি) বাঁধার জ্বালা সইতে পারি।
কিন্তু আমার ছেলের গায়ে,
হাত দিবি ত ঠেক্‌বি দায়ে।
(তোদের) রাজায় আমি ভয় করিনে,
রাজা রাজড়ার ধার ধারিনে।
এই দিলাম হাত পেতে তোরে,
বাঁধ্‌ আমারে শক্ত ক'রে॥

(প্রহরীকর্তৃক বন্ধন)

জরা। এখন ঐ নরাধমকে প্রহার কর্‌।

(সহদেবকে প্রহার করিতে প্রহরীর বেত্র উত্তোলন—তৎক্ষণাৎ পাগলিনীর নিজ বন্ধন মোচন করিয়া হস্তদ্বারা বেত্রাঘাতে বাধাপ্রদান)

জরা। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! অমন দৃঢ়-বন্ধন পলকমধ্যে ছিন্ন ক'র্‌লে? কুহকিনী নিতান্তই কোন যাদুবিদ্যা জানে। ঐ যাদুবলেই ডাকিনী আমার পুত্রকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে।

পাগলী। (সহদেবকে কোলে করিয়া)

ভয় কি বাবা! ভয় কি তোমার,
হরি নাম কর সার।
হরিনামে বিপদ্ যায়,
হরিনামে কাল পলায়।
যতই বিপদ্ হ'ক্ না কেন,
হরিনাম ভুল না যেন।
কেবল দুই বাহু তুলে,
ডেকো হরি হরি ব'লে।
দয়া ক'রবেন দয়াল হরি,
বল বাবা! হরি হরি।

সহ। হরি-বল, হরি-বল, হরি-বল।

ভবা। প্রহরি! প্রহরি!

শশব্যস্তে একজন দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! মহারাণী দ্বারদেশে উপস্থিত। মহারাজের অনুমতি হ'লে, এখানে আগমন কবেন।

ভবা। ওঃ, কি বিষম উৎপাৎ! সব দিক্ হ'তে যেন আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। দূত! তুই শীঘ্র গিয়ে বল্ যে, আমি সত্বর অন্তঃপুরে যাচ্ছি। সাবধান, দেখিস্ যেন রাজ্ঞী রাজসভায় প্রবেশ না করে।

দূত। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

ভবা। প্রহরি! আমি চ'ল্লেম্। তুই এই নরাধমের হস্তপদ দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, অন্ধকারময় কারাগারে রক্ষা কর্‌গে; এবং

যতদিন না বর্ব্বর কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ ক'র্‌বে, ততদিন কঠিন প্রস্তর দ্বারা বক্ষঃস্থল পীড়ন ক'র্‌বি। দেখিস্, যেন আমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে অন্যথা করিস্ না। আর ঐ কুহকিনীর মুণ্ড এখনই অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন কর্। আমি চ'ল্লেম। (সহদেবের প্রতি কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া)

ভুঞ্জ নিজ কর্ম্মফল বর্ব্বর সন্তান।

(প্রস্থান)

গীত

নিজ, কর্ম্ম-ফল লভ কুসন্তান।
তব, কারাগারে, অন্ধকারে, অনাহারে যাবে প্রাণ,
নিতান্ত কৃতান্ত তোরে ক'রেছে আহ্বান॥
পুত্র হ'য়ে শত্রু-ভাব এমন, মিত্র নহ তুমি শত্রু এখন,
দিছি মমতা স্থিরতা ধীরতা বিসর্জ্জন,
কৃষ্ণনাম না ত্যজিলে নাহি পরিত্রাণ॥

মন্ত্রী। না, এ পাপদৃশ্য আর দেখা যায় না। অথচ কোনও প্রতীকার কর্‌বারও ক্ষমতা নাই। তার চেয়ে এখান হ'তে প্রস্থান করি, আর এ পাপরাজ্যে মুহূর্ত্তও থাক্‌ব না। বুঝ্‌লেম, এতদিনে এ মগধ-রাজ্য সত্য সত্যই শ্মশানে পরিণত হবে। রাজকুমার! আর কি ক'র্‌ব। আমি তোমার কোনও উপকার ক'র্‌তে পার্‌লেম না, তাই চ'ল্লেম; জন্মের মত এ মগধ-রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'ল্লেম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন সেই গোলোকবিহারী শ্রীহরির কৃপায়, এই বন্ধন হ'তে শীঘ্রই মুক্তিলাভ কর। চিন্তা কি বৎস! তুমি একমনে সেই ভববন্ধনমোচনকারী পদ্মপলাশ-লোচন হরিকে ডাক, তা হ'লেই তোমার বন্ধন মোচন হবে।

আর মা প্রাপ্তি! ভেব না মা! সহদেবের জন্য ভেব না। কৃষ্ণ-ভক্তের কি কখনও বিপদ্ আছে? ভক্তকে রক্ষা করবার জন্যই, হরি কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। তাই ব'ল্ছি মা! কেঁদ না। আর পাগলিনী! মা! তুমি কে? কি জন্য এ পাপ-পুরীতে প্রাণ দিতে এসেছিলে? উপায় নাই মা! রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না, এখন বিদায় হ'লেম। হরি-বল, হরি-বল।

(প্রস্থান)

বিদূ। (স্বগতঃ) মন্ত্রী মহাশয় ত দেখ্‌ছি, একেবারে রাজ্যই ছাড়্‌লেন। আমি আর কোথায় যাব, এ উদরদেবের পূজা ত আর যেখানে সেখানে গেলে হবে না; কাজেই আমার আর গতি নাই। এদিকে রাজার যেমন খাম্‌খেয়ালি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কবে যে কি হয়, তাও বলা যায় না। যা হ'ক্, এখন এ বাঁধাবাঁধি কাটাকাটির মধ্যে থেকে স'রে পড়ি।

(প্রস্থান)

প্রহ। আয় রে বেটি! আয়, তোর পাগলামীটা ছুটিয়ে দি।

সহ। প্রহরি! সাবধান, তুমি আমার পাগলী-মাকে কেট না।

প্রহ। মহারাজের হুকুম, কি ক'র্‌ব। আর রাজকুমার! তোমাকেই যখন শিকলি প'রে কারাগারে যেতে হবে, তখন আর তোমার কথাই বা কে শোনে।

প্রাপ্তি। প্রহরি! রমণীকে বধ ক'র্‌লে যে তোর নরকেও স্থান হবে না।

প্রহ। না হয়, নেই নেই, তা ব'লে মহারাজের আদেশ অমান্য ক'রে প্রাণ হারাতে কে যায়?

প্রাপ্তি। (সরোদনে) শেষে এই হ'ল! আমাদের জন্য পাগলী-মারও

প্রাণ গেল। পাগলী-মা! তুমি কেন এই পাপ-পুরীতে এসেছিলে? এ পাপ-পুরীতে পাপের ভয় নাই; নরকের ভয় নাই। এ রাক্ষসের পুরী- এ পুরীতে দয়া মায়া কিছুই নাই।

পাগলী। কেন ভাবছিস আমার তরে,
আমায় কি কেউ কাট্‌তে পারে! হি, হি, হি!

প্রহ। এই দেখ্ কাট্‌তে পারি কি না।

(হস্ত উত্তোলন)

পাগলী। (সরিয়া গিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিক হইতে অস্ত্রগ্রহণ এবং প্রহরীর কণ্ঠ ধরিয়া)
এখন দেখ্ দেখি, কে কাটে কারে,
এইবার আমি কাটি তোরে?

(অস্ত্র উত্তোলন)

প্রহ। (সভয়ে) এঁ্যা এঁ্যা

পাগলী। আচ্ছা, দিলাম ছেড়ে দয়া ক'রে,
আর কাট্‌তে আস্‌বি মোরে?

(কণ্ঠ পরিত্যাগ)

প্রহ। (স্বগতঃ) তাই ত রে, একটা পাগলী-বেটীর গায়ে এত জোর! বাঁ-হাতখানা দিয়ে ঘাড়টা ধ'রেছে, বোধ হ'ল যেন দশ-মণ পাথর আমার ঘাড়ে চাপা দিয়েছে। বাপ রে বাপ! ঘাড়টা যেন ভেঙ্গে গেছে।

পাগলী। (স্বগতঃ) যাই, এখন এখান হ'তে যাই, আমি থাকৃতে ত সহদেবকে বন্ধন ক'র্‌ত্তে পার্‌বে না। সহদেবকে বন্ধন না ক'র্‌লেও, এদের অবশিষ্ট পাপটুকু পূর্ণ হ'চ্ছে না; এবং সহদেবেরও কৃষ্ণ-ভক্তি কতদূর, তারও পরীক্ষা করা হ'চ্ছে না।

কেননা, সম্পদে থেকে সকলেই হরিকে ডাকে, কিন্তু যে বিষম বিপদে পড়েও হরিনাম পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকৃত ভক্ত। তাই দেখ্‌ব, সহদেবের ভক্তি কতদূর উন্নতিলাভ ক'রেছে। (প্রকাশ্যে)

বাবা প্রাণ খুলে হরি-বল,
পাগলী-মা তোর বিদায় হ'ল।

(প্রস্থান)

প্রহ। (স্বগতঃ) এ্যাঁ পাগলীটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পালাল! মহারাজ শুন্‌লে যে, আমার প্রাণও রাখ্‌বেন না। এখন উপায়! না হয় এক কাজ ক'রব, মহারাজকে গিয়ে ব'ল্‌ব যে, আমি পাগলীকে বেঁধে রেখে, খাঁড়া আন্‌তে গিয়েছিলেম, এই ফাঁকে রাজকুমার আর রাজকুমারী এরা দু'জনে মিলে, পাগলীর বাঁধন খুলে দিয়েছে; আমি গিয়ে দেখি যে, পাগলী পালিয়ে গেছে। এই খাঁটি-বুদ্ধি বের ক'রেছি, হয় তো এই কথায় রাজকুমারীরও কিছু হ'য়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) এখন এস রাজকুমার! তোমাকে বেঁধে কারাগারে নিয়ে যাই।

সহ। বাঁধ্‌বে বাঁধ, কাট্‌বে কাট, যা ইচ্ছে হয় কর।

(প্রহরী কর্ত্তৃক সহদেবের বন্ধন)

প্রাপ্তি। প্রহরি! আমি তোকে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, অত শক্ত ক'রে বাঁধিস্‌নে। বলি, তোর অন্তরে কি একটু মমতাও নাই রে? একবার চেয়ে দেখ্‌ দেখি, তোদের বড় আদরের রাজকুমারের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌ দেখি। ওরে! ও মুখ দেখ্‌লে, পাষাণ পর্য্যন্ত গ'লে যায় রে! তোর হৃদয় কি পাষাণ হ'তেও কঠিন? ওরে! কাল যারে রাজকুমার ব'লে

কোলে ক'রেছিস্, আজ আবার তারে কোন্ প্রাণে বন্ধন ক'র্‌ছিস্? প্রহরি! তোরে বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, রাজকুমারকে ছেড়ে দে।

গীত

তোরে বিনয় করি, শোন্‌রে প্রহরি ছেড়ে দে রে বলি রাজকুমারে।
দারুণ বন্ধন ক'রে দে ছেদন,
কোমল করে বেদন, সইতে কি পারে॥
সতত রে যারে রাজপুত্র ব'লে, কতই আদরে করতিস্ নিত্য কোলে,
কঠিন বন্ধনে বল না কেমনে,
বাঁধিলি কোন্ প্রাণে, আজি রে তারে॥
হেরিলে রে যার বিরস-বদন, শত্রুর হৃদয়ে হয় রে বেদন,
তার নয়নের জল, ঝরে অবিরল
দেখে তোর কি বল্ প্রাণ, কাঁদে না রে॥

সহ। কেন দিদি কাঁদ্‌চ? আমায় বেঁধেছে ব'লে কাঁদ্‌চ? আমার ত কষ্ট হ'চ্ছে না। আমাকে যদি আজ মেরেও ফেলে, তাতেও আমার কোন কষ্ট হবে না। যে পুত্রকে আপন পিতা পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'র্‌লেন, যাকে কত আদর ক'রে পিতা কোলে ক'রেছেন, তাকে নিজেই যখন আবার পদাঘাত ক'র্‌লেন, তখন আর তার জীবনধারণে ফল কি? দিদি! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার কারাগারে গিয়েই মৃত্যু হয়। আর মরণকালে যেন আমার পদ্মপলাশলোচন হরির দেখা পাই। জীবন থাক্‌তে ত আর দেখা পেলাম না; এখন মরণকালে যদি পাই।

প্রাপ্তি। ভাই! ভাই! আমি যে এক তোমার মুখ দেখেই এ সংসারে ছিলেম। আজ হ'তে আমি আর কার মুখ দেখ্‌ব? আর কাকে কোলে ক'রে প্রাণ জুড়াব? আর কে আমাকে তোমার

মত দিদি ব'লে ডাকবে ? ভাই রে ! আজ কেমন ক'রে গিয়ে ব'ল্‌ব যে, মা ! তোমার সাধের সহদেব আজ বন্ধন-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে। ভাই রে ! মা শুন্‌লে যে সহদেব সহদেব ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বেন।

সহ। দিদি ! মাকে ব'ল যে, মা যেন আমার জন্য কাঁদেন না। এমন কুসন্তানের জন্যে কাঁদ্‌তে নাই ; যে মা আমাকে গর্ভে ধ'রে কত কষ্ট সহ্য ক'রেছেন, যাঁর স্তনদুগ্ধ পান ক'রে জীবনধারণ ক'রেছি, হায় ! আমি এমনই নরাধম যে, সেই স্নেহময়ী মায়ের এক ধার দুধের ধারও শুধ্‌তে পার্‌লেম না। কেবল কাঁদার জন্যই সংসারে এসেছিলেম। দিদি ! মনে কত সাধ ছিল, আমার সে কোন সাধই পূর্ণ হ'ল না। মনের আশা মনেই মিশে গেল, মেঘ উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই প্রবল ঝড়ে সে মেঘ উড়িয়ে দিলে। দিদি ! চ'ল্লেম,—কারাগারে চ'ল্লেম ; কিন্তু মনে বড় দুঃখ রইল যে, কারাগারে যাবার সময়ে, মাকে একবার দেখে যেতে পার্‌লেম না। অমন মায়ের কোলে একবার উঠ্‌তে পেলাম না, আর প্রাণ ভ'রে মাকে মা ব'লে ডাকৃতে পেলাম না। দিদি ! এ কষ্ট যে আমার ম'লেও যাবে না। আর পাগলী-মার সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল যে, পাগলী-মা যেন আর আমাদের বাড়ী আসে না, তা হ'লে বাবা কেটে ফেল্‌বেন। দিদি ! কেঁদ না, কেঁদ না, এই হতভাগ্য ভাইয়ের জন্য কেঁদ না। আমার জন্য যে কাঁদে, তাকেও কষ্ট পেতে হয়। তুমিও আর এখানে থেক না, এ পাপরাজ্য ছেড়ে চ'লে যাও।

প্রাপ্তি। কোথায় যাব ভাই ! এ হতভাগিনীর কি আর যাবার যায়গা আছে ? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব ভাই ? যার কাছে দাঁড়াবার

জুড়াবার স্থান ছিল, সে যখন আমায় ফেলে গিয়েছে, তখন আর কোথায় যাব? এক যমালয় ভিন্ন যে আর আমার স্থান নাই।

প্রহ। বলি রাজকুমার! আর কেন, এখন এস।

সহ। না প্রহরি! আর বিলম্ব করিস্ নে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি, নিয়ে চল্। না হয় এক কাজ কর্, আমাকে এখনই বধ ক'রে ফেল, তা হ'লে বাবা আরও খুসী হবেন। আমারও মনঃসাধ পূর্ণ হবে।

প্রাপ্তি। ভাই! ভাই! অমন কথা ব'ল না; তা হ'লে আমি এখনই তোমার সম্মুখে এ প্রাণ ত্যাগ ক'রব। ভয় কি ভাই! সেই দীনের দয়াল, কাঙ্গালের বন্ধু হরিকে ডাক, তিনিই তোমার সকল দুঃখ দূর ক'রবেন। ভাই রে! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হ'লে সেই পীতবসনকে স্মরণ ক'র, তিনিই এসে তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর ক'রবেন। যিনি প্রহ্লাদকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রেছিলেন, যিনি ধ্রুবকে বনের মধ্যে রক্ষা ক'রেছিলেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন। ভয় কি ভাই! একমনে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক।

সহ। দিদি! আমি ত নিয়তই কেবল মনে মনে সেই পদ্মপলাশ-লোচন কৃষ্ণকে ডাকছি, কিন্তু কৈ, আমার প্রতি ত তাঁর দয়া হ'ল না? আমার প্রতি হরি কৃপা ক'র্‌লেন না। নইলে যাঁর নামে জীবের ভব-বন্ধন মোচন হয়, আজ তাঁর নাম ক'রে, আমাকে বন্ধন-যাতনা ভোগ ক'র্‌তে হ'ল! দিদি! সব দুঃখই সহ্য হবে, কিন্তু আমার জন্য যে, সেই দয়াল হরির দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে, এ কলঙ্ক আমি যে সহ্য ক'র্‌তে পারব না! দিদি!

প্রহ্লাদ, ধ্রুব তাঁকে ভক্তি-ডোরে বেঁধেছিল; তাই তিনি দয়া ক'রে, তাদের সকল দুঃখ দূর ক'রেছিলেন। কিন্তু আমার যে সে ভক্তি-ডোর নাই দিদি!

প্রাপ্তি। ভাই! তোমার যদি ভক্তি না থাকে, তবে আর কার আছে? তোমায় তিনি দেখা দেবেন। বিপদ-বিনাশন তোমার সকল বিপদ্ বিনাশ ক'র্‌বেন। তুমি তাঁকে ডাক্‌তে ভুল না। শুনেছি, তিনি বিপদে ফেলে ভক্তকে পরীক্ষা করেন; তাই ব'ল্‌ছি, দে'খ ভাই! এই মহাপরীক্ষার সময়ে যেন তাঁকে ভুলে থেক না।

(করযোড়ে কৃষ্ণের প্রতি উদ্দেশে)

গীত

দয়া কর হে দীনে দয়াল শ্রীহরি।
বন্ধন-জ্বালায় জ্ব'লে মরি,
দুখ-নীরে, আজ ভাসি আমি, হরি দেহি তব পদ-তরী॥
বিপদভঞ্জন মানস-মোহন, ভকত-রঞ্জন কোথা নারায়ণ,
বিপদ-সময়, হও হে সদয়, হও না নিদয় মুরারি॥
কাঙ্গালেরে যদি দয়া না করিবে, দয়াল নামে তব কলঙ্ক রহিবে,
জগত সংসার, বলিবে না আর, দয়াল আধার হরি॥

প্রহ। নেও, আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি নে, এখন শীঘ্র এস রাজকুমার!

সহ। আর কেন প্রহরি! আর আমাকে রাজকুমার ব'লে সম্বোধন কেন? এ কুলাঙ্গার সহদেব এখন তোমাদের বন্দী, বন্দীকে আর রাজকুমার ব'লে ডেক না। চল এখন যাই। (প্রাপ্তির প্রতি) যাও দিদি! যাও। আমি চ'ল্লেম, জন্মের মত চ'ল্লেম, আর দেখা হবে না। আমায় ভুলে যাও, আর আমার জন্য

দুঃখ ক'র না। (যাইতে যাইতে সুরে) হরি-বল, হরি-বল, হরি-বল।

(প্রস্থান)

প্রাপ্তি। হায়! আর কেন? প্রাণ! আর তুই কার জন্য সংসারে থাক্‌তে চাস্? সবই ফুরাল। সমুদ্র-মগ্ন হ'য়ে যে তৃণগাছি আশ্রয় পেয়েছিলেম, তাও চ'লে গেল। সেই স্বপ্ন দেখে অবধি মা তারাকেও কত ডাক্‌লেম, তাঁরও কৃপা হ'ল না। যার অদৃষ্ট মন্দ, তার প্রতি কেহই কৃপা করে না।

বেগে পাগলিনীর প্রবেশ

পাগলী। আয় মা! আয়, আমার সঙ্গে যাবি আয়।

(প্রাপ্তির কণ্ঠ-ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

[মথুরা]

রাখালবেশে কৃষ্ণ, তৎসহ বলরাম ও

উদ্ধবের প্রবেশ

বল। আহা! অনেক দিন ভায়াকে রাখালের সাজে সাজ্‌তে দেখি নাই। উদ্ধব! আজ তোমার জন্যই পুনরায় কৃষ্ণকে ব্রজের সাজে সজ্জিত দেখে প্রীত হ'লেম। হায়! মনে পড়ে, মা যশোদা, নিত্য নিত্য উষাকালে, কৃষ্ণকে এইরূপ ধড়া চূড়া পরিয়ে দিতেন, আর করতালি দিয়ে বনমালীকে নাচাতেন। আর অমনি রাখালগণ ধেনু-বৎস সঙ্গে "কানাই, কানাই" ব'লে, দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ত, আমরাও তখন দুই ভাই সেই সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠে চ'লে যেতেম। আজ ভায়ার এই ব্রজের বেশ দেখে সেই বহুদিনের স্মৃতি একটী একটী ক'রে, আমার মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে। উদ্ধব! কৃষ্ণের রাজবেশ অপেক্ষা বৃন্দাবনের বেশই যেন প্রাণমনের অধিক তৃপ্তি-জনক।

উদ্ধব। তা ত হবারই কথা, ও রাখাল-বেশ যে ভক্তগণের প্রাণের বেশ। ভক্তগণ যখন কৃষ্ণকে প্রাণের সহিত চিন্তা করেন,

তখন সখার ঐ দ্বিভুজ, মুরলীধারী, বনমালা-পরিশোভিত, পীত-বসন-বেষ্টিত ঐ ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম রূপকেই চিন্তা করেন; অন্য রূপ ভক্ত-হৃদয়ে স্থান পায় না। তা ভক্তের ভাব-সাগর হ'তে যে রূপের বিকাশ হবে, সে রূপে ত জগজ্জনের মন বিমোহিত হবেই। আমি অনেকদিন হ'তে সখার এই ভুবনমোহন বেশ দেখ্‌ব ব'লে মনে মনে আশা ক'রেছিলেম; তাই আজ স্বহস্তে সখাকে এই সাজে সাজিয়েছি। কৃষ্ণকে সাজিয়েছি বটে, কিন্তু সখাকে এই বেশ পরিধান করিয়ে অবধি, সখার মুখে আর হাসি দেখ্‌তে পাইনি। ঐ দেখ, সখার মুখ-চন্দ্র যেন বিষাদ-রাহুতে গ্রাস ক'রে রেখেছে। সখা যেন কি এক গভীর ভাবনাসাগরে ভাসমান। তবে কি আমিই সখার এই ভাববিপর্য্যয়ের কারণ? আমি সখার রাজবসন ত্যাগ করিয়ে, রাখালবেশে সাজিয়েছি ব'লে কি, সখা এমন দুঃখিত হ'য়েছেন? তা যদি হয় তবে বলদেব! এ উদ্ধবের গতি কি হবে? আমি আপন সুখের জন্য সুখের ধনকে কষ্ট দিলেম?

বল। তা নয় উদ্ধব! তা নয়। কৃষ্ণকে রাখাল সাজিয়েছ ব'লে যে, কৃষ্ণ তোমার প্রতি দুঃখিত হ'য়েছে, তা নয়; আমি জানি, কৃষ্ণ রাখালসাজে সাজ্‌তেই ভালবাসে, তবে ভায়ার এরূপ হবার অন্য কোনও গূঢ় কারণ আছে। (কৃষ্ণকে কাঁদিকে দেখিয়া) এ কি ভাই কৃষ্ণ! এ কি? শ্রাবণের ধারার ন্যায় তোমার নয়নদ্বয় হ'তে জলধারা প'ড়্‌ছে কেন ভাই? অকস্মাৎ তোমার এ ভাব হবার কারণ কি বল।

কৃষ্ণ। দাদা! দাদা! (রোদন)

বল। ও কি ভাই! দাদা দাদা ব'লেই যে চুপ ক'র্‌লে? এমন কি

কষ্টকর কথা মনে হ'য়েছে, যা তুমি আমার কাছে ব'ল্‌তে পার্‌ছ না? ভাই রে! আমার সবই সহ্য হয়, কিন্তু তোর চ'ক্ষের জল দেখ্‌লে আমার সহ্য হয় না।

কৃষ্ণ। (অস্থিরভাবে সরোদনে) কৈ মা? কোথায় মা? ও মা! কোথায় গেলি মা? আমায় কোলে নে মা! আমি তোর কোলে যাব। অনেক দিন তোর কোলে যাইনি মা! আজ তোর কোলে যাব। আর মথুরায় রাজা হ'য়ে থাক্‌ব না, আর রাজ-বসন প'র্‌ব না, আমি তোর যেমন গোপাল তেমনই থাক্‌ব। রাখালসাজ প'র্‌ব, গোঠে গো চরিয়ে বেড়াব, তোর আঁচলে-বাঁধা ননী খাব, তোকে মা মা ব'লে ডাক্‌ব। ওমা, মা গো! তুই-ই আমার মা, আর আমার কেউ নাই মা! আর তোর গোপালকে কাঁদাস্‌ নে। তোকে বড় কাঁদিয়েছিলেম, বড় ব্যথা দিয়েছিলেম, আজ তার ফলভোগ ক'র্‌ছি। মা গো! এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি,—মায়ের মনে ব্যথা দিলে কি ফল হয়, তা এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি। কাঁদালে কাঁদ্‌তে হয়, আগে জানি নাই, তাই তোকে কাঁদিয়েছিলাম; আজ জেনেছি, আর কাঁদাব না। কুসন্তান কৃষ্ণকে আর কাঁদাস্‌ নে মা! আজ দেখে যা মা! তোর সেই নির্দ্দয় পুত্রের চক্ষের জলে ধরা ভেসে যাচ্ছে।

উদ্ধব। ওঃ—কৃষ্ণলীলার ভাব কি গূঢ় আবরণে আবৃত!

কৃষ্ণ। (পূর্ব্ববৎ) ও মা! দুখিনী মা! আমি তোরই কৃষ্ণ, আমায় বাঁধ্‌ মা, তেমনি ক'রে উদূখলে বেঁধে রাখ্‌, আর আমি কোথাও যাব না। কৈ মা! এলি নে? আমার চ'খের জল মুছে দিলি নে? গোপাল ব'লে কোলে নিলি নে? এই দেখ্‌ মা! চেয়ে

দেখ, তোর জন্য রাজবসন ছেড়েছি, রাজসিংহাসন ছেড়েছি, ধড়া প'রেছি, চূড়া বেঁধেছি, মোহন-বাঁশী হাতে নিয়েছি। এখন দে মা! তেম্‌নি ক'রে ক্ষীর নবনী দে, বড় ক্ষিদে মা! বড় ক্ষিদে!—নবনী বিনে যে এ ক্ষিদে যাবে না মা! কৈ মা? দিলি নে? নবনী দিলি নে? মা গো! তোর যে গোপালের মুখ একটু মলিন দেখ্‌লে, তুই কেঁদে আকুল হ'তিস্‌, আজ সেই গোপাল ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'য়ে, 'নবনী দে, নবনী দে', ব'লে তোর কাছে কাঁদ্‌ছে; যার চোখে এক বিন্দু জল দেখ্‌লে, সংসার আঁধার দেখ্‌তিস্‌, আজ তোর সেই কৃষ্ণ, সেই বড় স্নেহের কৃষ্ণ—মা, মা ব'লে কেঁদে কেঁদে ধরা ভাসাচ্ছে, একবার চেয়েও দেখ্‌লি নে? তবে আর কার কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াব,—আর কোথায় গেলে তোর মত মা পাব? অত মায়া আর কোন্‌ মা'র আছে মা?

গীত

আর, কোথা কি মা, বল্‌ গো ও মা, তোর মত মা! মা পাব।
ও মা, অত মায়া, কার কাছে মা, বল কার কাছে গে' প্রাণ জুড়াব॥
কাঁদিয়েছি ব'লে কি মা,
সন্তানে কাঁদাবি গো মা,
আমি, মা মা ব'লে, নয়নজলে, কেঁদে আজ ধরা ভাসাব॥
তেম্‌নি ক'রে বেঁধে রাখ্‌ মা,
ব্রজ ছেড়ে আর যাব না,
মা গো, বড় ক্ষিদে, নবনী দে, তেম্‌নি ক'রে ননী খাব,
রাজার বসন রাজার ভূষণ,
দিয়েছি মা সব বিসর্জ্জন,
এই দেখ্‌, ধড়া প'রে, চূড়া বেঁধে, এসেছি তোর কোলে যাব॥

ল। কৃষ্ণ! ভাই!——

ঞ্চ। দাদা! দাদা! ব'লে দাও, ব'লে দাও, কোন্ পথে যাব? কোন্ পথে গেলে, আমার দুঃখিনী যশোদা-মায়ের দেখা পাব? ব'লে দাও, নইলে আর কৃষ্ণকে পাবে না। আমি মাকে না পেলে এ প্রাণ রাখ্‌ব না।

ল। ছিঃ ছিঃ, জ্ঞানময় তুমি,
এ কি ভাব তব?

ঞ্চ। দাদা!
ছুটে যাব, ছুটে যাব, কোথা "মা আমার",
ব'লে দাও, পায়ে ধরি, জান যদি তুমি। (পদধারণ)
(উঠিয়া)
কৈ? দিলে না, দিলে না ব'লে মা আছে কোথায়?
তুমিও নির্দ্দয় হায়! আমার উপর?
কারে বা শুধাই আমি? কে আছে আমার?
কে বলিবে দয়া ক'রে "কোথা মা আমার"?
হে পবন সদাগতি! কর উপকার,
ব'লে দাও, মোরে তুমি মা আছে কোথায়?
পাগলিনী মা আমার মুখে কৃষ্ণ-বোল,
দেখেছ কি প্রভঞ্জন! ব'লে দাও মোরে।
হে তপন! সর্ব্বদর্শী সহস্র-কিরণ,
তোমারই প্রখর-করে তাপিত হইয়া—
দেখেছ কি যেতে কোথা দুঃখিনী মায়েরে?
ব'লে দাও বিহঙ্গম! জান যদি কেহ,
কোথা গেলে পাব মোর পাগলিনী মায়ে?

করযোড়ে সবাকারে করি প্রণিপাত,
জান যদি ব'লে দাও ক'রো না বঞ্চনা।
একবার দেখে আসি, একবার কেঁদে আসি,
পায়ে ধ'রে সেধে আসি শুধু একবার।
একবার উঠে কোলে, তেম্‌নি ক'রে মা মা ব'লে,
কেঁদে আসি, ডেকে আসি শুধু একবার॥
কৈ, কেহ না কহিল মোরে মা আছে কোথায়,
পাষণ্ড বলিয়ে মোরে হইল নির্দ্দয়?
যাই তবে দুই চোখ যেই দিকে যায়,
দেখিব সংসার খুঁজে মা আছে কোথায়?
পাতি পাতি করি অনন্ত-সংসার,
দেখি খুঁজে কোথা আছে জননী আমার।
দাও দাদা! দাও সখে! বিদায় আমায়,
দেখিব খুঁজিয়া আমি, মা আছে কোথায়।
পাই যদি মায়ে পুনঃ ফিরিব আবার,
নতুবা এই শেষ-দেখা ফিরিব না আর।
ওহো, মার তরে প্রাণ কাঁদে, মার কাছে যাব,
প্রাণভ'রে মা মা ব'লে হৃদয় জুড়াব।

বল। বুঝিতে না পারি তব এ কেমন লীলা,
ধন্য ধন্য কৃষ্ণ! তোর ধন্য নর-লীলা।

কৃষ্ণ। দাদা গো!
মনে পড়ে সেইদিন, যেদিনে আমায়—
নন্দালয়ে নিতে পিতা কাঁদিলেন কত;
গোপাল গোপাল ব'লে হায় রে তখন,

কত অশ্রু ফেলিলেন এই মথুরাতে।
সেই অশ্রু! হায় হায় সেই পিতৃ-অশ্রু,
তীক্ষ্ণ শেলসম আজি বাজিছে মরমে।
মনে হয় রাখালেরা কত না কাঁদিল,
সরল হৃদয়ে তাদের কতই বাজিল।
আমি মূঢ় অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুরবচনে,
বলিলাম, ব্রজে আর যাব না কদাচ।
শুনিয়া আমার সেই দারুণ বচন,
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা ব্রজে ফিরে গেল।
আর—আর দাদা! ওহো! শেষ চিত্র সেই—
চক্ষের সম্মুখে যেন র'য়েছে চিত্রিত।
শোকের জ্বলন্ত-ছবি সেই আত্মহারা—
আকুলা অধীরা হায় পাগলিনীপারা—
গোপবালা রাধিকার করুণ বিলাপ,
মর্ম্মভেদি-হাহাকার, সতৃষ্ণ দর্শন,
সকলি নেহারি যেন চক্ষের উপর।
ফাটে বুক, কাঁদে প্রাণ, দাদা গো! আমার।
ওহো, কিবা প্রেম, ভালবাসা, কিবা আত্মদান,
আমা ধ্যান, আমা জ্ঞান, আমা প্রাণমন।
জাতি, কুল, মান ত্যজি, ত্যজি নিজ পতি,
দূরে ফেলি সরমের কঠিন নিগড়,
ঢেলেছিল আমাতেই জীবন-যৌবন।
সঁপেছিল আমাতেই ইহপরকাল।
আমারি কারণে হায় কলঙ্ক-পশরা,

করি শিরে বিনোদিনী ব্রজে কলঙ্কিনী।
কিন্তু হায়!
না পূরিতে কিশোরীর আকুল পিয়াসা,
কিশোরে ভাসিল রাই হতাশা-সাগরে।
ডুবিল অকূলে তার সুখের তরণী।
ভাসালাম দুখ-নীরে জনমের মত।
প্রাণময়ী ব'লে যারে সুধাতাম সদা,
কতরূপে তুষিলাম প্রাণ মন তার।
সকলি চাতুরী মম সকলি শঠতা।
না বুঝি সরলা বালা কপটতা মম,
মজিল ভজিল মোরে অভাগিনী হায়!
না চিনিল বিষবৃক্ষে চন্দন-লতিকা।
না চিনিল চাতকিনী নির্জ্জল জলদে।
ওহো! কি কঠিন আমি, কিবা নিরদয়,
ত্যজিলাম অবহেলে সে প্রেমের ছবি।
দাদা গো!
কিসে যাবে হেন পাপ ব'লে দাও মোরে।
করি' সেই প্রায়শ্চিত্ত চিত্ত করি' স্থির।
তুষানলে হয় যদি পাপ-বিমোচন,
করিব এখনি তাহা না হবে অন্যথা।
না না, নাই বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কভু
বিশ্বাস-ঘাতক বুঝি ডোবে রে নরকে।
পাপ-কীটে তারে বুঝি করয়ে দংশন!

বল। একি ভ্রান্তি ভাই! তব অভ্রান্ত হৃদয়ে?

যারে ভাবি ভ্রান্তি-জাল ছিন্ন করে সবে ;
যার নামে কাটে মায়া,—মায়া-মুগ্ধ জীব ;
তারে আজি ভ্রান্তি-মায়া ক'রেছে আচ্ছন্ন !
বলিহারি মায়া তোর ভাই রে কানাই !
কেমনে বুঝিব তোর মায়ার কৌশল।
ত্যজ ভাই শোক তাপ, নির্ব্বিকার তুমি,
সাজে না তোমার ভাই ! এ সব চাতুরী।

কৃষ্ণ। দাদা ! আমার সব চাতুরী, সব চাতুরী। আমি কপট পাষাণ, আমি বজ্র হ'তেও কঠিন !

বল। তা ভাই ! তুমি যে পাষাণ, সে কথা মিথ্যা নয়। নতুবা লোকে শালগ্রামশিলাকে নারায়ণ ব'লে, পূজা ক'র্‌বে কেন ? আর তুমি বজ্র হ'তেও যে কঠিন, তাও সত্য ; কেননা, তোমার পদতলে বজ্রচিহ্ন এখনও শোভা পাচ্ছে ! বজ্র হ'তে কঠিন ব'লেই, বজ্রকে পদ-দলিত ক'রেছ।

কৃষ্ণ। দাদা ! দাদা ! প্রাণ বড় কাঁদে, বড় কাঁদে। আজ সেই পুরাতন স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেমন ভস্মাপগমে স্বমূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাপ প্রদান করে, আমারও আজ সেই স্মৃতি-বহ্নি হ'তে, তেমনি বিস্মৃতিরূপ ভস্ম দূর হ'য়েছে ; তাই সেই পূর্ব্ব-স্মৃতি-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে আমায় দগ্ধ ক'র্‌ছে। দাদা গো ! আর যে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না। কেবল সেই হাহাকারময় ব্রজের কথা মনে প'ড়্‌ছে। শ্মশান-সমান বৃন্দাবনের শোচনীয় দশা যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, আমার সম্মুখে বিরাজ ক'র্‌ছে। ঐ দেখ দাদা ! মা যশোদা কাঁদ্‌ছে,—গোপাল রে গোপাল রে ব'লে কাঁদ্‌ছে ; হাতে

নবনী ল'য়ে, 'নীলমণি রে কোথায় গেলি, নীলমণি রে কোথায় গেলি' ব'লে, উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে বেড়াচ্ছে! ঐ যে পিতা নন্দ, নিরানন্দভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌ছে! ঐ যে আমার প্রাণের আধা শ্রীরাধা, কারুর বাধা না শুনে, ছিন্নলতার ন্যায় ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে; আর মধ্যে মধ্যে 'কোথা প্রাণসখা! কোথা প্রাণসখা' ব'লে চীৎকার ক'র্‌ছে! আর ঐ দেখ দাদা! আমার শৈশবসঙ্গী রাখালগণ আমাহারা হ'য়ে, দিশেহারার ন্যায় 'ভাই কানাই! ভাই কানাই' ব'লে, কালীদহে ঝাঁপ দিবার জন্য কালীদহের কূলে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! দাদা! দাদা! না না, আর পারি না;— আর স্থির থাকৃতে পারি না। আজ আমার পাষাণ প্রাণ গ'লেছে। দাদা গো! দুঃখ রইল যে, সখা শ্রীদামের অভিশাপ আর রাখ্‌তে পার্‌লেম না। তা আমার সখাগণের প্রাণ বড়, না আমার সত্যপালন বড়। যাই, এখন যাই। একবার গিয়ে দেখে আসি। আমার সাধের ব্রজ শ্মশান হ'য়েছে, একবার গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসি। আর সেই শ্মশানে ব'সে একবার কেঁদে আসি। দাদা গো! বিদায়, বিদায়!

(গমনে উদ্যত ও বলরামকর্ত্তৃক ধারণ)

গীত

বিদায় বিদায় দাদা, ব্রজধামে যাব।
ব্রজধাম শূন্য ধাম, হ'ল আমা বিনে,
আমি তেমন ব্রজ আর কি পাব॥
নন্দন-কানন সম ছিল বৃন্দাবন,
বুঝি আমা বিনে দিনে দিনে হ'য়েছে শ্মশান,

(বারেক দেখে আসি) (সাধের ব্রজের দশা) (আমার মঞ্জুকুঞ্জবনের দশা)

বিষম বিরহানলে দহিছে গোপিনী,

আর, হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে দিবস রজনী,

তারা জানে না জানে না জানেনা, (প্রাণকৃষ্ণ বিনে)

তাদের আর কিছু নাই রে,

(তারা আমায় সব দিয়েছে) (তাদের জীবন যৌবন সব সঁপেছে)

আছে রে সম্বল শুধ্ নয়নের জল, (আর কিছুই যে নাই রে)

গোকুল আঁধার হ'য়েছে (আমার শৈশবের সাধের পুরী)

আকুল হ'য়েছে প্রাণ, গোকুল-গোকুল তরে,

আমার কমলিনী রাই, বুঝি বেঁচে নাই, ঢ'লেছে কনকলতা,

তার, আমি সে ধ্যান, আমি সে জ্ঞান, আমি সে পরাণ-গাঁথা,

অভিমানে, নিজপ্রাণে, বুঝি স'পেছে যমুনার জলে,

প্রেমময়ী ব'লে আমি কারে বা সুধাব।

(একবার কেঁদে আসি) (রাধা রাধা ব'লে)

(সেই শ্মশান সমান ব্রজে ব'সে)

প্রেমময়ী ব'লে আমি কারে বা সুধাব ॥

বল। জ্ঞানময়! তুমি জীবগণের জ্ঞান-দাতা হ'য়ে, এমন অজ্ঞানের ন্যায় আচরণ ক'র্‌ছ কেন ভাই? হাঁ রে ইচ্ছাময়! এ আবার তোর কি নূতন ইচ্ছার উদয় হ'ল? জীবকে হাসান কাঁদানই যে তোর নিয়ম ভাই! তবে আজ আবার তোর নিজের কাঁদতে সাধ হ'য়েছে কেন ভাই? ব্রজের দুঃখ-স্মৃতি যদি তোর মনে যথার্থ-ই উদিত হবে, তা হ'লে কি আর তেমন ক'রে, ব্রজবাসীকে নিষ্ঠুর-বাক্যে বিদায় দিতে পার্‌তিস্? বল্ দেখি ভাই! সেই শোকের জ্বলন্ত-দৃশ্য দর্শন ক'রেও, যার মনে বিন্দুমাত্র বিষাদের সঞ্চার হ'ল্ না, আজ কি সেই পুরাতন-স্মৃতি

উদিত হ’য়ে, তার হৃদয়কে এতদূর শোকাকুল ক’র্‌তে পারে? ধন্য ভাই! তোর খেলাকে।

উদ্ধব। আহা কি শোভা রে! বর্ষণকারী মেঘের সঙ্গে আজ শুভ্র হিমাচলের যোগ হ’য়ে, আজ কি অপরূপ শোভাই হ’য়েছে! আমি জান্‌তেম যে, কঠিন পর্ব্বতের সঙ্গে মেঘের সংযোগ হ’লে, সেই মেঘ হ’তে বজ্রপাতেরই সম্ভাবনা; কিন্তু এ দেখ্‌ছি তা নয়, পর্ব্বত-সংযোগে, জলদ হ’তে কেবল জলধারাই বর্ষণ হ’চ্ছে। আজ কৃষ্ণ-মেঘ বলরামরূপ হিমালয়ের সঙ্গে সংমিলিত হ’য়ে, পর্ব্বতকে কেবল অশ্রুধারার দ্বারাই অভিষিক্ত ক’র্‌ছেন। হরি, হরি, যিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার, তার আবার হৃদয়ে বিকার উপস্থিত। নির্ব্বিকার ভিন্ন এ বিকারের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ক’র্‌তে কে পারে? ধন্য ব্রজবাসী! তোরাই ধন্য! তোদের জন্য আজ স্বয়ং গোলোকবাসী ভূলোকবাসী হ’য়ে, উদাসীর ন্যায় বিলাপ ক’র্‌ছেন। দেখ্‌ রে জগৎবাসি! প্রেমের কি অবিনাশী মাধুরী! স্বয়ং শ্রীহরিকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ’তে হ’য়েছে। আর নন্দ-যশোদার কি সাধনবল, তাই দেখ্‌। যিনি অনাদি অনন্ত, যাঁর কটাক্ষে এই বিশ্ব সৃষ্টি হ’য়েছে, সেই বিশ্বপিতা, বিশ্বধাতা আজ আবার পিতামাতার জন্য ব্যাকুল; এ হ’তে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে!

কৃষ্ণ। দাদা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি ব্রজে যাই।

বল। ভাই রে! তোকে ধ’র্‌লে কি আর ছাড়্‌তে সাধ হয়? দেখিস্‌ ভাই! এইরূপ ধরা যেন চিরদিনই ধ’র্‌তে পাই। আমি কি তোর ব্রজগমনে বাধা দিব ব’লে ধ’রেছি?—তা নয়। আমি কি জানিনে যে, তোর ইচ্ছায় কেউ বাধা দিতে পারে না? তবে

অনেক দিন তোর ঐ শ্যামল শীতল অঙ্গ বক্ষে ধরি নাই, তাই আজ তোকে বক্ষে ক'রে বক্ষ শীতল ক'র্‌লেম।

উদ্ধব। (স্বগতঃ) ওঃ—মেঘ হ'তে যে এখন বর্ষণ হ'চ্ছে! তা ত হবারই কথা; মেঘ—সমুদ্র হ'তে যে পরিমাণে জল আকর্ষণ করে, আবার বর্ষণ দ্বারা সমুদ্রকে সেই পরিমাণে জল অর্পণ ক'রে, পূর্ব্বঋণ পরিশোধ করে। এ কৃষ্ণ-মেঘও তেমনি ব্রজ-বাসীদের নয়নসমুদ্র হ'তে, যে পরিমাণে অশ্রুজল আকর্ষণ ক'রেছেন, আজ আবার সেই পরিমাণে অশ্রুজল বর্ষণ ক'রে, পূর্ব্বঋণ পরিশোধ ক'র্‌ছেন। যদি বল যে, সাধারণ মেঘে আর এ কৃষ্ণ-মেঘে কি সাদৃশ্য আছে? কিন্তু দেখ্‌তে গেলে, উভয় মেঘেই সম্পূর্ণরূপ সৌসাদৃশ্য আছে। কেননা, মেঘের বর্ণ কৃষ্ণ, তা এ কৃষ্ণমেঘও কৃষ্ণবর্ণ, এবং ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর দ্বারা মেঘের সৃষ্টি হয়, তা এ কৃষ্ণমেঘেও সে সব উপাদান আছে; কারণ, ব্রজবাসিগণের প্রেমরূপ ধূম, ভক্তিরূপ জ্যোতি, স্নেহরূপ জল, ভালবাসারূপ বায়ু, এ সবই ত ঐ কৃষ্ণমেঘে বিদ্যমান আছে। আর এ মেঘের আরও বিশেষত্ব আছে; সাধারণ মেঘে বজ্র আছে, এ মেঘে সে বজ্রপাতের আশঙ্কা নাই; আর সে মেঘের জল মস্তকে পতিত হ'লে, শরীর অসুস্থ হয়; কিন্তু এ মেঘের কৃপা-বারি পতিত হ'লে, তাকে আর ভব-রোগে অসুস্থ হ'তে হয় না। সে মেঘ উদিত হ'য়ে, সকল সময়েই যে বর্ষণ করে, তা নয়; কিন্তু এ মেঘ যদি একবার ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিত হন, তাহ'লে আর বর্ষণ না ক'রে ক্ষান্ত হন না। তাই এই মেঘ উদিত দেখে, কৃপাবারী পানের জন্য, মেঘের কাছে এসে উপস্থিত হ'য়েছি, দেখি, বারিপানে

পিপাসা দূর হয় কি না? আহা! কৃষ্ণলীলার প্রত্যেক ব্যাপারেই লোক-শিক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত র'য়েছে। যে—এই ভাবের ভাবুক, সেই এই কৃষ্ণলীলার ভাব উপলব্ধি ক'র্‌তে পেরেছে। আজ জগৎসখা কৃষ্ণ, জগৎকে এই শিক্ষা দান ক'র্‌ছেন যে, এইরূপে দানের প্রতিদান দিতে হয়; অন্যকে কষ্ট দিলে, এই-রূপে আমার ন্যায় পরিণামে কষ্টভোগ ক'র্‌তে হয়, প্রিয়জনকে কাঁদালে, আমার মত এইরূপে কাঁদ্‌তে হয়। যাহ'ক্‌, আজ অনেক দিন হ'তে মনে একটী সাধ ক'রেছিলেম; দেখি, এই সুযোগে সে সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে পারি কি না? শুনেছিলেম, গোলোকধামে আর এই ভূলোকের বৃন্দাবনধামে কোনও প্রভেদ নাই; তাই বাসনা ক'রেছি যে, একবার বৃন্দাবনে গিয়ে, প্রাণসখার বিলাসধাম দর্শন ক'রে আস্‌ব; আর প্রাণসখা, যাদের সখা সম্বোধন ক'রে উচ্ছিষ্ট ফল সুমিষ্ট ব'লে সমাদরে ভক্ষণ ক'র্‌তেন, সেই ব্রজরাখালগণের স্বাভাবিক সরলতা সন্দর্শন ক'রে, প্রাণমন শান্ত ক'র্‌ব। আর পিতা ব'লে, সখা যার বাধা বহন ক'রেছেন; মাতা ব'লে, যার হস্তের বন্ধন-বেদনা সহ্য ক'রেছেন; সেই নন্দ-যশোদার পাদপদ্ম দর্শন ক'রে, আত্মাকে কৃতার্থ ক'র্‌ব। আর সেই বিনোদিনী, যার মান-ভঞ্জন ক'র্‌বার জন্য, সখা আমার, তার চরণ পর্য্যন্ত ধারণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই; সেই অভিমানিনী শ্রীমতিই বা কেমন ধনী, তাও একবার দেখে আস্‌ব। দেখি, যদি বাঞ্ছাময় আমার হৃদয়ের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন! (প্রকাশ্যে) সখা! রোদন সম্বরণ কর। আর কেন, ব্রজের ধার তোমার শেষ হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। সখা! সখা! আমি জীবন ভ'রে কাঁদ্‌লেও ব্রজের ধার শোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না! সখা তুমি ব্রজবাসীদের হৃদয় দেখ নাই; ব্রজবাসীদের হৃদয়ে, কেবল এক আমার মূর্ত্তি ভিন্ন আর অন্য মূর্ত্তি নাই। তাদের প্রাণ, মন, সুখ, ঐশ্বর্য্য, সবই আমাতে অর্পণ ক'রেছে। এক নয়ন-জল ভিন্ন তাদের আর কিছুই নাই। আমি তাদের সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছি। তাদের দেহ-তরণীর কাণ্ডারী যে এক আমি, আমা ভিন্ন তাদের দেহ-তরণী অচল হ'য়ে র'য়েছে।

উদ্ধব। সখে! শুধু ব্রজবাসীদের কেন, এই জগৎবাসী সকলেরই দেহ-তরণীর কাণ্ডারী এক তুমি। তুমি যদি আত্মারূপে দেহমধ্যে বাস না কর, তাহ'লে সকল দেহই জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণ। সখে! তোমরা যতই বল, কিন্তু কিছুতেই আমার মন শান্ত হবে না।

উদ্ধব। কৃষ্ণ হে! তা জানি। তোমাকে যে কেউ শান্ত ক'র্‌তে পারে না, তা জানি। তুমি নিজে শান্ত না হ'লে, তোমাকে আবার কে কবে শান্ত ক'র্‌তে পেরেছে? প্রচণ্ড বায়ুকে যেমন অন্য কেহ স্থির ক'র্‌তে পারে না, তোমাকেও তেম্‌নি অন্য কেহ স্থির ক'রতে পারে না।

কৃষ্ণ। উদ্ধব। যারা আমায় দেখ্‌বার জন্য প্রাণান্ত পণ ক'র্‌তে উদ্যত, আমি নিষ্ঠুরের ন্যায় কেমন ক'রে তাদের দেখা না দিয়ে, এই মথুরায় রাজ্যভোগ উপভোগ ক'র্‌ব?

উদ্ধব। হাঁ হে রাধাকান্ত! প্রাণান্ত পণ না ক'রে, কে কবে তোমাকে লাভ ক'র্‌তে পেরেছে? যতদিন প্রাণের মায়া থাকে, ততদিন কি তোমায় কেউ লাভ ক'র্‌তে পাবে?

কৃষ্ণ। তবে যাই সখা! আমায় বিদায় দাও। আমি ব্রজে যাই, তোমরা মথুরায় রাজকার্য্য কর।

উদ্ধব। কাকে বিদায় দেব?—তোমাকে? বলি হাঁ হে হৃদয়ের ধন! তোমাকে বিদায় দিয়ে, কাকে ল'য়ে থাক্‌ব হরি? ধন-অন্বেষণ-কারী ব্যক্তি যদি কখনও ধনের দেখা পায়, তাহ'লে কি সেই ব্যক্তি, সেই বহু পরিশ্রম-লব্ধ ধন পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারে? আমরাও যে, তোমাকে বহু সাধনের পর লাভ ক'রেছি; আজ কেমন ক'রে সেই সাধনের ধন,—জীবনধন তোমা ধনে বিদায় দেব? তবে বৃন্দাবনে যাবার জন্য তোমার মন যখন ব্যাকুল হ'য়েছে, তখন এক কাজ কর; আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে এস; এ বৃন্দাবনও তোমার অভাবে শ্মশান সমান হ'য়েছে। স্নেহ-যশোমতী তোমা হারা হ'য়ে, মৃতপ্রায়ভাবে তোমার আশা-পথ চেয়ে আছেন। জ্ঞানরূপ নন্দ অন্ধ হ'য়ে, সাধন-উপানন্দের আশ্বাসবাক্যে এখনও জীবিত র'য়েছেন। প্রেমাদি-রাখালগণ, মলিনভাবে তোমার অন্বেষণ ক'র্‌ছে। আর আত্মারূপিণী রাধা, ধর্ম্ম-বিবর্দ্ধিনী সুবৃত্তি-নিচয়রূপ অষ্টসখীসঙ্গে সম্মিলিতা হ'য়ে, ভক্তিরূপা প্রিয়সখী বৃন্দার সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্তা হ'য়ে, তোমার আসার আশায়, আশা-যমুনাপথে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কুবৃত্তি-কুটিলা, জড়তারূপ আয়ানের সহিত একত্র হ'য়ে, আত্মারূপা রাধাকে কত কষ্ট প্রদান ক'র্‌ছে। তাই ব'ল্‌ছি, হে উদ্ধবের হৃদয়-বৃন্দাবনের নিত্যধন! একবার এই বৃন্দাবনে এস। আত্মা-রূপা রাধার সহিত মিলিত হ'য়ে, বৃন্দাবনের দুর্দ্দশা দূর কর। ভয় নাই, এ বৃন্দাবনে আর অক্রূর আস্‌বে না, আর তোমাকে মথুরায় যেতে হবে না

বল। ভাই কৃষ্ণ! আমার কথা শোন। তুমি নিজে না গিয়ে, তোমার সখা এই উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ কর; তাহ'লে বৃন্দাবনের সংবাদও পাওয়া যাবে এবং বুদ্ধিমান্ উদ্ধবের বাক্‌কৌশলে, ব্রজবাসিগণও আশ্বস্ত হবে; তাহ'লেই আমাদের সকল দিক রক্ষা হবে। তুমি যদি এখন বৃন্দাবনে যাও, তাহ'লে তোমার সখা শ্রীদামের বাক্য লঙ্ঘন করা হবে এবং সেই সুযোগে যদি মগধেশ্বর জরাসন্ধ এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে মথুরায় সর্ব্বনাশ হবে। অতএব উদ্ধবের যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ভাই রে! ঘটনাস্রোতে কেন বাধা দিতে উদ্যত হ'য়েছ? কালের বশে যা ঘট্‌বার, তা ঘট্‌বেই। এ সব ঘটনা-ঘটাবার ঘটক যে এক তুমি; তবে নিজেই ঘটনা-কর্ত্তা হ'য়ে, আবার নিজেই সেই ঘটনার ব্যতিক্রম ক'র্‌তে সাধ কেন ভাই? লোকশিক্ষার জন্যই তোমার নরদেহ-ধারণ; সে সব কি তুমি আজ ভুলে গেলে? না, তাই বা বলি কি ক'রে, তোমার কি কোন কর্ম্মে ভুল আছে? স্থূল, সূক্ষ্ম সব কর্ম্মই যে তোমার সম্পাদন ক'র্‌তে হয়। তুমি যে সদা সচেতন; তোমার যদি চেতনার অভাব হবে, তবে আর তোমাকে সচেতন ক'র্‌বে কে?

উদ্ধব। বলদেব! এটি তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। মনে নাই কি?—কমলিনীর কলঙ্কভঞ্জনের কথা মনে নাই কি? যেদিন চৈতন্য-দেব, কমলিনীর কলঙ্কভঞ্জন ক'র্‌তে, অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে-ছিলেন; সেদিন কে এ চৈতন্যদেবের চৈতন্য-সম্পাদন ক'রেছিল? সেদিন ঐ বৈদ্যনাথের বক্ষের নিধি, নিজেই বৈদ্যবেশ ধারণ ক'রে, নিজের চৈতন্য নিজেই সম্পাদন ক'রেছিলেন। তা ভাই! তোমার ভায়ার কাছে কিছুই অসম্ভব নাই। শ্যাম হে!

ও আত্মারামে সকলি শোভা পায়। ও ব্রজরাজে সবই সাজে,—ওর কাছে সম্ভব অসম্ভব কিছুই নাই। ও কেশবে সবই সম্ভবে।

গীত

কেশবে ভাই সব সম্ভবে।
বল ব্রজরাজে কিবা নাহি সাজে,
ওরই সাজে যে সাজে সবে॥
কভু হরি ব্রজে রোগী সাজে সাজে,
হরি-বৈদ্য-সাজে কভু বা বিরাজে,
(গোপী সমাজে)
বিদেশিনী সাজে, করে বীণা বাজে,
ধরে ব্রজে রাধার শ্রীপদ-পল্লবে।
কভু শ্যামা সাজে অসি কর-মাঝে,
কে বুঝে হে শ্যামে বল হে সহজে,
(ভবের মাঝে)
যে পদ-সরোজে, হৃদয়-সরোজে
ভেবে মজে অঘোর, যাহার ভাবে॥

কৃষ্ণ। দাদা! উদ্ধব কি আমার হ'য়ে, আমার সাধের ব্রজের দশা দেখ্‌তে যাবে?

উদ্ধব। (স্বগতঃ) হরি, হরি, হরির প্রতিকর্ম্মেই চাতুরী। আমি বৃন্দাবনে যাব কি না, তাই আবার দাদাকে জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে; কিন্তু ও দাদা যে কে, তাও জানি, আর উনি যে কে, তাও জানি! কৃষ্ণ মনে করেন যে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে থেকে, সাধারণ মানবের ন্যায় কাজ ক'র্‌ব, তাহ'লে আর আমায় কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না; কিন্তু হায়! তা কি হয়? পদ্মরাগ-মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হ'লে যে, সে মণি উজ্জ্বলাকার ধারণ ক'র্‌বেই; তখন কি পদ্মরাগ-মণিকে কেউ কাচ-মণি ব'লে

মনে ক'র্‌বে? এও তেম্‌নি ভক্তের ভক্তিরূপ সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে, ঐ কৃষ্ণ-পদ্মরাগমণির মিলন হ'লে, ভক্ত—ও মণির যে গুণ, তা তৎক্ষণাৎ বুঝে লবে। যাই হ'ক্‌, আমার বাসনা প্রায় সিদ্ধ হবার সময় এসে উপস্থিত হ'য়েছে। এখন দেখি, বলদেব কি উত্তর দেন।

বল। ভাই কৃষ্ণ! আমি জানি, উদ্ধব তোমার পরম সখা। তোমার আদেশ পালন ক'র্‌তে, উদ্ধব কখনই অসম্মত হবে না, বরং সাগ্রহের সহিত সুসম্পন্ন ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ। (উদ্ধবের হস্তধারণপূর্ব্বক) সখা! সখা! তুমি আমার পরম প্রিয়সখা! তুমি আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর, তুমি ভিন্ন অন্যে কেউ পার্‌বে না।

উদ্ধব। ব্রজেশ্বর! তোমার কথার ভাবে বোধ হ'চ্চে যে, আমি তোমার যথার্থ প্রিয়সখা নই।

কৃষ্ণ। কেন, কেন সখা?

উদ্ধব। নয় বা কিসে? আমাকে যদি তুমি যথার্থ-ই সখা ব'লে মনে ক'র্‌তে, তাহ'লে কি তুমি আমায় ব্রজে পাঠাবার জন্য ওরূপ অনুরোধ ক'র্‌তে? না, আমি তোমার বাক্য প্রতিপালন ক'র্‌ব কি না ব'লে, তোমার মনে সংশয় উপস্থিত হ'ত? আমার প্রতি যখন তোমার এই সামান্য বিশ্বাসটুকু নাই, তখন আমি নিশ্চয় জেনেছি যে, আমাতে তোমাতে সখ্যভাবও নাই। পরস্পরের অন্তরের ভাব, পরস্পরে না বুঝ্‌তে পার্‌লে কি মিত্রতা হ'য়ে থাকে? তা কৃষ্ণ! মনে ক'র না যে, আমি তার জন্য দুঃখিত হ'য়েছি; বরং তোমার এই কথায় আমি বড়ই পুলকিত হ'য়েছি; তোমার মিত্র হ'লে, তার যা পরিণাম হয়,

তা ত এই ব্রজবাসীর দ্বারাই প্রমাণ পাচ্ছি। বরং ভেবে দেখেছি যে, তোমার সঙ্গে মিত্র-ভাব অপেক্ষা, শত্রু-ভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কারণ, তোমাকে পীড়ন না ক'র্‌তে পার্‌লে, তোমার দ্বারা কোন ফল লাভ করা যায় না। খনি হ'তে মণি লাভ ক'র্‌তে হ'লে, সেই খনিকে উত্তমরূপে খনন ক'র্‌তে হয়; নতুবা সেই খনির উপর কেবল কোমল কর দ্বারা স্পর্শ ক'র্‌লে, মণি লাভ করা যায় না। সুবর্ণকে অনল দ্বারা দগ্ধ না ক'র্‌লে, সেই সুবর্ণ দ্বারা কখন মনোমত অলঙ্কার প্রস্তুত করা যায় না। ঘৃত লাভ ক'র্‌তে হ'লে, মন্থন-দণ্ড দ্বারা দুগ্ধকে মন্থন ক'র্‌তে হয়। তাই ব'ল্‌ছিলাম, তোমার মিত্র হওয়া অপেক্ষা, শত্রু হওয়াই ভাল।

কৃষ্ণ। সখা! আর আমাকে তিরস্কার ক'রে কষ্ট দিও না।

উদ্ধব। কি ব'ল্লে কৃষ্ণ! কষ্ট পেয়েছ?—আমার কথায় তুমি কষ্ট পেয়েছ? তবে আমার কষ্টেরও শেষ হ'য়েছে, ফললাভের আশাও হ'য়েছে। আর বৃথা সময় নষ্ট ক'র্‌ব না, তোমার সাধের ব্রজধামে যাত্রা করি।

কৃষ্ণ। সখা! তবে যাও। আমার এই রাখালের সাজ পরিধান ক'রে যাও। তাহ'লে ব্রজবাসীরা পরম তুষ্ট হবে। তারা আমার রাখালবেশ দেখ্‌তে বড় ভালবাসে। এই লও সখে! মোহনচূড়া লও। এই ধর সখে! বংশীধরের বংশী ধর। এই পর সখে! পীতবাসের পীতবাস পর। (অর্পণ)

(উদ্ধবের কৃষ্ণবেশ পরিধান)

বল। আহা উদ্ধব! এখন তোমাতে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। ব্রজবাসীরা তোমায় কৃষ্ণ ব'লেই মনে ক'র্‌বে। বুঝলাম

ভাই! কৃষ্ণের মনের ভাব এতক্ষণে বুঝ্‌লাম! ভক্তেতে আর কৃষ্ণতে যে কোন প্রভেদ নাই, সেই ভাব জগৎ-হৃদয়ে বিকাশ ক'রে দেবার জন্যে, ভায়া আমার, তোমাকেই এই সাজে সাজালেন। ধন্য, ভক্ত উদ্ধব! তুমিই ধন্য।

উদ্ধব। সখে! তবে এখন আসি।

কৃষ্ণ। আর কি ব'ল্‌ব। প্রবাসী বহুদিন পরে আপন দেশের সংবাদ জান্‌বার জন্য, কোন আত্মীয়কে প্রেরণ ক'র্‌লে, তার সঙ্গে কত নূতন নূতন সামগ্রী দিয়ে দেয়; কিন্তু সখে! আজ আমি তোমার সঙ্গে কি সামগ্রী প্রদান ক'র্‌ব? তারা ত এক আমা ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী কামনা করে না। তবে আর কি দেব? তবে এই ধর, আমার চক্ষের জল ধর; এই জলের অংশ, আমার ব্রজবাসীকে অংশ ক'রে দান ক'র। এ জল পেলে, তাদের চোখের জলের অনেক নিবৃত্তি হবে। আমার দুঃখিনী মাকে, তুমি একবার আমার হ'য়ে, আমার মত মা মা ব'লে ডেকে এস। সে আমার অনেকদিন মা ডাক শোনে নাই। আর আমার প্রাণের সখা রাখালগণকে, একবার প্রাণের সঙ্গে কোলে ক'রে এস। আমার ধবলী শ্যামলী ধেনুগণের মুখে আদর ক'রে, তৃণ জল দিয়ে এস। তারা আমার হাতের তৃণ জল ভিন্ন, আর কারো হাতে খায় না। আর প্রেমময়ী রাধাবিনোদিনীকে, একবার এই মোহন-বাঁশীর রব শুনিয়ে এস। বৃন্দা-আদি সখী-গণকেও আমার কথা ব'ল। সকলকেই আমার সত্বর আগমনের আশ্বাস দিয়ে এস। আমার বড় সাধের শুক সারীকে একবার কৃষ্ণনাম শুনিয়ে এস। সখা হে! আর কি ব'ল্‌ব, যে যাতে সুখী হয়, তাকে সেই রূপে সুখী ক'র। আর এক কথা সখে!

দেখ যেন, তুমি তাদের কান্না দেখে কেঁদে ফেল না ; হৃদয় পাষাণ ক'রে, সেই শোকের পুরীতে প্রবেশ ক'র। তাদের সেই হাহাকার শুনে যেন দিশেহারা হ'য়ে যেও না ; তাহ'লে আর তাদের কে সান্ত্বনা ক'র্‌বে ? আর কিছুই বল্‌বার নাই, তুমি যাও। আমি তোমার আশা-পথ চেয়ে রইলাম ; তুমি সত্বর প্রত্যাগমন ক'রে আমার চঞ্চল মনকে সুস্থ ক'র্‌বে।

উদ্ধব। সখে! তবে চ'ল্লেম। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) হরি-বোল, হরি-বোল। দেখ্‌রে ব্রহ্মাণ্ডবাসি! এই উদ্ধবের সৌভাগ্যের প্রতি একবার চেয়ে দেখ। আজ আমি কৃষ্ণ-বেশে বৃন্দাবনে যাত্রা ক'র্‌লাম। হরি-বোল—হরি-বোল। (উদ্ধবের প্রস্থান)

বল। তবে আর কেন ভাই! ব্রজের বিষয় ত একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ভক্ত উদ্ধবের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বার পথও পরিষ্কার করা হ'লো ; এখন পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া যাক্‌গে।

জনৈক দূতের প্রবেশ

বল। কি রে দূত! সংবাদ কি ?

দূত। দেব! আবার সেই জরাসন্ধ, যুদ্ধের জন্য এসে উপস্থিত হ'য়েছে ; এবার সে অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে এনেছে।

বল। ভাই কৃষ্ণ! পাপাত্মা জরাসন্ধ বারংবার পরাস্ত হ'য়েও নিরস্ত হ'চ্ছে না, পুনরায় যুদ্ধার্থে আগমন ক'রেছে ; অতএব চল, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর নির্লজ্জকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করি গে।

কৃষ্ণ। চলুন চলুন। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বৃন্দাবন-গোষ্ঠ]

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। (স্বগতঃ) অহো ! এই সেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াক্ষেত্র গোষ্ঠ। যে গোষ্ঠে, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বেশে, রাখাল সঙ্গে গোচারণ ক'রতেন ; যে গোষ্ঠে এসে, কৃষ্ণ ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হ'লে, গোপ-উচ্ছিষ্ট অতি সুমিষ্ট ব'লে ভক্ষণ ক'রতেন ; যেখানে গোলোকনাথের গোকুল-লীলা অবলোকন ক'রবেন ব'লে, কৈলাসনাথ কৈলাসেশ্বরীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন ; যেখানে চতুর্ম্মুখের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়েছিল ; যেখানে কৃষ্ণ-পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, ভক্ত রাখালগণ দন্ত দ্বারা সেই কুশাঙ্কুর উত্তোলন ক'রে দিত ; আজ আমি সেই ভগবানের পদাঙ্কপরিশোভিত গোষ্ঠক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। দেখ্ রে নয়ন ! দেখ্, যা দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলি, আজ নিমেষশূন্য হ'য়ে সেই গোকুলগোষ্ঠ দর্শন ক'রে, মনের কষ্ট দূর কর্। কিন্তু কৈ ? সেই কৃষ্ণ-সখা রাখালগণ কৈ ? আমি যে বড় আশা ক'রেছিলেম যে, সেই কৃষ্ণ-সখা রাখালগণের নিকট হ'তে, কেমন ক'রে কৃষ্ণ-সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা যায়, তা শিক্ষা ক'রব ; কিন্তু আমার সে সাধ ত পূর্ণ হ'ল না ! তবে

সখা যে ব'লেছিলেন, আমার অদর্শনে রাখালেরা যমুনার জলে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্তে উদ্যত হ'য়েছে, তবে কি তাই হ'ল? না, তাই বা ভাব্ছি কেন? যারা কৃষ্ণ সখা, তারা কি কৃষ্ণহারা হ'য়ে, প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে? যাই হ'ক্, এই স্থানে অপেক্ষা করি। গোধূলি ত উপস্থিত; নিশ্চয়ই রাখালগণ ধেনু ল'য়ে এই পথে গমন ক'র্বে। আহা! কৃষ্ণ-বিরহে প্রকৃতিও যেন বিষাদ-ভাব প্রকাশ ক'র্ছে। ভাস্কর ক্ষীণ-কর হ'য়ে অস্তাচলে গমন ক'র্ছে; কিন্তু দেখে বোধ হ'চ্ছে,—যেন দিনমণি সমস্ত দিন নীলমণির অন্বেষণ ক'রে, হতাশ মনে, ক্লান্তভাবে, রোদন ক'রতে ক'র্তে, আরক্তিমনেত্রে আপন গৃহে প্রত্যাগমন ক'র্ছেন। উন্নত বিটপীকুলকে দর্শন ক'রে জ্ঞান হ'চ্ছে, যেন তরুগণ আপন আপন মস্তক উন্নত ক'রে, কৃষ্ণকে অনুসন্ধান কর্বার জন্য বহু-দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান র'য়েছে। বিহঙ্গমগণও যেন কৃষ্ণ-সন্ধান না পেয়ে, নীরবে আপন আপন কুলার প্রতি ধাবিত হ'চ্ছে।

নেপথ্যে সুরে—

"কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে! আয় ভাই!"

উদ্ধব। ওঃ, কি করুণ স্বর! বোধ হয়, ব্রজবালকগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চে। ঐ যে, রাখালগণ ধেনুবৎস সঙ্গে এই দিকেই আস্ছে। আচ্ছা, আমি এখন একটু অন্তরালে গিয়ে, এই রাখালদের বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণ করি।

(অন্তরালে গমন)

গীত গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম
প্রভৃতি রাখালগণের প্রবেশ

গীত

কাঁহা গিয়া কানাইয়া গোকুল তেয়াগি রে।
ঘাট মাঠ ফিরি, বাট, হাট ঘুরি, কানু তুঁয়া লাগি রে॥
না শুনয়ি গোঠে সুমোহন বেণু,
ঘন ঘন ঘন ফুকারয়ে ধেনু,
ঝর ঝর ঝরে, দুঁহু আঁখি ঝোরে, তুঁয়া অনুরাগী রে॥
তুঁয়া নাম করি যত গোপগণ,
কাঁদিয়ে সবহু ভাসয়ে বয়ান,
ঘুরত ফিরত, নাহিত সোয়ত, তুঁ-শ্যাম বিয়োগী রে॥
বরজ-দুলাল মুরলী বাজাওয়ে,
হেলে দুলে নেচে বরজে আওয়ে,
হা হা, নন্দলালা, হৃদয় কি আলা, কাঁহে তু বিরাগী রে॥

দাম। কৈ শ্রীদাম-দাদা! তুই তো নিত্যই বলিস্ যে, আজ আমাদের কানাই আস্‌বে। কিন্তু কৈ? একদিনও ত তোর কথা সত্য হ'ল না? তুই কেন মিথ্যা কথা ব'লে, আমাদের মনে আশার সঞ্চার ক'রে দিস্?

বসু। না ভাই দাম! আর আমরা শ্রীদাম-দাদার কথায় ভুল্‌ব না। শ্রীদাম-দাদাও—সেই কানাইয়ের সখা কি না? তাই ও (ও) তার মত আমাদের সঙ্গে চালাকি করে; ওর কথা শুনে, মনে কেবল আশা বাড়ে।

শ্রীদাম। ভাই রে! আশা না থাক্‌লে, আমরা কি নিয়ে থাক্‌ব?

তার আসার আশায় যে আমাদের প্রাণ এখনও আছে; তার আশা-বৃন্তে যে আমাদেব জীবন-কুসুম বদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে ভাই! নতুবা এ শুষ্ক জীবন-কুসুম এত দিন কবে শুষ্ক হ'য়ে যেত।

সুদাম। তাতে আর ক্ষতি কি ছিল? যার জন্য প্রাণ, সেই যখন আমাদের ছেড়ে গেছে, তখন আর এ প্রাণ রেখে ফল কি? এত কষ্ট পাবার চেয়ে, প্রাণত্যাগ করাই ভাল। সেদিন তুমি যদি আমাদের আশা না দিতে, তা হ'লে আমরা সেই দিনই যমুনার জলে প্রাণ দিয়ে তাকে ভুলে যেতাম।

শ্রীদাম। সকলে প্রাণত্যাগ ক'রে কানাইকে ভুল্‌বে ব'ল্‌ছ? হাঁ ভাই! তার মনে যদি আমাদের কষ্ট দিবার ইচ্ছাই থাকে, তা হ'লে কি জীবন বিসর্জ্জন দিলেও, সে কষ্টের হাত হ'তে উদ্ধার পাবার সাধ্য আছে? আবার জন্মান্তরে এইরূপ কষ্ট পেতে হবে। তা ভাই! ম'র্‌লেও যখন কষ্ট যাবে না, তখন প্রাণত্যাগ না ক'রে, আয় সকলে মিলে, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদি; তা'হলেও যদি কোন দিন সেই বনমালীর দেখা পাই।

দাম। না ভাই! আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না। তার কথা মনে হয়, আর যেন প্রাণ কেঁদে কেঁদে ওঠে। অমনি ইচ্ছা হয় যে, এখনি ছুটে গিয়ে ভাই কানাইকে দেখে আসি। আর ব'লে আসি যে, ভাই কানাই! এই কি তোর মনে ছিল? এই কি তোর ভালবাসা? এই কি তোর রাখালদের প্রতি দয়া মায়া? যাদের প্রাণসখা ব'লে বই ডাকতিস্ না, যাদের মুখের এঁটো-ফল খাবার জন্য কত ব্যাকুল হতিস্, আজ কেমন ক'রে তাদের ভুলে, এই মথুরায় রাজা হ'য়ে র'য়েছিস্ ভাই? ভালবাস্‌লে কি এরূপ ক'রে কাঁদাতে হয়?

বসু। হাঁরে দাম! তাতে কি সেই নির্দ্দয়ের দয়া হবে? সে এখন রাজা, আমরা যে তার প্রজা রাখাল, তার কি আর সে সব কথা মনে আছে? সে এখন দেখা হ'লে হয় ত কথাই কইবে না।

দাম। তার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌লেও কি তার দয়া হবে না? রাজা হ'লে কি সে আগেকার কথা সব ভুলে যায়? কাঁদ্‌লেও যদি তার দয়া না হয়, তা'হলে তার কাছে এই বুক চিরে দেখাব, আর ব'ল্‌ব যে, 'দেখ্‌ রে রাজা! দেখ্‌, তোর জন্য এই বুকের মধ্যে কি আগুন জ্ব'ল্‌ছে! তুই বিনে এ আগুন আর নিব্‌বে না।' বসুদাম রে! এত ক'রে ব'ল্লেও কি দয়া ক'র্‌বে না? আমাদের তেমন কানাই কি, এর মধ্যে এতই কঠিন হ'য়েছে?

উদ্ধব। (স্বগতঃ) আহা হা! কি সরলতা-মাখান মধুর বিলাপ রে! এমন বিলাপ যে জীবন ভ'রে শ্রবণ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়। এমন সরল নইলে কি কৃষ্ণের ভালবাসা লাভ করা যায়? সাধে কি কৃষ্ণ এই রাখালদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'র্‌তেন? বুঝ্‌লেম, যদি জগতে কোথাও কৃষ্ণকে কেউ সরলপ্রাণে ভালবেসে থাকে, তবে ব্রজের এই রাখালরাই বেসেছে। আজ আমার জন্ম সফল হ'ল। দেখি, রাখালেরা আরও কি বলে।

বসু। শ্রীদাম-দাদা! চল, আবার আমরা মথুরায় যাই; আর একবার গিয়ে শেষ-দেখা দেখে আসি; আর সেই কালশশীকে ব'লে আসি যে, হা ভাই মনোচর! তুই যদি ব্রজেই না যাস্‌, তা হ'লে আমাদের মন চুরি ক'রে রেখেছিস্‌ কেন? তুই ত এখন রাজা, তোর এখন অভাব কি? তোর কাছে কত জনের মন-প্রাণ আছে; আমরা কাঙ্গাল রাখাল, আমাদের যে একটী বই দু'টী

মন নাই, তাও তুই নিয়েছিস্ ; তা সে মনগুলিকে আমাদের ফিরিয়ে দে। তাহ'লে আর তোর জন্য কাঁদ্‌ব না, আর তোর জন্য ভেবে-ভেবেও ম'রব না, আর তোকে নিতেও আস্‌ব না। হ্যা ভাই ! এ শুনেও কি, সে আমাদের মনগুলিকে ফিরিয়ে দেবে না ?

শ্রীদাম। বসুদাম রে ! সে যে ভাই মনেরই রাজা, মনের উপরই যে তাহার অধিকার ভাই ! তা, রাজার প্রাপ্য কি রাজায় ত্যাগ ক'রে থাকে ? 'আর তারে মনোচোর ব'ল ? কিন্তু ভেবে দেখ দেখি ভাই ! সে ত ইচ্ছা ক'রে আমাদের মন চুরি করে নাই, আমরা যে নিজেরাই সেধে সেধে তাকে মন বিলিয়ে দিয়েছি। এখন বল দেখি, একবার দান ক'রলে, তা কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় ?

সুদাম। ও শ্রীদাম-দাদার কাছে কিছু ব'লে পার পাবার যো নাই। ও সব-কথাই, সেই কানাইয়ের দিকে টেনে টেনে ব'ল্‌বে। আয় ভাই বসুদাম ! আমরা কানাইয়ের কাছে যাই। শ্রীদাম-দাদা না যায় নেই নেই।

উদ্ধব। (স্বগতঃ) না, আর অদৃশ্য হ'য়ে, এ দৃশ্য দর্শন করা যায় না। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর রাখালগণের রোদন শুনে, চক্ষের জল সংবরণ করা কঠিন ; এই জন্যই সখা ব'লেছিলেন যে, দে'খ, ব্রজবাসিদের রোদন শুনে, নিজে যেন রোদন ক'র না ; কিন্তু সখার বাক্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হ'য়ে এল। যা হ'ক্, এখন রাখালদের নিকটে গিয়ে, কৃষ্ণ-সংবাদ জ্ঞাপন করিগে।

(রাখালদের নিকটে গমন)

দাম। (উদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরে! এসেছে রে, এসেছে, আমাদের ভাই কানাই এসেছে। আমাদের কান্না শুন্‌তে পেয়েছে। (উদ্ধবের হাত ধরিয়া) আর তোকে ছাড়্‌ব না, এবার একেবারে প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখ্‌ব।

বসু। কানাই রে! তোর কি মনে প'ড়েছে?—ব্রজের রাখাল ব'লে কি তোর মনে প'ড়েছে ভাই?

সুদাম। বল্‌ ভাই কৃষ্ণ! আর কষ্ট দিবি নে? আর ব্রজ ছেড়ে যাবি নে?

শ্রীদাম। কৈ ভাই! তোমরা কাকে কানাই ব'লে ডাক্‌ছ? ও ত আমাদের কানাই নয়!

দাম। না, কানাই নয় কে আর ব'ল্‌বে! এই দেখনা, সেই বাঁশী, সেই চূড়া, সেই ধড়া, সেই অলকাতিলকা।

উদ্ধব। (স্বগতঃ) কৃষ্ণ হে! এ কি বিপদে ফেল্লে?

সুদাম। কেমন ভাই! তুই আমাদের কানাই ন'স্‌?

উদ্ধব। ভাই রাখালগণ! তোমরা অত উতলা হ'য়ো না। আমি তোমাদের কানাই নই, আমি তোমাদের সেই বাঁকাসখার একজন সখা, নাম—উদ্ধব। তোমাদের সংবাদ না পেয়ে, তোমাদের সখা বড় ব্যাকুল হ'য়েছেন, তাই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

দাম। (উদ্ধবকে ত্যাগ করিয়া দুঃখ এবং ক্রোধের সহিত) কি ব'ল্লে? তুমি আমাদের কৃষ্ণ নও? তুমি কৃষ্ণ সাজে সেজে, আমাদের কষ্টের উপর কষ্ট দিতে এসেছ? তুমি চোর, তুমি আমাদের প্রাণ-কৃষ্ণের সাজ চুরি ক'রে এনেছ।

উদ্ধব। ভাই রে! আমি চোরই বটে। আমি তোমাদের নিকট হ'তে কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণ-ভক্তিরূপ পরমধন চুরি ক'র্‌তেই তোমাদের নিকটে এসেছি। কিন্তু ভাই! আমি তোমাদের কানাইয়ের বেশ চুরি করি নাই। তোমাদের সখাই আমাকে এই সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন। আমার তাতে দোষ নাই।

বসু। তবে তুমি এ সাজে সাজ্‌লে কেন? সাজ্‌লে যদি, তবে আবার ব্রজে এলে কেন?

উদ্ধব। ব্রজ কেন এলেম, তা ত পূর্ব্বেই ব'লেছি; তবে এ সাজে সাজ্‌লেম কেন, জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার; তা ভাই! এ সংসারে কেউ কি কিছু নিজে সাধ ক'রেই সাজে? সেই সাজাবার কর্ত্তা মাধব; তিনি যাকে যে সাজে সাজান্, তাকে সেই সাজেই সাজ্‌তে হয়। ভাই রে! জেনে রে'খ, কেউ আপনি সাজে না।

গীত

কে সাজে আপনি।
ভব-রঙ্গালয়ে, সাজান্ জীবে ল'য়ে,
তোমাদের সেই নীলমণি॥
কেহ বা সাজে রাজা, কেহ বা সাজে প্রজা, সাজাবার কর্ত্তা যে তিনি,
যার যে সাজে, সাজাইলে সাজে,
সেই সাজে তারে সাজান্ জানি॥

শ্রীদাম। উদ্ধব! তুমি আমাদের কৃষ্ণ-সখা? তবে বল ভাই! আমাদের সখা গোপাল কেমন আছেন? রাখাল ব'লে তাঁর কি আর মনে আছে?

উদ্ধব। ভাই! তোমাদের সখা কেমন আছেন, তা আর জিজ্ঞাসা

ক'র্‌ছ ? যিনি নিজেই মঙ্গলময়, তাঁর আবার মঙ্গলামঙ্গল কি ? আর তোমাদের কথা মনে আছে কি না, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ ? হ্যাঁ ভাই ! তোমাদের এমন অকপট ভালবাসা কি তিনি ভুল্‌তে পারেন ? দিবানিশি কেবল, তোমাদের বিষয়ই আলাপ করেন। তোমরাও যেমন তাঁর জন্য ব্যাকুল, সেই অকূলের কূল গোকুল-সখাও তেমনি তোমাদের জন্যে আকুল। তোমরা মনে ক'রেছ যে, গোকুলবিহারী গোকুল ছেড়ে মথুরায় গিয়ে রাজা হ'য়েছেন ব'লে, তোমাদের সব ভুলে গেছেন ; কিন্তু তা নয়, তাঁর মন-প্রাণ সকলই এই গোকুলে। তোমাদের পূর্ব্বেও যেমন ভাল বাস্‌তেন, এখনও তেম্‌নি ভালবাসেন। তোমাদের দেখ্‌বার জন্য তিনিও পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছেন ; কিন্তু কি করেন, তাঁর সখা শ্রীদামের অভিশাপ আছে যে, শতবর্ষ ব্রজ ছেড়ে থাক্‌তে হবে ; তাই সেই শ্রীদামের বাক্য-পালন জন্যই, ব্রজে আস্‌তে পার্‌ছেন না। ও কি ভাই ! আমার কথা শুনে, মস্তক অবনত ক'র্‌লে কেন ?

শ্রীদাম। উদ্ধব ! কি ব'ল্‌ব, আমিই সেই কৃষ্ণ-বিরহের মূল হতভাগ্য শ্রীদাম। আমি নিজেই আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আমার জন্যই আজ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণশোক-সাগরে ভাস্‌ছে।

উদ্ধব। তুমিই শ্রীদাম ?—তুমিই সেই কৃষ্ণ-সখা শ্রীদাম ? তবে ভাই ! তোমার এ ভ্রম কেন ? তুমি রাধাকে অভিশাপ দিয়েছিলে ব'লে, আজ কৃষ্ণ-বিরহ ভোগ ক'র্‌ছ। তার জন্য আর অনুতাপ কেন ? সে অভিশাপ প্রদান করা কি কেবল তোমার ইচ্ছাতেই হ'য়েছিল ? তাও ত নয় ; তাতেও সেই ইচ্ছাময়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। সে অভিশাপ না হ'লে কি, কৃষ্ণলীলা

প্রদর্শন করা হ'ত? তবে ভাই! যা কর্‌বার তা সবই সেই গোলোকনাথ ক'রে রেখেছেন। তোমরা কেবল কারণ মাত্র। ভাই! তুমি যে কে, এবং ঐ রাখালগণই বা কে, তা ত আমি সবই শুনেছি। ভাই! তোমরা সাধারণ রাখাল নও; তোমরা সেই নিত্যধাম গোলোকধামের রাখাল; কৃষ্ণলীলার সহায়তা ক'র্‌তে এই বৃন্দাবনে এসে, গোপগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছ। তবে কৃষ্ণ-বিরহে কাতর কেন ভাই? বিরহই যে ভালবাসার সুখ; তাই ব'ল্‌ছি, আর কৃষ্ণের জন্য চিন্তা ক'র না। আর মূর্খের ন্যায় রোদন ক'র না। কৃষ্ণ তোমাদের ছাড়া নন। তোমরা দেহ,—কৃষ্ণ আত্মা. তোমরা আধার—কৃষ্ণ আধেয়, তোমার আকাশ,—কৃষ্ণ চন্দ্র, তোমরা জল,—কৃষ্ণ শৈত্য, তোমরা অনল,—কৃষ্ণ উত্তাপ, অতএব সেই ত্রিতাপ ভঞ্জনকারী শ্রীহরির বিরহ-চিন্তাই বা কেন? তোমরা কৃষ্ণের অংশ হ'য়েও যদি তাঁর তত্ত্ব বুঝ্‌তে না পার, তবে জগতের লোকে তাঁর মাহাত্ম্য কিরূপে বুঝ্‌বে ভাই? এই জগতে সখ্যভাব দ্বারা কৃষ্ণকে কিরূপে লাভ করা যায়, তার উদাহরণ কৃষ্ণ তোমাদের দ্বারাই প্রদর্শন ক'র্‌ছেন! তবে তাই কর ভাই! সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ কর। সখ্যভাবের বিমল ছবি, এই জগত-পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত ক'রে যাও; ভবিষ্যৎ-লোকে,—সেই ছবি দেখে শিক্ষা লাভ ক'র্‌বে। আর এস ভাই! আমাকে একবার আলিঙ্গন দান কর; আমি জানি, তোমাদের অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌লে, তাকে আর শমনে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে না; কেন না, যে অঙ্গের সঙ্গে সেই শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ হ'য়েছে, সে অঙ্গের আলিঙ্গন পেলে একেবারে আমার সকল খেলার

সাঙ্গ হবে। সেই শ্রীমাধবের অঙ্গস্পর্শের যে কি গুণ, তা গয়াসুরের দ্বারাই প্রমাণিত হ'চ্ছে। গয়াসুরের মস্তকে সেই কমলাকান্তের পদ-প্রান্ত পতিত হ'য়েছিল ব'লেই ত, সকলে সেই পতিত-পাবন পীতাম্বরের পদাঙ্ক পরিশোভিত গয়াসুর-মস্তকে পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক, পতিত পিতৃপুরুষদিগকে পরিত্রাণ ক'রে থাকে।

শ্রীদাম। উদ্ধব! আজ তোমার কথায় আমাদের জ্ঞানোদয় হ'ল। আমরা কানাইকে কেবল আমাদের মত রাখাল ব'লেই মনে ক'র্‌তেম; কিন্তু এখন বুঝ্‌লেম যে, কৃষ্ণ কেবল আমাদের সখা নয়, সে এই ত্রিলোকের সখা। আমরা এতদিন কৃষ্ণকে কাছে পেয়েও, তাকে চিন্‌তে পারি নাই; তাই তাকে এঁঠো-ফল খাইয়েছি, কত কষ্ট দিয়েছি। তবে বল উদ্ধব! আমাদের এ পাপ কিসে দূর হবে?

উদ্ধব। শ্রীদাম! তার জন্য চিন্তা ক'র্‌ছ কেন ভাই? কৃষ্ণ-অধরে উচ্ছিষ্ট প্রদান ক'রেছ ব'লে, তোমাদের তাতে পাপ হয় নাই। পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ত সেই কৃষ্ণ? তা সেই কৃষ্ণই যখন তোমাদের নিকট হ'তে উচ্ছিষ্ট ফল চেয়ে খেয়েছেন, তখন আর তোমাদের পাপের ভয় কেন? আর সেই পাপহারী হরি কাছে থাক্‌তে কি, কাউকে পাপে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে? খগপতি বৈনতেয়কে দর্শন ক'র্‌লে ভুজঙ্গগণ যেমন পলায়ন করে, তেমনি সেই পাপনাশন কৃষ্ণকে দর্শন ক'র্‌লেও, পাপরাশি দূরে পলায়ন করে। আর ব'ল্‌ছ যে, "সেই কৃষ্ণকে নিকটে পেয়েও তাকে চিন্‌তে পারি নাই"; তা ভাই! বালকেরা এক উদর-পূরণের জন্যই দুগ্ধকে ভালবাসে; কিন্তু সেই দুগ্ধের যে অন্যান্য

কি গুণ আছে, তা যেমন তারা জ্ঞানোদয় না হ'লে বুঝ্‌তে পারে না, তোমরাও তেমনি কৃষ্ণের স্নেহেই মুগ্ধ হ'য়ে, কৃষ্ণকে ভালবাস্‌তে; কিন্তু কৃষ্ণ যে জগদীশ্ব, তা জান্‌তে না। এখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণাকর কৃষ্ণের গুণ বুঝ্‌তে পার্‌ছ। তবে এখন যেমন কৃষ্ণ—কে, তা চিন্‌তে পেরেছ, তখন আর তার জন্য চিন্তা কি?

শ্রীদাম। না ভাই! আর চিন্তা ক'র্‌ব না। আর কৃষ্ণের জন্য চিন্তা ক'র্‌ব না, আর তার জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল হব না; কেবল তার সেই নবজলধর-রূপ মনে মনে চিন্তা ক'র্‌ব, তা হ'লেই সুখ পাব। বাইরের দেখায় বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্তরের দেখায় আর বিচ্ছেদ নাই। কোন বস্তুর রূপ যদি মনে মনে চিন্তা করা যায়, তা হ'লে সে বস্তু কাছে না থাক্‌লেও, সেই বস্তুর রূপ যেমন মনের সঙ্গে লেগে থাকে; কৃষ্ণও তেমনি মনের সঙ্গে মিশে আছে, আর তাকে বাইরে দেখ্‌তে চাইনে।

উদ্ধব। তা আর চাইবে কেন ভাই! মনের সঙ্গেই যে তার অধিক সম্বন্ধ। যখন মনের সঙ্গে তাকে মিশাতে পেরেছ, তখন আর বহিশ্চক্ষে তাকে দর্শনে ফল কি?

দাম। হাঁ উদ্ধব! আমি চোখ বুজে, মনে মনে ভেবে দেখ্‌লেম যে, কৃষ্ণ আমাদের ছেড়ে যায় নাই, কৃষ্ণ আমাদের মনের সঙ্গেই আছে; ঠিক তেমনি ক'রে বেণু বাজাতে বাজাতে, ধেনু ল'য়ে, কানু যেন আমাদের মনের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ ত ভাই! এ সন্ধান ত আমাদের কেউ ব'লে দেয় নাই, এ সন্ধান পেলে আর কৃষ্ণের জন্য এত কাঁদ্‌তেম না। আমি এখন অবধি কৃষ্ণকে মনে মনেই চিন্তা ক'র্‌ব!

উদ্ধব। (স্বগতঃ) ধন্য হরি! তোমার মায়া! (প্রকাশ্যে) ভাই সব! এখন তোমাদের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কষ্ট দূর হ'ল ত? তবে এখন চল ভাই! আমাকে নন্দালয়ে নিয়ে চল।

শ্রীদাম। চল ভাই! তোমাকে বৃন্দাবনের দুরবস্থা দেখাতে নিয়ে যাই।

গীত

দেখ রে শ্মশান-সম বৃন্দাবন, বৃন্দাবন ধন বিনে।
কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন, নাহিক নিকুঞ্জবনে,
সারী-শুকে সুখে, ভাসে না ক মুখে, ভাসিছে দুখে বিপিনে॥
যমুনা-জীবন বহে না উজান,
নাহি সে মধুর কল কল তান,
মৃদুল সমীরে, সরসীর নীরে, নাচে না মরালগণে,
হেরে দিনমণি, মলিনী নলিনী. নীলমণি বিনে দিনে॥
নন্দালয়ে উন্মাদিনী নন্দ-রাণী,
হাতে লয়ে কাঁদে ক্ষীর-সর-ননী,
হাহাকার রবে, ঘরে ঘরে সবে, কাঁদিছে গোপিনীগণে,
দেখিবে কিশোরীর, হ'য়েছে কি শরীর, বাঁশরীর স্বর না শুনে॥

(উদ্ধব-সহ সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নন্দালয়]

কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃষ্ণকোলে উন্মাদিনী

যশোদার প্রবেশ

যশো। ও মা! কে বলে কৃষ্ণ আমার মথুরায় গেছে? এই যে আমার জীবনধন আমার কোলেই শুয়ে আছে। আমার বক্ষের ধনকে বক্ষে ক'রেই রেখেছি; পাছে অক্রূর এসে আবার মথুরায় নিয়ে যায়। একবার সেই নিষ্ঠুর দস্যু—আমার নয়নমণিকে হরণ ক'রে নিয়েছিল, আমি সেদিন হ'তে নীলমণি-হারা হ'য়ে, কেবল "নীলমণি রে! নীলমণি রে!" ব'লে, পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছি। কত কষ্টে আবার আমার যাদুকে কোলে পেয়েছি; আর কি কোল ছাড়া করি? আমি কি এমন ধন হারা হ'য়ে থাকতে পারি? আর আমার গোপালকে কোলছাড়া ক'র্ব না, আর রাখালদের সঙ্গে গোঠেও যেতে দেব না। আহা! এমন কোমল অঙ্গে কি সূর্য্যতাপ সহ্য হয়? গোপরাজকে ব'ল্ব যে, আর আমার গোপাল তোমার বাধা বহন ক'র্তে পার্বে না। এমন ধনকে কি কষ্ট ভোগ ক'র্তে দেওয়া যায়? যার মুখ দেখ্লে, শত্রুরা পর্য্যন্ত শত্রুভাব ভুলে যায়, তার মুখ না দেখে কি এক দণ্ড থাকা যায়? আমার গোপালকে, কে না ভালবাসে? ব্রজ-বাসিগণ ত গোপাল ব'ল্তে অজ্ঞান; গোপিনীরা আমার

গোপালকে কোলে কর্‌বার জন্য যেন অস্থির হ'য়ে বেড়ায়। মানুষের কথা দূরে থাক্, যাকে না দেখ্‌লে, যার বাঁশী না শুন্‌লে, ধেনুগুলি পর্য্যন্ত তৃণ-জল খেতে চায় না, তাকে কে না ভাল-বাসে? এই যে, গোপাল আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, চোখ দু'টী বুজে র'য়েছে, দেখে বোধ হ'চ্ছে, যেন নীল-কমল দু'টী নিমীলিত হ'য়ে আছে। দেখি দেখি, আমার যাদু-মণির চাঁদমুখখানা ভাল ক'রে প্রাণভ'রে দেখি। এ মুখ দেখে যে সাধ মেটে না। আবার গোপাল যখন আমায়, এই চাঁদমুখে মধুর মা মা ব'লে ডাকে, তখন যেন আমার এই তাপিত প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়। ডাকি, যাদুকে একবার ডাকি। না না ডাক্‌ব না, ডেকে আর বাছার ঘুম ভাঙ্গাব না। ডাকি, ডেকে মধুর মা ডাক শুনি। আর মনের সাধে ঐ চাঁদমুখে ক্ষীর-সর-নবনী দি। গোপাল! বাপ আমার! চোখ্ মেল। এই নবনী এনেছি—নবনী খাও। (ব্যাকুলভাবে) এঁ্যা, কে কি বলে রে? অমন সর্ব্বনেশে কথা আবার কে বলে রে? আমার নীলমণি আমার কোলে শুয়ে র'য়েছে দেখেও, আমাকে—'গোপাল ব্রজে নাই' ব'লে বিদ্রূপ ক'র্‌ছে। আমি কি পাগল হ'য়েছি যে, তোরা আমায় দিনরাত কেবল, 'গোপাল তোমার ছেলে নয়, গোপাল দেবকীর ছেলে', ব'লে যন্ত্রণা দিস্? তোদের আমি কি অনিষ্ট ক'রেছি যে, আমায় অমন করে জ্বালাতন ক'র্‌তে আসিস্? যা, যা, তোরা আমার কাছ থেকে চ'লে যা। তুই আবার কে ম'র্‌তে এলি? দেবকী? কি কি রাক্ষসী? দূর দূর, আমার গোপাল তোকে দেখ্‌লে ভয় পাবে। তুই দূর হ'য়ে যা। কি বল্লি ডাইনি! গোপাল তোর ছেলে?

রাক্ষসীর উদরে কি এমন চাঁদের মত ছেলে জন্মায় ? মিছে কথা, গোপাল আমার গোপাল, আর কারুর নয়। তবুও গেলি নে ? এ কি, বড় যে আমার দিকে আস্‌ছিস্ ? এঁ্যা, গোপালকে কি জোর ক'রে কেড়ে নিবি ? (সভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) নিলে গো নিলে, আমার নীলমণিকে রাক্ষসীতে কেড়ে নিলে। তোমরা রক্ষা কর, রক্ষা কর, ওগো! তোমরা আমার যাদু-মণিকে, ডাকিনী দেবকীর কাছ থেকে এনে দাও। ঐ গ্রাস ক'র্‌লে, ঐ গ্রাস ক'র্‌লে, আমার গোপালকে রাক্ষসে গ্রাস ক'র্‌লে! হায়! হায়! হায়! কেউ রক্ষা ক'র্‌লে না রে ? আমি যাই কোথা ? ওগো আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, আমার অন্ধের মাণিক জীবনের জীবনকে, আজ রাক্ষসে গ্রাস ক'র্‌লে। কেউ দেখ্‌লে না, কেউ শুন্‌লে না, এ দুঃখিনীর দুঃখ কেউ বুঝ্‌লে না। তবে আর এ প্রাণ রেখে ফল কি ? গোপাল রে! বাপ! কোথায় গেলি ?

(পতন)

অদূরে উদ্ধবসহ নন্দের প্রবেশ

নন্দ। ঐ দেখ বাপ! যশোমতীর দুর্গতি একবার চেয়ে দেখ। গোপাল গোপাল ব'লে যশোমতী মূর্চ্ছিতা হ'য়েছে। কৃষ্ণ-শোকে অভাগিনী একেবারে উন্মাদিনী; কারুরই প্রবোধ মানে না, কাউকে চিন্‌তেও পারে না, দিবারাত্র কেবল ঐ এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি বক্ষে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে; কখনও বা গোষ্ঠে গিয়ে, প্রাণ-গোপালের অনুসন্ধান ক'রে আস্‌ছে, কখনও বা যমুনা-কূলে গিয়ে, কৃষ্ণের অন্বেষণে সেই যমুনার জলেই ঝাঁপ

দিতে উদ্যত হ'চ্ছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, স্নান নাই; কেবল হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ব'লে অবিশ্রান্ত রোদন। বল দেখি উদ্ধব! এ দৃশ্য আর কেমন ক'রে সহ্য করা যায়?

উদ্ধব। পিতঃ! কি রূপে মায়ের চৈতন্য সম্পাদন করা যায়? আমার যে দেখে ভয় হ'চ্ছে।

নন্দ। তুমি নূতন দেখ্‌ছ, তাই তোমার ভয় হ'চ্ছে; কিন্তু আমার আর ভয় বা ভাবনা কিছুই নাই; সময়ে সময়ে মনে হয় যে, এরূপ অবস্থায় জীবন-ভার বহন করার চেয়ে, যশোমতীর মরণই মঙ্গল; কাজেই আর সব সময়ে চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টাও করি নে। চেতনা হ'লেই ত কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব বই আর কিছুই নয়, তা হ'তে যতক্ষণ মূর্চ্ছাবস্থা থাকে, সেই উত্তম। মূর্চ্ছা ভিন্ন ত আর যন্ত্রণার লাঘব হবে না। এ নিদারুণ কৃষ্ণ বিরহানল নির্ব্বাণের উপায় এক মূর্চ্ছা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। নিদ্রাহীন বৃন্দাবনবাসী এখন মূর্চ্ছা দ্বারাই নিদ্রাসুখ উপভোগ করে। উদ্ধব রে! বৃন্দাবন এখন মহাশ্মশান,—এ শ্মশানে কেহই জীবিত নাই। বৃন্দাবনবাসীর প্রাণ—কৃষ্ণ, সেই প্রাণ-কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনবাসিগণকে পরিত্যাগ ক'রেছে, তখন বৃন্দাবনবাসিগণ মৃত শব বই আর কি? আর সেই সকল শবদেহ দিবানিশি বিরহানলে দগ্ধ হ'য়ে, বৃন্দাবনকে মহাশ্মশান সমান ক'রে তুলেছে। উদ্ধব! তোমার সখাকে একবার এই শ্মশানের অবস্থা ব'ল। আর কি ব'লব।

উদ্ধব। পিতঃ! আপনি আর শোক প্রকাশ ক'র্‌বেন না। এখন মা যশোমতীর চেতনালাভের উপায় করুন।

নন্দ। আর অন্য উপায় নাই উদ্ধব! উপায় এক কৃষ্ণনাম।

কৃষ্ণনামের যে কি গুণ, তা বুঝ্‌তে পারি নে; মূর্চ্ছাকালেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে মূর্চ্ছা, আবার সেই কৃষ্ণনাম শ্রবণে মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

উদ্ধব। তবে আমি সেই কৃষ্ণনামই উচ্চারণ করি। (যশোদার কর্ণে) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

যশো। (পতিত অবস্থায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া) আহা হা, আমার সাগর-সেচা-ধন কোথায় রে!

নন্দ। উদ্ধব! তুমি একবার হতভাগিনীকে মা ব'লে ডাক। তোমার কণ্ঠস্বর, আর গোপালের কণ্ঠস্বর একরূপই।

উদ্ধব। ওমা! মা! (যশোদাকে কর্ণ উত্তোলন করিয়া শুনিতে দেখিয়া) ওমা! মাগো! একবার উঠ মা!

যশো। ওরে! কে রে! যেই হ'স্ আর একবার অমনি ক'রে মা মা ব'লে ডাক্।

উদ্ধব। মা! মা! একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ।

যশো। (চক্ষু মেলিয়া) এঁ্যা কে? গোপাল! আমার হারাণ ধন গোপাল! আমার অন্ধের যষ্টি গোপাল! আমার স্নেহসাগরের সাধের নিধি গোপাল! আয়, আয়, আয় রে! আমার বুকে আয়। তেমনি ক'রে জড়িয়ে ধ'রে মা মা ব'লে ডাক। নীল-মণি রে! ওরে আমি অনেকদিন তোর মুখের মা বোল শুনি নাই রে! ডাক্ রে যাদু! ডাক্, আমি প্রাণ ভরে শুনি!

গীত

কে এলি রে বাপ, মা মা ব'লে তুই কি আমার নীলমণি।
আমায় মা-বোল ব'লে ডাক্ রে গোপাল,
আমি মা-বোল শোনা ভুলে গেছি,
(তুই যে দিন হ'তে ছেড়ে গেলি)
আমি সে দিন হ'তে আর শুনিনি।

(মধুর মা-বোল ধ্বনি) (তোর মুখের)
আমি সে দিন হ'তে আর শুনিনি ॥
বাপ, ভুলে তোর এই দুঃখিনী মাকে, মা ব'লতিস্ বল্ কার মাকে,
(গোপাল, বল্ রে বল্ তোর কেমন সে মা) (মায়ের মায়া জানে কি সে মা)
ক্ষীর সর নবনী তোরে দেয় কি সে মা,
নবনীর তরে তোরে বাঁধে ত না,
(চূড়া বেঁধে দেয় কি) (মোহন) (বামে হেলা ক'রে)
(শিখি-পাখা এঁটে দিয়ে) (ও বাপ, আমার মতন তেম্নি ক'রে)
বল্ অঞ্চলে কি বাঁধে নবনী।
(মুখে দেবে ব'লে) (চাঁদমুখে দেবে ব'লে)
বল্ অঞ্চলে কি বাঁধে নবনী ॥
গোপাল, ধেনু সনে বেণু ল'য়ে, কোথা যেতিস্ গোঠে ধেয়ে,
রাখাল-রাজা সাজিয়ে, বল্ কে দিত রে যাদুমণি ;
(শ্রীদামসখা বিনে)
বল্ কে দিত রে যাদুমণি ॥

যশো। (গাত্রোত্থান করিয়া) কৈ ? আমার গোপাল কৈ ? আমায় মা ব'লে ডেকে কি আবার পালিয়ে গেল ?

উদ্ধব। মা গো ! আমি তোমায় মা ব'লে ডেকেছি, আমি তোমার গোপালের সখা, নাম উদ্ধব।

যশো। তবে তুমি গোপাল নও ? (নন্দের প্রতি) তুমি কে ? রাক্ষস ?

নন্দ। যশোমতি ! আমাকে চিন্তে পার্‌ছ না ? আমিও কৃষ্ণ-হারা হতভাগা নন্দ।

যশো। না না, তুমি রাক্ষস। আর কি নেবে ? আমার যা ছিল, তা নিয়ে গেছ, আর কি নিতে এসেছ ?

উদ্ধব। মা গো! তোর গোপাল তোদের দেখ্‌বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে, এখন স্থির হ'য়ে আমার কথা শোন্।

যশো। মিছে কথা, মিছে কথা; গোপাল এখন মা পেয়েছে, রাজা হ'য়েছে, সে আমাদের কথা ভুলে গেছে। সে স্পষ্টই ব'লেছে, আমি তার মা নই।

উদ্ধব। মা গো! আমার কথা বিশ্বাস কর্। আমি ব'ল্‌ছি, গোপাল তোদের ভুলে যায় নাই। তোর স্নেহ-মমতার কথা তার মনে মনে গাঁথা র'য়েছে। গোপাল যখন তোর কথা আমাদের কাছে বলে, কখন তার নয়নদ্বয় হ'তে কেবল জলধারা বর্ষণ হয়। তাই ব'ল্‌ছি মা! আর কাঁদিস্ নে। আবার তোর নয়নমণি মাখনলাল বৃন্দাবনে আস্‌বে, আবার তোকে তেম্‌নি ক'রে মা, মা, ব'লে ডেকে, তোর তাপিত প্রাণ শীতল ক'র্‌বে।

যশো। কি বল্লি উদ্ধব। আমার মাখনলালের চক্ষে জল? আমার তেমন চাঁদের চোখে জল? হায়! সে পুরীতে,—সে রাক্ষসের পুরীতে, আমার যাদুর চ'খের জল মুছিয়ে দিতে কি কেউ নাই রে? উদ্ধব রে! তুই আমা'কে মথুরায় নিয়ে চল্, আমার বাছার চ'খের জল মুছে দিয়ে আসি।

উদ্ধব। মা! তোমার গোপাল যে পুরীতে যায়, সে পুরীতে কি আর রাক্ষস বাস ক'র্‌তে পারে? মা গো! তোমার গোপালের চ'খের জল মুছে দেবার লোকের কি আর অভাব আছে? এই ব্রহ্মাণ্ডের কে না তোমার গোপালকে ভালবাসে? তাই ব'ল্‌ছি, আর তোমাকে মথুরায় যেতে হবে না। নীলমণি আপনিই এসে দেখা দিবেন। এখন তুমি রোদন সংবরণ ক'রে গৃহকর্ম্মে মন দাও।

যশো। কার গৃহ বাবা! আর কার গৃহ-কর্ম্ম ক'র্‌ব? আমার এই শূন্য সংসারের সব কাজই শূন্য হ'য়েছে! যেদিন আমি সংসার-সুখের সম্বল,—কৃষ্ণহারা হ'য়েছি, সেই দিনই আমি সংসার-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। উদ্ধব রে! আমার সবে ধন এক নীলমণি; সেই নীলমণিকে যখন হারিয়েছি, তখন আর আমার আছে কি?

উদ্ধব। মা গো! তুমি যদি নীলমণি-হারা হবে, তবে আর নীলমণিকে পাবে কে? দু'দিনের জন্য চোখের অন্তরাল হ'য়েছে বটে, তা ব'লে কি তুমি গোপাল-হারা হ'য়েছ? তা নয় মা! পুত্র সন্তান কি কখন প্রবাসে গমন করে না? এবং সেই পুত্র প্রবাসে গেলে, তার জননী কি এইরূপ পাগলিনী হ'য়ে উঠেন? মাতা, পুত্রের কল্যাণ জান্‌তে পার্‌লেই পরম সুখ মনে করেন। তা মা! তোমার এ পুত্রের কুশল জান্‌বারও প্রয়োজন নাই। যিনি সকলের কল্যাণদাতা, অধিক কি ব'ল্‌ব মাতঃ! মনুষ্য-লোক ত দূরের কথা, তেত্রিশ-কোটী দেবতা পর্য্যন্ত যাঁর কাছে কল্যাণ-কামনা করেলন, সেই নিত্য-নিরঞ্জন গোলোকনাথ নারায়ণই যে তোমার গোপাল। তবে আর গোপালের অকল্যাণের সম্ভাবনা কি? যে গোপাল অতি শৈশবে, পুতনা-নিধন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, শকট-ভঞ্জন, এবং বাম-করতলে গিরি-ধারণ প্রভৃতি কত অলৌকিক কার্য্য ক'রেছেন, সেই পরমপুরুষ কি তোমার সামান্য গোপাল? এ সকল দেখেও কি তোমাদের বিকার দূর হয় নি?

যশো। উদ্ধব রে! দেখেছি, সব দেখেছি, আমার গোপালের মুখে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত দর্শন ক'রেছি; বিষপূর্ণ কালীদহ হ'তে রাখাল-

গণকে উদ্ধার ক'র্‌তে দেখেছি। দেখ্‌লে কি হবে, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

উদ্ধব। মা গো! আপন মন স্থির ক'রে, এই কথা মনে মনে চিন্তা কর যে, "গোপাল কেবল আমার নয়, গোপাল এই জগতের গোপাল, গোপালে আমারও যেমন অধিকার. অন্য সকলেরও তেমনি; তবে সকলের যে জিনিসে সমান অধিকার, সে জিনিস কেবল একজনে ভোগ ক'র্‌তে পার্‌বে কেন?"

যশো। উদ্ধব রে! তুই ব'ল্‌ছিস্ বটে, আমি যে তা চিন্তা ক'র্‌তে পারিনে। গোপাল 'কেবল আমার নয়', 'গোপাল জগতের গোপাল', এ কথা ভাব্‌তে গেলে যে, আরও প্রাণ কেঁদে উঠে।

উদ্ধব। মা গো! সে কেবল তুই কেন? গোপালকে যে যখন পায়, সেই তখন মনে করে যে, গোপাল কেবল আমারই। এরূপ ভ্রম মনে হওয়া, এও সে গোপালের খেলা। মা! তোর কৃষ্ণের মায়াতেই যে এ জগৎ আচ্ছন্ন। নতুবা যিনি এই সংসারকে প্রসব ক'রেছেন, যিনি বিরূপাক্ষের বক্ষের ধন, সেই কমলাক্ষকে কি কেউ পুত্র ব'লে মনে ক'র্‌তে পারে? এই মায়া দূর না হ'লে, আর প্রকৃত জ্ঞান হবে না। তাই ব'ল্‌ছি যে, কেবল বৃথা রোদন না ক'রে, যাতে এই মায়া দূর হয়, তার উপায় কর। তাহ'লে আর কৃষ্ণ-বিরহের কষ্ট থাক্‌বে না; চিরদিন পরমানন্দে কাটাতে পার্‌বে। মা গো! শোন্, তোদের পূর্ব্বজন্মের কথা বলি। পিতা নন্দ, পূর্ব্বজন্মে পৃথিবীতে 'দ্রোণ' নামে পরিচিত ছিলেন এবং তুই তখন সেই দ্রোণ-পত্নী 'ধরা' নাম ধারণ ক'রে এই ধরাধামে বাস ক'র্‌তিস্। শেষে

উভয়ে মিলিত হ'য়ে বহুদিন হরির তপস্যা ক'রেছিলি, এবং হরিও সন্তুষ্ট হ'য়ে, তোদের গৃহে পুত্রভাবে অবতীর্ণ হবেন ব'লে বর দান ক'রেছিলেন। মা গো! সেই সাধনার ফলেই হরিকে পুত্ররূপে লাভ ক'রেছিস্।

নন্দ। উদ্ধব! ব'লে দাও বাপ! কৃষ্ণের প্রতি আমাদের পুত্র-জ্ঞান কিসে দূর হবে?

উদ্ধব। পিতঃ! সে ভ্রম দূর ক'র্‌তে হ'লে, কৃষ্ণতত্ত্ব অনুশীলন ক'র্‌তে হয়। সেই তত্ত্ব আলোচনা, এবং তদ্বিষয় চিন্তা দ্বারাই, ক্রমে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ হবে এবং কৃষ্ণ যে কি পদার্থ, তাও বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এখন যেমন কৃষ্ণকে নিজ পুত্ররূপে ভেবেই,—তার বিরহে কষ্টভোগ ক'র্‌ছেন, তখন আর সে ভাব থাক্‌বে না; তখন মনে হবে যে, এই এক কৃষ্ণই জগতের পিতা, পালয়িতা এবং সংহর্ত্তা। শুভ্র স্ফটিক যখন যে বর্ণের সহিত মিলিত হয়, তখন যেমন সেই বর্ণে-ই প্রকাশিত হয়; কৃষ্ণও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণকে আশ্রয় ক'রে, কখনও স্থষ্টিকর্ত্তা, কখনও পালনকর্ত্তা, কখনও বা সংহারকর্ত্তা-রূপে অবস্থান করেন। পিতঃ! জগৎ-পিতা কৃষ্ণ,—বিশ্বব্যাপী। তিনি অনাদি, অনন্ত, অসীম। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি কিছুই নাই। কৃষ্ণশূন্য স্থান নাই। এখন বহিশ্চক্ষু দ্বারা সর্ব্বত্র কৃষ্ণের সত্ত্বা উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌ছেন না বটে, কিন্তু যখন জ্ঞানচক্ষের দ্বারা দর্শন ক'র্‌তে পার্‌বেন, তখন দেখ্‌বেন যে, প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে পর্য্যন্ত, সেই পরব্রহ্ম কৃষ্ণের সত্ত্বা বিদ্যমান আছে। এক সূর্য্য যেমন প্রত্যেক ঘটমধ্যস্থ বারিতেই

প্রতিবিম্বিত হ'য়ে থাকে, এক কৃষ্ণও তেমনি সর্ব্বভূতেই নিরন্তর প্রতিবিম্বিত র'য়েছেন। এখন ভেবে দেখুন দেখি, কৃষ্ণকে আর পুত্রভাবে ভাবতে সাধ হয় কি না? আর মনে ক'রে দেখুন দেখি, কংসবধের পর যখন, কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে আনয়ন করবার জন্য বহু যত্ন ক'রেছিলেন, তখন সেই কৃষ্ণ আপনাকে কি ব'লে বিদায় দিয়েছিলেন। সে সব কথা কি ভুলে গিয়েছেন? কৃষ্ণ তখন ব'লেছিলেন নয় যে, "এ সংসারে পিতা, মাতা, পুত্র, মিত্র প্রভৃতি এ সকল কিছুই নয়, কেবল মায়ামুগ্ধ জীব দিবানিশি আমার পুত্র, আমার কন্যা প্রভৃতি আমার আমার শব্দে, এই সংসারকে নিয়ত প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু সবই মিথ্যা। এই মিথ্যা-জ্ঞান দূর না ক'রতে পারলে, কেহই প্রকৃত সুখ-শান্তির আস্বাদন ক'রতে পারবে না! পার্থিব যে সুখ, সে কেবল কালকূটপূর্ণ-সুধা, কণ্টক-যুক্ত নলিনী, অগ্নি-গর্ভা শমীলতা; অতএব আমাকে আর পুত্রভাবে না ভেবে, আমাকে পরমাত্মারূপে চিন্তা করুন এবং আমাতেই আত্মসমর্পণ ক'রে, সাংসারিক কার্য্যসকল সম্পাদন করুন,— তা হ'লেই আপনাদের সকল বিকার দূর হবে। মেঘমুক্ত চন্দ্রকিরণে যেমন নৈশ-অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি বিকার-মুক্ত জ্ঞানালোকেও সকল অজ্ঞানতা দূরীভূত হবে। নতুবা আমাকে পুত্রভাবে ভাবলে, মনের বিকারও দূর হবে না, পুত্র-বিরহ যন্ত্রণারও অবসান হবে না।" কেমন, পিতঃ! কৃষ্ণ আপনাকে এই কথা ব'লেছিলেন নয়?

নন্দ। উদ্ধব রে! সত্য সত্যই ত কৃষ্ণ আমাকে এই সকল উপদেশ প্রদান ক'রেছিলেন। কিন্তু মূর্খ আমি, অজ্ঞান আমি,

তাই সে সব উপদেশ-বাণী বিস্মৃত হ'য়ে, কেবল গোপাল গোপাল ব'লে নিয়ত রোদন ক'র্‌ছি। কিন্তু বাপ! আজ তুমি আবার আমাকে সেই সকল কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। বুঝ্‌লেম, আমাদের চৈতন্য দান করবার জন্যই, সেই চৈতন্য-চাঁদ কৃষ্ণ,—আজ তোমা হেন দুর্লভ জ্ঞান-পথের প্রদর্শক, অজ্ঞান-তমসার প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকাকে আমাদের নিকট প্রেরণ ক'রেছেন। উদ্ধব রে! এত দিনে ঘোর ভাঙ্‌ল, আজ তোর জন্যই আমি বিষম বিকার হ'তে মুক্ত হ'লেম। বুঝলেম, প্রকৃত জহুরী ব্যতীত, কেহ রত্ন চিন্‌তে পারে না। আমরা এতদিন কৃষ্ণকে লালনপালন ক'রেও, তার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হ'তে পারি নাই; আর তুই সেই কৃষ্ণকে পাবামাত্রই, তার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পেরেছিস্‌। উদ্ধব রে! তুই সাধারণ লোক ন'স্‌; তুই বালক হলেও জ্ঞান-বৃদ্ধ। তাই ব'ল্‌ছি, ওরে জ্ঞান-বৃদ্ধ! আয় আমাকে একবার আলিঙ্গন দান কর। (উদ্ধবকে আলিঙ্গন করিয়া) এত দিনে যথার্থ কৃতার্থ হ'লেম। দেখিস্‌ বাপ! আজ যেমন জ্ঞানালোকদানে আমার মনের আঁধার দূর ক'রে দিলি, কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে আবার বিকার দ্বারা যদি আচ্ছন্ন হই, তা হ'লে পুনরায় এসে এই আলোক প্রজ্জ্বালিত ক'রে দিস। আর তোর সখাকেও বলিস্‌, যেন সে আর আমায় মায়ায় আচ্ছন্ন করে না। আমি আর কিছুই চাইনে, কেবল সেই চরম-সময়ে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তখন যেন সেই চরমের ধন চৈতন্যদেব আমায় দেখা দেন; তা হ'লে তাঁর সুচারু মূর্ত্তি নিরীক্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, এই চর্ম্মচক্ষু চিরমুদ্রিত ক'র্‌তে পার্‌ব।

গীত

ব'ল প্রাণ গোপালে, নিদানকালে, সে যেন ভুলে না মোরে।
নিদানের বান্ধব সে যে, নিদানে নির্ব্বাণ বিতরে ॥
যে দিনে কৃতান্ত এসে, ধরিবে রে মম কেশে,
(দশার শেষে)
সে দিন যেন কৃষ্ণ এসে, শমন দমন করে ॥
অকূলের কাণ্ডারী সে যে, বিরাজে কাণ্ডারী সেজে,
(ভবের মাঝে)
ব'ল রে সেই ব্রজরাজে (যেন) দুস্তরে তারে অঘোরে ॥

উদ্ধব। পিতঃ! আপনি বৃথা কেন সে চিন্তা করছেন? আমি সখার মুখে শুনেছি যে, জীবনান্তে আপনাদের বৈকুণ্ঠে স্থান হবে।

নন্দ। যশোমতি! প্রিয়ে! আর ভাবছ কি? আর গোপালের জন্য বৃথা ভাবনা ক'র না। উদ্ধবের নিকট সবই ত শুনলে। বল দেখি, এ সব শুনেও কি আর সেই গোপালের প্রতি পুত্র-ভ্রম থাকে? তুমি ভাবছ যে, 'গোপাল আমার কেমন ক'রে সব ভুলে আছে, গোপাল আমার নবনী না খেয়ে, কেমন ক'রে মথুরায় রাজা হ'য়ে র'য়েছে।' কিন্তু প্রিয়ে! গোপাল যদি সাধারণ গোপাল হ'ত, তাহ'লে তুমি ও সব মনে করতে পারতে; কিন্তু যে গোপাল এই ভব-নদীর কাণ্ডারী, যে গোপাল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং গোলোকবিহারী হরি, যে গোপাল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, যাঁর নাম-সাগরের প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে কত সুধালহরী উচ্ছ্বলিত হ'য়ে উঠে, সেই নামসুধার ভাণ্ডারী কি তোমার সামান্য অঞ্চলবদ্ধ সর-নবনীর ভিখারী? যশোদে! আমরা এতদিন বিষম ভ্রমের মধ্যে পতিত ছিলেম, তাই সেই কৃষ্ণকে চিনতে পারি নাই; কিন্তু প্রিয়ে! এখন এস, আমরা

গোপালের প্রতি বাৎসল্যভাব দূর ক'রে, তাঁর সেই সুধামাখা কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক, তাঁকে ভক্তিভাবে ভজনা ক'রতে শিক্ষা করি; আর আমরা সংসারের কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে, অন্তিমের পথ রুদ্ধ ক'র্‌ব না; কেবল সেই সংসারের সার, জীবের মূলাধার, অপার ভব-পারাবারের কর্ণধার গোবিন্দের পদারবিন্দ হৃদয়মধ্যে ধ্যান ক'র্‌তে ক'রতে, এ দেহভারকে ক্ষয় করি, নতুবা আর নিস্তারের উপায় নাই। যতই দিন গত হ'চ্ছে, ততই কালের বিকট-ছায়া নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আস্‌ছে। যশোমতি! আর সময় নাই, এস এই বেলা শেষের সম্বল ক'রে রাখি।

যশো। নাথ! যতই বুঝাও, যতই কর, কিন্তু কিছুতেই আমার মনের আঁধার দূর হবে না। আমি হতভাগিনী মহাপাপিনী, নতুবা আমার মনের বিকার কাটছে না কেন? আমি যতই মনে ক'র্‌ছি যে, গোপালকে আর পুত্রভাবে ভাব্‌ব না, কিন্তু নাথ! ততই আমার গোপালের প্রতি পুত্র-স্নেহ যেন বর্দ্ধিত হ'চ্ছে, ততই আমার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হ'চ্ছে। যার মুখে আদর ক'রে, ক্ষীর-সর-নবনী প্রদান ক'রেছি, যাকে গোঠে পাঠাবার জন্য নিত্য নিত্য ধড়াচূড়া দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি, যাকে স্বহস্তে স্তন্য পান করিয়েছি, আজ কেমন ক'রে ভাব্‌ব যে, সেই কৃষ্ণ—স্বয়ং গোলোকনাথ হরি। এ কথা ভাব্‌তেও যে প্রাণ কেমন করে। তবে বুঝ্‌লেম, আর গোপালকে পাব না, আর জীবন থাক্‌তে নীলমণির চাঁদবদন দেখ্‌তে পাব না!

নন্দ। যশোমতি! তুমি জ্ঞানবতী হ'য়ে, এরূপ শোকাকুলা হ'লে সবদিকই যে নষ্ট হয়!

যশো। মহারাজ! আপনি পুরুষজাতি, আর আপনি যদি রমণীজাতির হৃদয় বুঝ্‌তেন, তাহ'লে আর আমাকে ওরূপ প্রবোধ দিতেন না। সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ যে কেমন করে, তা এক সেই মায়েই জানে, অন্যে কি জান্‌বে।

উদ্ধব। (স্বগতঃ) তাই ত! পুত্রবৎসলা যশোমতীকে ত জ্ঞানপথে আনয়ন করা নিতান্ত সহজ নয়, তবে এখন কি উপায় করি। গোপালের প্রত্যাগমনের আশ্বাস প্রদান ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ে যশোমতীকে আশ্বস্তা করা যাবে না। তবে তাই করি। (প্রকাশ্যে) মা! আমি তোর দু'টী চরণ ধ'রে ব'ল্‌ছি, তুই আমার কথা শোন্‌, তোর গোপাল আবার বৃন্দাবনে আস্‌বে, আবার তোর সকল যন্ত্রণা দূর হবে। মা গো! কিছুদিনের জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন কর্‌। তোর অদর্শনে গোপাল একেই পাগলের মত হ'য়েছে, তাতে যদি আবার আমার মুখে তোর এই দুরবস্থার কথা শোনে, তা হ'লে আর তোর গোপাল প্রাণ রাখ্‌বে না; তাই ব'ল্‌ছি, আর দিবানিশি পথে পথে রোদন ক'রে না বেড়িয়ে, মনে মনে তোর শ্রীমাধবের মঙ্গল-কামনা কর্‌, যাতে সত্বর সেই মথুরার কার্য্য সমাধা ক'রে, বৃন্দাবনের ধন বৃন্দাবনে আস্‌তে পারে। এখন কর্‌ মা! আমায় কোলে কর্‌। সখা আমাকে ব'লে দিয়েছে যে, আমার যশোদা-মায়ের কোলে একবার উঠে এস: সেই সাহসে তোর কোলে উঠ্‌তে যাচ্ছি, নতুবা যে অঙ্কে গোপালের অঙ্গস্পর্শ হ'য়েছে, সে কোলে কি আমি উঠবার জন্য সাহস ক'র্‌তে পারি?

যশো। আয় বাপ! কোলে আয়। অনেক দিন এ কোল শূন্য

প'ড়ে আছে। তুই আমার গোপালের সখা, তোকে কোলে ক'র্‌লেও আমার প্রাণ শীতল হবে। (কোলে করণ)

উদ্ধব। মা! চল্ এখন গৃহমধ্যে চল্! আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে সর-নবনী খেতে দিবি চল্।

যশো। উদ্ধব রে! মনে পড়ে, এমনি ক'রে কোলে উঠে, আমার গোপালও ক্ষীর-নবনী খেতে চাইত। বাপ রে! তোর আকার-প্রকার আমার গোপালের মত। তুই আমার কাছেই থাক্। আর মথুরায় যাস্‌নে।

নন্দ। প্রিয়ে! চল এখন গৃহে গিয়ে উদ্ধবকে ভোজন করাইগে। ঐ যে নগরবাসিগণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে এইদিকে আস্‌ছে, চল আমরা গৃহে যাই।

কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনবাসি-
গণের প্রবেশ

গীত

আয় সকলে কৃষ্ণ ব'লে ডাকি বাহু তুলে।
কৃষ্ণপ্রেমে মেতে নাচি আয় কুতূহলে॥
দারা, পুত্র, পরিবারে থাকিস্‌নে ভুলে,
(তোর) কোথায় রবে বন্ধু সবে দু'নয়ন মুদিলে॥
অনায়াসে যদি শেষে, তর্‌বি অকূলে,
তবে, নাম-তরিতে প্রেমের বাদাম আয় দি রে তুলে॥
(তোর) শমন শঙ্কা দূরে যাবে কৃষ্ণ-নাম নিলে।
(অঘোর) নামের ডঙ্কা দিয়ে শঙ্কা গেছে রে ভুলে॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মথুরা]

বেগে জরাসন্ধ, সেনাপতি ও বিদূষকের প্রবেশ

জরা। সেনাপতি! তুমি সত্বর সসৈন্যে প্রস্তুত হ'য়ে, পূর্ব্বদ্বার আক্রমণ ক'র্‌তে গমন কর! আমি স্বয়ং এই দক্ষিণ-পথে থেকে, বালকদ্বয়ের পলায়ন-পথ রোধ করি।

সেনা। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

বিদূ। আর আমিও এই সসৈন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছি, আমাকে ভোজনাগারের পথটা দেখিয়ে দিন, আমিও স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হই গে।

জরা। ভোজনাগারে আবার কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে বয়স্য? আর তোমার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রাদিই বা কোথা?

বিদূ। কেন মহারাজ! ভোজনাগারে লুচি, মণ্ডা, গজা প্রভৃতি যে সকল সুসজ্জিত বিপক্ষসৈন্য আছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌ব। আর আমার সৈন্যসামন্ত অস্ত্রাদি কোথায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন-

কেন, এই দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে, আমার দুই হস্তের দশটী অঙ্গুলিরূপ দশজন সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্ত,—সমর কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে; আর এই দশনপংক্তিরূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল, বদনরূপ তূণমধ্যে বিরাজ ক'র্‌ছে? মহারাজ! আপনারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রে থাকেন, আর আমি দন্তযুদ্ধ ক'রে থাকি। উভয়ের মধ্যে তারতম্য এই যে, আপনাদের যুদ্ধে কদাচিৎ বিপক্ষের পলায়ন সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আমার দন্ত-যুদ্ধে সেটী হবার যো নাই। যেমন অস্ত্রবিদ্ধ হওয়া, অমনিই একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে তৎক্ষণাৎ এই প্রকাণ্ড উদররূপ যমালয়ে গমন করা। আপনাদের যুদ্ধে কারুর মৃত্যু হ'লে কেবল আত্মাই যমালয়ে যায়, আমার যুদ্ধে একেবারে সশরীরে যমালয়ে যেতে হয়।

জরা। বয়স্য! তা হ'লে ত তুমি একজন অসাধারণ যোদ্ধা। যা হ'ক্, তোমার আর অন্য যুদ্ধে গমন ক'র্‌তে হবে না, তুমি আমার কাছেই থাক।

বিদূ। মহারাজ! ঐটে আমায় মাপ ক'র্‌বেন। আপনার সঙ্গে এই দক্ষিণের পথে থাক্‌তে পার্‌ব না।

জরা। কেন মহাবীর! এ পথে থাকৃতে ভয় কি? আমি স্বয়ং এ পথে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান।

বিদূ। মহারাজ! আপনি স্বয়ং যে এ পথে দণ্ডায়মান আছেন, তা আমিও দেখ্‌ছি; কিন্তু এ পথটায় আমার বড় ভয়। তাই ব'ল্‌ছি, আমাকে আর সঙ্গী ক'রে রাখ্‌বেন না। আমি এ দক্ষিণের পথ ছেড়ে অন্য পথ দেখি গে।

জরা। তবে তুমি শিবিরে যাও।

বিদূ। সেই ভাল। (স্বগতঃ) বাঁচা গেল বাবা। নানা ফিকিরে এ যাত্রাও প্রাণটা রক্ষা করা গেল। কিন্তু কয়দিন এরূপ চালাকি ক'রে বাঁচা যাবে? এমন যুদ্ধ-খোর রাজার কাছে এসেই পড়া গেছে যে, এর হার্‌তেও লজ্জা নাই, যুদ্ধ ক'র্‌তেও আপত্তি নাই। এই বাবা, সতের বার কেবল এই রঙ্গই দেখে আস্‌ছি! শূন্যতে গিয়ে ঠেক্‌বে? না আজই সাঙ্গ হবে, তা কে ব'ল্‌তে পারে। আজ উত্তর ছেড়ে যখন দক্ষিণের পথ ধ'রেছে, তখন বুঝি এইবারেই দক্ষিণেতে যেতে হয়। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) ঐ বাবা! পালাই।

(প্রস্থান)

জরা। হাঁ, ঐ সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ হ'চ্ছে। দুর্ব্বৃত্ত বালকদ্বয়কে এবার নিশ্চয়ই আমার হস্তে বিধ্বস্ত হ'তে হবে। এখন শীঘ্র উপস্থিত হ'লে হয়। মৃগেন্দ্র যেমন শিকার দর্শনের জন্য উৎসুক হ'য়ে কালযাপন করে, আমিও তদ্রূপ আমার পরম শিকার গোপকুমারদ্বয়কে শিকার কর্‌বার জন্য, উৎকণ্ঠিতভাবে সময়ক্ষেপ ক'র্‌ছি।

দূরে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ

কৃষ্ণ। দাদা! এদিকে দেখ্‌ছি, কেবল একা জরাসন্ধ সসৈন্যে অবস্থান ক'র্‌ছে; কিন্তু আমার বোধ হয়, ধূর্ত্ত জরাপুত্র, অন্যপথে অন্যান্য সৈন্যগণকে পুরী আক্রমণ কর্‌বার জন্য প্রেরণ ক'রেছে; অতএব আপনি অন্য পথে বিপক্ষের গতিরোধ করুন গে, আমি এখানে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

বল। তবে আমি চ'ল্লেম। (বেগে প্রস্থান)

জরা। (কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগতঃ)
অহো! হেরিলে ঐ ক্ষুদ্র গোপাত্মজে,
কে জানে, কেন বা ভীতি অজ্ঞাতে পশিয়া,
বিকম্পিত করে মম নিষ্কম্প-হৃদয়।
না বুঝিতে পারি কিবা অসীম শকতি,
লুকায়িত আছে ঐ বালক-শরীরে।
বার বার কতবার সমর-প্রাঙ্গণে,
না পারিনু কোনরূপে বধিতে বালকে।
দেখিব এবার, প্রাণপণে যুঝিয়া আহবে,
পারি কি না উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে।

কৃষ্ণ। (নিকটে আসিয়া বিদ্রূপভাবে)
কোন্ কাযে? ওহে মগধ-সম্রাট্!
আসিয়াছ সৈন্যসহ পুনঃ মথুরাতে?

জরা। তোমায় বধিতে, মথুরা নাশিতে,
দহিতে অঙ্গনাগণে তব শোকানলে,
আসিয়াছি পুনঃ এই মথুরানগরে।

কৃষ্ণ। (বিদ্রূপভাবে)
এখনও আছে আশা? ধন্য আশা তব,
জীবনের একরূপ শান্তি বটে ইহা।

জরা। গোপের নন্দন! বৃথা গর্ব্ব কিসে?
দুর্ব্বল, বীরত্বহীন সৈন্যগণে বধি'
বাড়িয়াছে মনে তব এত অহঙ্কার?
হাঁ, উপযুক্ত গর্ব্ব বটে তব,
নিরীহ কুরঙ্গগণে বধি' শরাঘাতে

ব্যাধ যথা করে মনে বীরত্ব-গরিমা ;
তেমতি রাখাল তুই,—বৃন্দাবন-গোষ্ঠে,
চিরদিন কাটিয়াছে পশুর পালনে,
ভাগ্যক্রমে ল'ভেছিস্ মথুরা-রাজত্ব,
তাহে পুনঃ ব'ধেছিস্ মম সৈন্যগণে,
অহঙ্কার কেন নাহি হবে ?

কৃষ্ণ। কি জানিবি তত্ত্ব মম মোহান্ধ দুর্ম্মতি !
সে জ্ঞান থাকিত যদি ও পাপ-অন্তরে,
তা হ'লে কি——
ঘৃণ্য গোপাত্মজ ব'লে নিন্দিতিস্ মোরে ?
কর্ নিন্দা, বল্ কটু-ভাষ,
পিশাচ ! বিন্দুমাত্র বিচলিত নাহি হব তাতে।
শোন্ রে অজ্ঞান !
নাহি মম স্তুতি নিন্দা কিছু,
কেবল বাড়িবে তব পাপের প্রসার।
উন্মুক্ত হইবে তব নরক-দুয়ার।
হীনবল ফেরুর চীৎকার,
নাহি টলে কেশরী-অন্তর।

জরা। পাপীর পাপের কথা করিলে প্রকাশ,
হয় কি রে কভু তার নরকে আবাস ?
তব যত পাপ-কর্ম্ম জ্বলন্ত-অক্ষরে,
রহিবে অঙ্কিত এই জগতের পটে।
কলঙ্ক-কালিমা তব সর্ব্বাঙ্গে মাখান,
তাই অঙ্গ কাল তব, তাই তোর কৃষ্ণনাম।

গোপ-কুলবালাকুলে কালিমা প্রদানি,—
আপনি ডুবিলি সেই কলঙ্ক-সাগরে।
নিজ মাতুলানী রাধা, তার সনে পাশব আচার,
বলিতেও কলুষিত হয় রে রসনা।
ঘৃণা আসে তোর সনে করিতে আলাপ।

কৃষ্ণ। নিরস্ত হ, নিরস্ত হ, নির্ব্বোধ নারকী!
কৃষ্ণলীলা কি বুঝিবি তুই?
তোর মত নরকের কীটে,
বুঝাইতেও নাহি সাধ হয়।
যাক্, বৃথাবাক্যে নাহি প্রয়োজন,
আয় যুদ্ধে, পাঠাই নরকে।

জরা। বৃথা আশা শিশু! তোর দুর্ব্বল হৃদয়ে।
করকা-আঘাতে নাহি চূর্ণ হয় মহীধর।
হের বক্ষ—সুবিশাল মম,
হের বাহু—শালতরু সম।
বজ্রতুল্য দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাতে,—
বিচূর্ণিতে পারি তুঙ্গ হিমাদ্রির চূড়া;
তুই কোন্ ছার;
ক্ষুদ্র তৃণ সম করদ্বয়ে ধরি,
এখনি করিব খণ্ড শত শত ভাগে।

কৃষ্ণ। কতবার করিলি পামর!
বাকি এই বার।
অভিমানি! আত্মগ্লানি নাহি হয় মনে?
কেমনে বা উচ্চমুখে মণ্ডুকের প্রায়,

বীর গর্ব্ব করিস্ প্রকাশ ?
কেমনে ও কলঙ্কিত কলুষিত মুখ,
দেখাস্ স্বদেশে গিয়ে আত্মীয় মাঝারে ?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোরে।

গীত

শত ধিক্ শত ধিক্ আজি তোরে।
বৃথা আর, অহঙ্কার,—
কতবার দুরাচার বধিলি তুই মোরে ॥
কি সাধ্য আছে যে তোর বধিবি তুই মোরে,
বামনের আশা যেমন শশী ধরিবারে,
(শোন্ রে পাষণ্ড)
লঙ্ঘিতে কি পারে পঙ্গু তুঙ্গ শৃঙ্গধরে ॥
কেমনে ও মুখ পাপী দেখাবি সমাজে,
নির্লজ্জ লজ্জা কি রে হয় না মনমাঝে,
(পালা রে নির্লজ্জ)
বিষ-হীন ভুজঙ্গ যেমন পলায় বিবরে ॥

জরা। জ্বালালি বালক! তুই বাক্যের ফুৎকারে,—
প্রচণ্ড এই ক্রোধ-বহ্নি হৃদয়ে আমার।
আয়, তবে তৃণাহুতি হবি রে অবোধ!
তোরে বিদগ্ধিয়া, শুধু না নিভিবে জ্বালা,
এ জ্বালায় দাউ দাউ করি জ্বলিবে মথুরা-পুরী।
অযাদব হইবে মেদিনী।
আয় রণে হ অগ্রসর।

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

অন্যপথে সভয়ে অস্থিরভাবে

সেনাপতির প্রবেশ

সেনা। কোথা যাই? কোথা যাই? কোথায় পলাই?
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সেই দিকে, ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ঙ্কর,—
শমন-কিঙ্কর দল নাচিছে উল্লাসে।
অগণন ভূতগণ মস্তক-বিহীন,
ঘুরিছে, পতিত যত সৈন্য-ঠাট-মাঝে।
কিবা বিসদৃশ দৃশ্য হেরি বিশ্বমাঝে।
ও কি—
পশিছে শ্রবণে ঐ, চক্রের ঘূর্ণন-ধ্বনি,
আসে বুঝি পুনঃ হেথা কৃষ্ণ চক্রপাণি।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! করি প্রণিপাত,
রক্ষা কর দুর্ব্বলে শ্রীনাথ!
চক্রাঘাত না করিও শিরে,
ফিরে যাব স্বদেশে আমার।
কৈ? কোথা কৃষ্ণ? কোথা চক্র তার?
এ যে নক্রপূর্ণ জলধি সম্মুখে।
অনন্ত কল্লোল ঐ উঠিছে আকাশে,
ত্রাসে কাঁপে দেব-দল যত।
গ্রাস করিবারে ঐ আসে গ্রহকুল।
প্রতিকূল বিধি আজি মম।
একি! একি! দেখিতে দেখিতে,

বিষম বাড়বানল ভীষণ গর্জ্জনে,
উঠিল বিমান-পথে সংসার দহিতে।
লক্ লক্ শিখা ঐ বেড়িল আমায়,
জ্ব'লে গেল, পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ এবার,
পালাই পালাই, কোথায় পালাই ?
অগ্নি-শূন্য স্থান কোথা পাই ?

(পলায়নোদ্যোগ এবং সহসা কৃষ্ণের প্রবেশ ও চক্রাঘাতে সেনাপতিকে ভূমিতে পাতন)

কৃষ্ণ। গেল আজি মগধের মুখ্য সেনাপতি।
পড়িয়াছে রাম-করে অন্য সৈন্যদল।
বাকীমাত্র জরাপুত্র গর্ব্বের আধার।
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পাপী পাইল উদ্ধার।

জরাসন্ধকে বন্ধনপূর্ব্বক বলরামের প্রবেশ

বল। ভাই কৃষ্ণ! পলায়িত,—তথাপি গর্ব্বিত—মগধপতিকে এই বন্ধন ক'রে এনেছি। এখন কি করা কর্ত্তব্য বল ?

কৃষ্ণ। (বিদ্রূপভাবে) দাদা! ক'রেছেন কি ? উনি যে একজন পৃথিবীর প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্, এবং জগতের অজেয় মনে ক'রে সতত স্পর্দ্ধিত। ওঁকে কি, হীনবল গোপশিশু আমরা, বন্ধন ক'রতে পারি ?

জরা। (অবনতমুখে স্বগতঃ) ওঃ! কি শ্লেষ-বাক্য! কর্ণকুহর রুদ্ধ হও।

বল। (ব্যঙ্গভাবে) এঁর পরাক্রম কি কম ? ইনি আবার বিনা দোষে আপন পুত্রকে কারারুদ্ধ ক'রেছেন, নিজের কন্যাকেও আবার সঙ্গে ক'রে যুদ্ধে আনা হয়, কুলগৌরবও কি নিতান্ত

অল্প? এই সপ্তদশবার ক্ষুদ্র গোপ-শিশুর রণে পৃষ্ঠভঙ্গদান, বীরত্বও অসীম। তা ভাই! আমরা যখন হীনবীর্য্য হ'য়েও, এমন বীর্য্যবান্ বীরপুরুষকে বন্দী ক'র্‌তে পেরেছি, তখন আমাদেরও এ একটা পরম শ্লাঘার বিষয়। কৃষ্ণ! আমার বোধ হয়, মগধরাজ কৃপা ক'রেই আমাদের বন্দীত্ব স্বীকার ক'রেছেন।

জরা। (স্বগতঃ) ওঃ অসহ্য! এ বাক্য যেন তীক্ষ্ণ শেল-সম।

কৃষ্ণ। (ব্যঙ্গভাবে) দাদা! এখন মগধরাজের বন্ধন মোচন ক'রে দিন্, ওঁর বড় অপমান হ'চ্ছে। ঐ দেখুন, মগধেশ্বরের গর্ব্বিত বদনের দিকে একবার চেয়ে দেখুন; যার বদন হ'তে নিয়ত গর্ব্ববাক্য বর্ষণ ব্যতীত অন্য বাক্য বহির্গত হয় নি, তিনি এখন অবনতমুখে, নির্ব্বিকার ভুজঙ্গের মত বন্ধন-যাতনা ভোগ ক'র্‌ছেন।

জরা। (স্বগতঃ) প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা।

বল। (জরাসন্ধকে মোচনপূর্ব্বক) গর্ব্বিত বর্ব্বর! এই তোকে বন্ধন হ'তে মুক্ত ক'র্‌লেম।

কৃষ্ণ। যাহ চলি অভিমানি! আপনার দেশে।
সাজি পুনঃ সসৈন্যেতে কর আগমন।
ধরিত্রীর পাপ-ভার করিব হরণ।
চল দাদা! কার্য্যান্তরে যাই।

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রস্থান)

জরা। ওহো! এ হ'তে যে মৃত্যু ছিল ভাল।
এ যে জ্বালা বৃশ্চিক-দংশন।
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমানে,
মরিলাম অন্তরে পুড়িয়া।

আশৈশব গর্ব্বিত-বদনে,
উচ্চশিরে অভিমানভরে,
জগতের শ্রেষ্ঠ ব'লে ছিলাম সংসারে।
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরে,
না চাহিত ভয়ে মোর পানে ;
আজি হায় এ কি হ'ল !
দর্প, অভিমান, সবই মম হইল চূর্ণিত !
সামান্য শিশুর করে গেল বীর্য্য বল।
ছিঃ ছিঃ ! কি কহিবে সবে।
কেমনে দেখাব এই কলঙ্কিত মুখ ?
কাপুরুষ বলি সবে দিবে টিট্‌কারি।
মত্তকরি-শক্তি মম কোথা গেল আজি !
অটল এ দেহ-শৈল ভাঙ্গিল রে এবে।
ক্ষুদ্র লোষ্ট্রাঘাতে গিরি হইল বিচূর্ণ
পূর্ণ নাহি হ'ল মম প্রতিহিংসা-সাধ।
কি কহিবে অস্তি মোর স্নেহের লতিকা।
কত আশা বুকে বাঁধি র'য়েছে সে বসি,
ভাবিছে এবার হবে বাসনা পূরণ ;
আসিবেন পিতা মম প্রতিহিংসা সাধি !
কিন্তু হায় ! বাদী তাতে নির্দ্দয় বিধাতা।
রুদ্রতেজ হ'ল ব্যর্থ এতদিন পরে।
তবে, নাহি যাব রাজ্যে আর।
না পারিব ঘৃণিত বদন,
দেখাইতে মানব-সমাজে।

শূন্যপ্রাণে যাই চলি কানন-মাঝারে।
অথবা লুকাই গিয়ে পর্ব্বত-গুহায়।
জরাসন্ধ নাম আর না শুনিবে কাণে।
নিভে গেছে জীবনের আলো,
নাহি আর উদ্যম উৎসাহ,
শত তন্ত্রী হৃদয়ের ছিন্নভিন্ন প্রায়,
প্রাণ কেন রহিল এখনও ?
তুচ্ছ প্রাণ হও বহির্গত।
এস মৃত্যু আলিঙ্গন করি।

গীত

যা রে ছার প্রাণ, হ'য়ে অবসান, এ দেহে রবি আর কি সুখে।
গেছে সব মান, গেছে অভিমান, মম সম ভবে দুখী কে ॥
যার তাপে কাঁপে সংসারে সকলে,
যার ভয়ে কাঁপে বাসুকী পাতালে,
তারে বধে আজি ব্রজের রাখালে,—
ভুজঙ্গে জিনিল মূষিকে ॥
ছিঃ ছিঃ মনে হয়, ঘৃণার উদয়, অঙ্গ জ্ব'লে যায়, কি করি উপায়,
পশিব গহনে, কিম্বা রে দহনে, নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ,
নিতান্ত বিধাতা হ'য়েছে রে বাম,
নতুবা কি হয় হেন পরিণাম,
কি মুখে আর যাব নিজ ধাম,—
হাসিবে বৈরঙ্গ পুলকে ॥

বিদূষকের প্রবেশ

বিদু। (দূর হ'তে স্বগতঃ) ঐ যে, মহারাজ শিংভাঙ্গা বলদটার মত মুখখানি নীচু ক'রে, একলাটী দাঁড়িয়ে আছেন। এবার

বেশ শিক্ষা হ'য়েছে। একেবারে হাতে দড়ি, আর বাড়াবাড়ি ক'র্‌বার যোটী ছিল না। তাড়াতাড়ি আগু থেকে যেই পিট্‌টান মেরেছিলেম, তাই ত রক্ষা; নইলে ত এতক্ষণ এখানে কুপো গড়াগড়ি দিতে হ'ত। একবার বাবা, যে নাকাল্‌টা হওয়া গিয়েছিল, সেই হ'তে আর যুদ্ধের কাছেও ঘেঁষিনে। দূর হ'তে মজা মারি। যা শত্রু পরে পরে; থাক্, এখন মহারাজের নিকটে যাওয়া যাক্। (কাছে গিয়ে প্রকাশ্যে) মহারাজ! মহারাজ!

জরা। বয়স্য! আর কেন মোরে, রাজ সম্বোধন?
প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে যাদব।
বয়স্য! বয়স্য! এ হ'তে আর কি আছে কলঙ্ক?

বিদূ। মহারাজ! এ আর কলঙ্ক কি? সময় বুঝে নরম গরম সকলকেই হ'তে হয়। ছলে বলে কার্য্যসিদ্ধি হ'লেই হ'ল। আবার যখন ফাঁক পাবেন, তখন আবার সেই ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌বেন। অতএব এর জন্য আর সন্তাপ কি? চলুন, এখন মগধে যাই। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করা যাক্ গে।

জরা। বয়স্য। আর নাই সে আশা আমার,
কোথা পাব সৈন্যদল, যা ছিল সম্বল,
জীবন-মরণ সাথী মহারথিগণ,
একে একে আমা তরে সবে,—
প্রাণপণে করিয়া সমর,
শুইয়াছে রণক্ষেত্রে অনন্ত-শয়নে।
হায়, হায়! আমা লাগি বীরশূন্য হইল মগধ!

ওহো! সেনাপতি! সেনাপতি!
সকলেই গেলে চ'লে ত্যজিয়ে আমায়?
এ বিশ্বসংসারে আজি নিঃসহায় আমি।
ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত,—ছিন্নভিন্ন বনমাঝে,
বজ্রাহত মহীরুহ মত,
একা আমি রহিনু জীবিত।
তবে আর বৃথা কেন জীবনে প্রয়াস,
যাই পুনঃ একেশ্বর করি গে সংগ্রাম।
প্রাণ নিব, কিংবা দিব এই পণ মম।
হর হর বম্ বম্ রবে,
শূলী শম্ভুসম বেগে নিক্ষেপিব শূল।
মহামন্ত্রে গঠিত পঠিত, গরলের ফলকা—
ফলকে, ঝকি দামিনী ঝলক,—
মুহূর্ত্তে পোড়াবে দুই দুরন্ত বালক।
বিশ্ব-ধ্বংসী শক্তিশেলে মথুরানগরী,
সপ্ততলে পাঠাইব যাদব-সহিতে।
বংশে বাতি দিতে না রাখিব একটী বালক।
নতুবা এ ঘৃণিত জীবন, অরাতির পরিত্যক্ত,—
কলঙ্ক-পূরিত,—বিষম বৃশ্চিক-দষ্ট, নিকৃষ্ট জীবন,
ভীষণ আহবে আজি দিব বিসর্জ্জন।

বিদূ। (স্বগতঃ) তাতে আমার বড় একটা অসাধও নাই, তবে কি না উদরদেবের কিঞ্চিৎ লোকসান আছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ বয়স্যের কথা রাখুন। ও সব কল্পনা পরিত্যাগ ক'রে, এখন মগধে চলুন। আবার নূতন নূতন সৈন্য সংগ্রহ

করুন। শেষে এসে যদুবংশ ধ্বংস করুন। যদিও আপনি মনে ক'র্‌লে, একাকীই সমস্ত যাদব নাশ ক'র্‌তে পারেন, তথাপি এখন সেটা ক'র্‌বেন না; কারণ, আপনি এখন মৃতসৈন্য-গণের শোকে নিতান্ত অস্থির; এ অবস্থায় কি মতি স্থির ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বেন? আপনাকে আর এ সব বিষয় আমি অধিক কি বুঝাব, আপনি একজন পরম জ্ঞানবান্‌, বুদ্ধিমান্‌; অতএব আর বিলম্ব না ক'রে চলুন, এখন স্বদেশে যাই।

(জরাসন্ধের হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান)

কৃষ্ণ ও বলরামের পুনঃপ্রবেশ

কৃষ্ণ। এইবার মগধরাজের দর্পচূর্ণ হ'য়েছে।

বল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, পাপাত্মাকে একেবারে বিনাশ ক'রে ফেলি।

কৃষ্ণ। মগধরাজকে বিনাশ না কর্‌বার কারণ ছিল; ভবিষ্যতে মগধরাজ দ্বারা, আমার কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'র্‌তে হবে এবং মগধেশ্বর, মধ্যম-পাণ্ডব বৃকোদরের করেই বিনষ্ট হবে। এই সব কারণেই দুরাত্মাকে বধ করি নাই। কিন্তু দাদা! আমাদের আর এখন মথুরায় বাস করা উচিত নয়; কারণ, জরা-পুত্র যতদিন জীবিত থাক্‌বে, ততদিন কিছুতেই মথুরা-আক্রমণে নিরস্ত হবে না, অথচ ওকে বধ করাও হবে না; কেবল বৃথা আমাদের সৈন্যক্ষয় করা হবে। সেই জন্য আমি ইচ্ছা ক'রেছি যে, সমুদ্রমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ ক'রে, সেখানে গিয়ে সকলে বাস করি। এতে আপনার কি মত?

বল। ভাই! তোমার যাতে মত, আমারও তাতে মত; এখন চল, বিশ্রাম-ভবনে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম অঙ্ক

[বৃন্দাবন-কুঞ্জ]

বৃন্দা ও রাধিকার প্রবেশ

রাধা। কৈ সখি! এ যে শূন্য কুঞ্জ, এখানে ত আমার নিকুঞ্জ-বিহারী নাই, তবে আমায় এখানে নিয়ে এলি কেন?

বৃন্দা। যেখানে যাই, সেখানেই ত ঐ কথা বল, তবে আর যাব কোথা?

রাধা। চল যাই যমুনা-পুলিনে।

বৃন্দা। সেথা কি পাইবি রাধে! সে নীলবরণে?

রাধা। তবে চল তমালের তলে!

বৃন্দা। পাগলিনি! পাবি কি লো পীতবাসে তমালের মূলে?

রাধা। তবে, চল যাই গোঠপানে।

বৃন্দা। নাই সে রাখালরাজ আর ত সেখানে।

রাধা। (পাগলের ন্যায়)

দেখ্ দেখ্ দেখ্ ওই আকাশের কোলে,
পীত-ধড়া-পরা মোর শ্যামচাঁদ দোলে।
কেমনে ধরিব সখি কয় লো উপায়,
যেতে যেতে যদি কালা লুকাইয়া যায়।

বৃন্দা। কৈ রাধে! নীলাকাশে শোভে নীলকায়,
হের ও যে বায়ুভরে মেঘ উড়ে যায়।
পীত-ধড়া ব'লে যারে হেরিছ নয়নে,
চেয়ে দেখ, সৌদামিনী খেলে নবঘনে।

গীত

ওলো, কই কই রাধে নীলকায়।
গগনের কোলে দোলে,
ও ত নীলকায় নয়, নীলকায়প্রায়, নীলাম্বরে নীল-নীরদ ধায়॥
পীতধড়া-বেড়া কোথা বিনোদিনি,
চেয়ে দেখ, ও যে শোভে সৌদামিনী,
দৃষ্টিভ্রম তোর কেন হ'ল ধনি, এত ভ্রম কভু ভাল ত নয়॥
কালার লাগিয়ে হ'লি দিশেহারা কাঙ্গালিনী রাই পাগলিনী-পারা,
(দেখে বুক ফেটে যায় তোর এই ধারা)
তুই বিনে মোদের আর ত কেউ নাই,
ভয়, বুঝি তোরে হারাই হারাই,
সেই কাঞ্চন-বরণ, কেন তোর গো নাই, বিরহে মলিন কোমল কায়॥

রাধা। দেখ সখি! চাতকিনী ধায় কেন নীরদের পাশে?
বৃন্দা। বারিপানে তৃষা দূর করিবার আশে।
রাধা। হিংসা বাড়ে চাতকিনী হেরে।
আহা! ওরা কেমন পিয়াসা মিটায়,
আমি মরি প্রাণের তৃষায়।
ওগো চাতকিনি! অত গরবিনী,
হ'য়েছ লো কেন বল শুনি?

আমি(ও) একদিন, কাটিয়েছি দিন,—
পেয়ে কাছে শ্যাম গুণমণি ॥
সেদিন গিয়েছে, সে সুখ ভেঙ্গেছে,
সে আলো নিভেছে মম।
এবে বিষাদিনী, শ্যাম-কাঙ্গালিনী,
ফিরি পাগলিনী সম ॥
যা রে মেঘ দূরে, (এই) বৃন্দাবনপুরে,
উদয় হ'য়ো না আর।
তব রূপ হেরি, প্রাণকান্তে স্মরি,
দহে প্রাণ অনিবার ॥
তব বরিষণ, করি দরশন,
ঝরে আঁখি শতধার।
চপলা-চমকে, হৃদয় চমকে,
দেখিতে না পারি আর ॥
আয় বৃন্দে ! আয়, রব না হেথায়,
ঝাঁপ দি গে যমুনার জলে।
মরিব মরিব, কার আশে রব,
যাবে জ্বালা জীবন ত্যজিলে ॥

বৃন্দা। গীত

ভুলে যা, ভুলে যা, ভুলে যা কিশোরি।
কেন ম'র্‌বি ধনি, (কালার বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে)
ভেবে পাগলিনী বুঝি হবি লো প্যারি ॥

রাধা। বৃন্দে! যথার্থ-ই আমি পাগল হ'য়েছি।

বৃন্দা।— গীত

কালার প্রেমের ফাঁদে, পড়িলি বল্ কেন রাধে,
ভাসিলি যে বিষম বিষাদে,
(কেন ভজিলি তারে) (রাধে)
বিষ পান করিলি সাধে সাধে ॥

রাধা। বৃন্দে! তবে কি আর আমার শ্যামচাঁদ ব্রজে আস্‌বেন না?

বৃন্দা।— গীত

নিঠুর সে বাঁকাশ্যাম, আস্‌বে না আর ব্রজধাম,
ক'রে চতুরালী বনমালী গেছে মথুরাধাম,
আর কৃষ্ণনাম করিস্‌নে রাধে ॥
(প্রাণের জ্বালা যাবে গো)

রাধা। কৃষ্ণ-নাম বিনে যে, আর কোন নাম মুখে আসে না বৃন্দে!

বৃন্দা।— গীত

শুনিয়ে বাঁশরী তান, ত্যজিলি রাই কুল-মান
ভজিলি সেই নন্দের দুলালে। (রাধে গো)
(ব্রজে কলঙ্কিনী-নাম কিনিলি)
সুধাপান অভিলাষে, ধাইলি শশীর পাশে,
সুধা তব না মিলিল ভালে। (রাধে গো)
(শশী লুকাল যেন নবঘনে)

রাধা। বল্ দেখি বৃন্দে! সেই নীলমণির মনে একবারও কি, এই হতভাগিনীর কথা উদয় হয় না?

বৃন্দা।— গীত

শুন ওগো বিনোদিনি, রাজা এখন সে নীলমণি,
জুটেছে তার ভাল রাজরাণী,
বাঁকা কালশশী, সুরূপসী, কুবুজা পেয়েছে সারী ॥

রাধা।— গীত

কেমনে ভুলিব তারে, আমি ভুলিতে না পারি সখি।
সেই কালরূপ অপরূপ, আমার ম'জেছে সেই রূপে আঁখি॥
ভুলিব ভাবিলে সই রে,
ভুলার কথা ভুলে যাই রে,
ভেবে কূল আর নাহি পাই রে, ভাসি আঁখি-নীরে,
সেই কৃষ্ণনাম অবিরাম, করে আমার প্রাণপাখী॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি, কালরূপ সেদিকে দেখি,
নয়ন মুদিলে সখী, কালরূপ নিরখি,
(আমার) অন্তরে বাহিরে কাল, বল্ গো বৃন্দে করি বা কি॥

বৃন্দা। শ্রীমতি! একটু শান্ত হও, দিবানিশি আর অমন ক'রে কেঁদো না। কেঁদে কেঁদে যে অন্ধ হ'য়ে যাবি।

রাধা। বৃন্দে! কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে যাব ব'ল্‌ছ, অন্ধ হওয়াই যে আমার উচিত বৃন্দে! এ নয়নে আর যখন সে মোহনরূপ দেখ্‌তে পাব না, তখন আর এ দৃষ্টিশক্তিতে ফল কি সখি? আমায় কাঁদ্‌তে নিষেধ ক'র না, কাঁদাই আমার সুখ, কাঁদাই আমার শান্তি; যতক্ষণ জীবন-ভার বহন ক'র্‌তে হবে, ততক্ষণ কেবল কেঁদে কেঁদেই কাটাব। প্রাণসখি! প্রাণ-পাখী যখন এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে উড়ে গেছে, তখন আর এ শূন্য পিঞ্জর কেন প'ড়ে রইল? এক একবার ম'র্‌তে সাধ হয়, কিন্তু আবার কি জানি, কোন্ দুরাশার আশায় এ পাপ-প্রাণের মায়া ছাড়্‌তে পারি নে। সখি রে! শ্যাম-বিরহে যে এত কষ্ট, তাতো আগে কখনও জান্‌তে পাই নাই। বৃন্দে! আগে যদি জান্‌তে পেতেম, তা হ'লে কি আর তেমন ক'রে শ্যামকে অত লাঞ্ছনা দিতেম? বৃন্দে! আজ আমার এক এক ক'রে সকল কথাই

মনে প'ড়্‌ছে, আর অনুতাপে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। হায়! আমি কতদিন অভিমানভরে তাঁকে কত কাঁদিয়েছি; আমার পদে ধ'রে কত সাধনা ক'রেও আমার সেই দুর্জ্জয় অভিমান ভঞ্জন ক'র্‌তে পারেন নাই। কতদিন আমি নিষ্ঠুরার মত শ্যামকে ব'লেছি যে, তুমি আমার কুঞ্জে আর এস না। আহা বৃন্দে! শ্যাম আমার সেই নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ ক'রে, কাঁদতে কাঁদ্‌তে,—"রাধে! তবে যাই? প্রাণময়ি! তবে যাই?" ব'লে এক এক পা গিয়েছে, আর ছল্ ছল্ চ'খে আমার দিকে ফিরে ফিরে চেয়েছে। আমি মহাপাপিনী, পরিণামে আমার এইরূপ দুর্গতি ভোগ কর্‌তে হবে ব'লেই, তখন আমার সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'য়েছিল। বৃন্দে! লোকে রত্ন পেলে কত যত্ন ক'রে রক্ষা করে, আমি আমার নীলকান্তমণিকে হাতে পেয়েও অনাদরে ফেলে দিয়েছি।

বৃন্দা। বিনোদিনি! সবই জানি, সবই স্বচক্ষে দেখেছি; কিন্তু কি ক'র্‌বি বল, এখন ত আর সে অনুতাপে কোনও লাভ নাই, কেবল সন্তাপ বৃদ্ধি হবে মাত্র। তোর দিন দিন যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে যে আর অধিক দিন তোকে ধরাধামে দেখ্‌তে পাব, তা বোধ হয় না। আহা! সে রূপ নাই। কৃষ্ণপক্ষের শশি-কলার ন্যায়, যেন দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্ছে।

রাধা। বৃন্দে! সবাই বলে, রাই পাগল হ'য়েছে। বৃন্দে! আমার অদৃষ্টে কি এত কষ্টও ছিল যে, অবশেষে পাগলিনীও হ'তে হ'ল। হায়! আমি জাতি-কুল-মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে, ব্রজপুরে কলঙ্কিনী নাম ধ'রেছি, এতদিনে আবার পাগলিনীও হ'লেম? বৃন্দে! আমায় বিষ দে, আমি বিষ খেয়ে ম'র্‌ব।

তুই যদি আমার ব্যথার ব্যথী হ'স্ তবে আমাকে বিষ এনে দে। ওঃ আমি পাগল! (রোদন)

বৃন্দা। বিষাদিনি! বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে ব'ল্‌ছ; কিন্তু তাতে ত তোর মৃত্যু হবে না। তোর হৃদয়মধ্যে অহরহঃ যে বিরহবিষ সঞ্চারিত হ'চ্ছে, সেই বিষের সঙ্গে, বৃশ্চিক-বিষ মিশ্রিত হ'লেই অমৃত হ'য়ে উঠ্‌বে। বিষে বিষে যে অমৃত হয়, তা কি তুই জানিস্ নে?

রাধা। তবে আমায় অনল জ্বেলে দে।

বৃন্দা। তাতেও ত কোন ফল হবে না। যে চিন্তানলে দিবানিশি দগ্ধ হ'চ্ছিস্, তাতে যখন বেঁচে আছিস্, তখন কি আর এই সামান্য চিতানলে তোর প্রাণ যাবে?

রাধা। তবে কি আমার মরণ নাই বৃন্দে? জীবন ভ'রেই কি এইরূপ দুঃসহ যাতনা ভোগ ক'র্‌তে হবে? হা হৃদয়বন্ধু! হা রাধিকার জীবন-সর্ব্বস্ব! একবার দেখা দাও। ব্রজের জীবন! ব্রজে এস, বিরহিণী ব্রজবালাকে আর বিরহ-সাগরে ভাসিও না। কৃষ্ণ! প্রাণকান্ত! এই কাঙ্গালিনী কমলিনীর কষ্টে কি তোমার আর কষ্ট হয় না? এ কুঞ্জকাননের কথা কি আর কল্পনাও কর না? কালিন্দীর কুলকুল-তানের কথা মনে হ'লে কি, তোমার কঠিন প্রাণ কেঁদে উঠে না? কলঙ্কভঞ্জন হরি! যার কলঙ্কভঞ্জন কর্‌বার জন্য কত কষ্ট পেয়েছিলে; কুটিলার কালা মুখের কটুকথা হ'তে কাটাবার জন্য, কুঞ্জবনে স্বয়ং কৃষ্ণকালী হ'য়ে, যার মনঃকষ্ট দূর ক'রেছিলে; আজ তুমি কোথায়? কুঞ্জবিহারি! একদিন কুঞ্জকুটীরে তোমার কোমল কর-পল্লবে, আমার মুখ-খানি ধ'রে, কথায় কথায় ব'লেছিলে নয় যে, কমলিনি!

এ কৃষ্ণ-সরোবরে তুমিই একমাত্র কমলিনী! এ কৃষ্ণ-কমলে কখনও পৃথক হবে না। কৈ কৃষ্ণ! সে কথার ত কোন কায ক'র্‌লে না। কালিয়বারি! কালীদহে কালীয় দমন ক'রে রাখালদের প্রাণরক্ষা ক'রেছিলে, কিন্তু এ কলঙ্কিনীর কালী কি দমন ক'র্‌বে না? তা যদি না কর, তবে এক কর্ম্ম ক'র আমি যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব, তখন তোমা ঐ কালবরণ কালরূপখানি যেন একবার দেখ্‌তে পাই, তাহ'লে আর আমাকে কাল-কিঙ্করে করে করে বন্ধন ক'রে, কষ্ট প্রদা ক'র্‌তে পার্‌বে না। কৃষ্ণ হে! কাঙ্গালিনীর এই কথাটি রক্ষ ক'র।

বৃন্দা। কমলিনি! একটু ধৈর্য্য ধর, এত অধীর হ'য়ো না। তুমি যদি দিনরাত অমনধারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ্‌বে, তা হ'লে লোকে কি ব'ল্‌বে বল দেখি? একে শ্যাম-শোকে পাগল, তাতে যদি আবার লোকে গঞ্জনা দেয়, তা হ'লে যে আরও কষ্ট হবে।

রাধা। বৃন্দে! তুই আজ আমায় বড় দুঃখের সময় হাসালি। তুই আমাকে, লোক-গঞ্জনার ভয় দেখাচ্ছিস্‌; লোক-গঞ্জনার ভয় কি আর আমার আছে? লোকের কথায় আমার কিছু হবে না; পাগলিনীর আবার লোক-লজ্জা কি?

বৃন্দা। (স্বগতঃ) না, রাইকে আর কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পা'র্‌লেম না। শুনেছিলেম, বিরহই প্রণয়ের সুখ, হরি! হরি! এই যদি সুখ, তবে দুঃখ আর কাকে বলে? হা নিষ্ঠুর কৃষ্ণ! তুমি এমন ক'রেও সরল-প্রাণে ব্যথা দিলে? তুমি যে এত কপট, এত চতুর, তা একদিনও বুঝ্‌তে পারি নাই। তোমার ছলনায়

ভুলে, আজ ব্রজের ললনাকুল, বিষম অকুল-সাগরে ভাস্‌ছে! মৃগ-ধরা ফাঁদে মৃগ প’ড়্‌লে, ব্যাধ যেমন দূর হ’তে সেই মৃগের যন্ত্রণা দেখে আনন্দিত হয়, তুমিও তেমনি—তোমার প্রেমের ফাঁদে গোপিনীরূপ মৃগীগণকে আবদ্ধ ক’রে, এখন দূর থেকে, বেশ রঙ্গ দেখ্‌ছ। বলি, এই কি তোমার উচিত? ব্রজেশ্বর! তুমি এইরূপ ক’র্‌বে ব’লেই কি, যখন অক্রূর-রথে মথুরায় গমন কর, তখন সেই রথচক্রনিষ্পেষিতা ছিন্ন-লতা-সম ভূপতিতা রাধাকে, আবার আস্‌ব ব’লে আশ্বাস দিয়েছিলে? হা নির্দ্দয়! আশা দিয়ে কি এইরূপে নিরাশ ক’র্‌তে হয়? প্রেম! কে বলে তুই স্বর্গের জিনিস?—তুই বিষম নরক। কে বলে তুই নন্দন-কানন?—তুই ভীষণ মরুভূমি। তুই যার হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিস্‌, তাকে একেবারে পথের কাঙ্গাল না ক’রে, ক্ষ্যান্ত হ’স্‌নে। কে বলে তুই সুধা?—তুই বিষম হলাহল। তোর কুহকে প’ড়্‌লে, লোকে কুল, মান, ঘৃণা, লজ্জা, এ সবই বিসর্জ্জন দেয়। কত জীবন-কুসুম তোর আঘাতে, অকালে হৃদয়-বৃন্তচ্যুত হ’য়ে যাচ্ছে। তুই মরীচিকা; তাই লোকে তোকে সুখের সরোবর মনে ক’রে, তোর দিকে ধাবিত হয়। তোর অসাধ্য কিছুই নাই। তোর সংস্পর্শে, কত হৃদয়-সরোবর শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হ’চ্ছে; কত জীবন-তরণী তোরই জন্য, চিরদিনের মত হতাশা-সাগরে নিমজ্জিত হ’চ্ছে; তোরই জন্য আজ আমরা, এমন সোণার কমল রাইকে হারাতে ব’সেছি।

রাধা। বৃন্দে! এতক্ষণ ভেবে কি কোন উপায় ক’র্‌তে পার্‌লি?”

বৃন্দা। শ্রীমতি! যদি কোনও উপায়ই থাক্‌তো, তা হ’লে এতক্ষণ কি তোর কথার অপেক্ষা ক’র্‌তেম? না তোর এই শেষ-দশা

ব'সে ব'সে দেখ্‌তেম? তা হ'লে এতক্ষণ তোর প্রাণকান্তকে এনে, তোর মনপ্রাণ শীতল ক'রে দিতেম, কিন্তু—

রাধা। আর কিন্তু কেন বৃন্দে! আমি বুঝেছি, সব বুঝেছি, আর আমার উপায় নাই। বৃন্দে! আর তোদের উপায় চিন্তা ক'র্‌তেও হবে না; আজ আমি নিজের উপায় নিজেই ক'র্‌ব, এ সদুপায় ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই। সখী রে! আমার একটি প্রার্থনা, আমার এ উপায়ে কোন বাধা দিও না। রাধার আজ শেষ দিন। তবে মনে বড় আশা ছিল যে, একবার—শুধু একবার, জন্মের মত শুধু একবার, সেই নবীনমেঘখানিকে দেখে, আর তার সেই রাধানাম-সাধা বাঁশীর রব শুনে, আর তার সেই সচন্দন তুলসী-শোভিত চরণখানি হৃদয়ে ধারণ ক'রে, এ প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ব। কিন্তু তা হ'ল না, আমার সে আশা পূর্‌ল না; তাই আজ চ'ল্লেম, আজ জন্মের মত ব্রজ ছেড়ে, তোদের ছেড়ে চ'ল্লেম, আমার এ যাত্রার লীলা-খেলা যা হবার, তা আজ হ'তে শেষ হ'ল। বৃন্দে! যদি কখনও তোদের সেই বৃন্দাবন-চাঁদ বৃন্দাবনে আসেন, তবে তাকে এই কণ্ঠহার ছড়া প্রদান করিস্‌, তিনি যেন দুখিনীর এই অন্তিম-প্রার্থনাটি রক্ষা করেন। আর একটি কায করিস্‌।—

গীত

মরিলে ভাসিয়ে দিও যমুনার জলে।
সেই কাল জলে, কালার রূপ জ্বলে,
আমি সেই শ্যামরূপেতে যাব মিলে ॥
চন্দনে তুলসী মাখি, (আমার) সর্ব্ব অঙ্গে দিও সখি
আর সেই কৃষ্ণনাম (অঙ্গে দিও লিখি,)
আমার শমন-শঙ্কা যাবে চ'লে ॥

আরও একটি কথা রাখিস্,   আমার কর্ণমূলে কৃষ্ণ বলিস্,

দেখিস্ ভুলিস্‌নে (আমার মরণ দেখে)

তোদের ভার যাবে এই রাধা ম'লে ॥

(বৃন্দার কোলের উপর মূর্চ্ছা)

বৃন্দা।— গীত

শ্যাম-সোহাগী রাধা, রাধা কেন এমন হ'লো গো।

কাঞ্চন-লতিকা ধনী ধূলায় ঢ'লি প'ড়্‌ল গো॥ (ভূমিতলে রক্ষা)

রাধা-চাঁদ বুঝি আজ অস্তে গেল,

ব্রজ আঁধার ক'রে চাঁদ ডুবিল রে,

নাহি পূরল তব পিয়ার পিয়াসা,

মরমে মিশিয়ে গেল মরমের আশা,

দেখা যায় না তোর এ বিষম দশা,

রাধে, এই দশা কি দশম-দশা রে ॥

(বিশাখাকে আসিতে দেখিয়া)

দেখে যা বিশাখা এসে,—রাই বুঝি মরে, বুঝি মরে, বুঝি মরে,

বিনোদিনী ব'লে আর সুধাবি লো কারে।

পাখী উড়ে গেল (সাধের পাখী)   (ঐ দেখ্, কৃষ্ণ-বুলি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে)

(সাধের পিঞ্জর শূন্য করি)   (সোনার পিঞ্জর প'ড়ে রইল) ॥

শ্যামা সখীর প্রবেশ

শ্যামা। বৃন্দে! বৃন্দে! রাই আমাদের কেন সহসা এমন হ'য়ে প'ড়্‌ল?

বৃন্দা।— গীত

বিরহানল দাহনে, দহিল রাধা-জীবনে,

না পাইল শ্যাম-দরশন (অভাগিনী)।

শ্যামা। রাই! রাই! একবার কথা ক; এই দেখ্ তোর শ্যামা সখী এসে, তোকে কত ডাক্‌ছে, একবার কথা ক।

বৃন্দা।— গীত

নবঘন বারি-আশে, চাতকিনী ধাওল,
বিষম বজর তার হিয়াতে বাজিল, (হায় গো)
(ধনী জ্বালায় জ্বালায় জ্ব'লে ম'লো গো (শ্যামের বিচ্ছেদ-জ্বালায়)
(কেন ম'জেছিলি রাই) (কৃষ্ণ-প্রেমে) ।

বিশাখা। বৃন্দে! এতদিনে বুঝি আমাদের রাধা-সঙ্গ সাঙ্গ হ'ল।

বৃন্দা।— গীত

রাধা-সঙ্গ হ'ল সাঙ্গ,
মোরা আর ত ফিরে পাব না রাই।
আর কি রাধিকার সনে, রাধিকা-রমণে, দরশনে আঁখি জুড়াইব।
(ওলো) তুই ত যত নাটের গুরু বিশাখা,
আমার রাই ত কিছু জান্‌ত না গো,
তোর ঐ শ্যামরূপ আঁকা, দেখিয়ে রাধিকা, ম'জেছিল বাঁকা-শ্যামে।

বিশাখা। কমলিনী! একবার উঠ্। একবার তোর মুখের শেষ কথাটী শুনি।

ত্যজ লো কিশোরী ভূতল-শয়ন,
সখী বলি মোরে কর সম্ভাষণ,
মুদে দু'নয়ন, ভুলে সখিজন, শূন্য করিলি রাধে বৃন্দাবন॥

বিশাখা। বৃন্দে! আমারই দোষ, আমিই রাধার এ মৃত্যুর কারণ। হায়, হায়! আমার জন্যই রাই আজ ব্রজপুরী অন্ধকার ক'রে চ'লে গেল বৃন্দে! আমি যে, আর এ প্রাণশূন্য প্রতিমা দেখ্‌তে পারিনে।

দৌড়িতে দৌড়িতে ললিতার প্রবেশ

ললিতা। (পথ হ'তে) ওগো ! ওগো ! আমি যে আর আনন্দ রাখ্‌তে পার্‌ছিনে, আমাদের কালাচাঁদ এসেছে। বিশাখা ! বিশাখা ! রাই কোথা ?

বিশাখা। ললিতে ! এতদিনে আমরা রাই-হারা হ'য়েছি। আমাদের সাধের চাঁদকে, আজ কাল-রাহুতে গ্রাস ক'রেছে। আমাদের আশ্রয়-তরণী, আজ কাল-সাগরে এ জন্মের মত ডুবে গেছে।

ললিতা। এঁ্যা, এঁ্যা, কি ব'লিস্ বিশাখা ? তোর কথা যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। আমি যে বড় সাধ ক'রে, রাইকে সুসমাচার দিতে এলেম। হায় ! হায় ! চাতকিনী এতদিন মেঘের আশায় থেকে, শেষে মেঘ উদয় হবার সময় প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে !

বিশাখা। ঐ দেখ ললিতে ! শ্রীমতীর সোণার অঙ্গ আজ ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর আমাদের কৃষ্ণে কায নাই।

ললিতা। (রাধাকে দেখিয়া) হায় ! হায় ! একটা কথাও শুন্‌তে পেলেম না, জন্মের মত রাধার শেষ কথাটিও শুন্‌তে পেলেম না। হায় বৃন্দে ! আমাদের কি হবে ?

বৃন্দা। আর কি হবে, যা হবার তা হ'য়েছে, এখন আয়, সকলে মিলে রাধার অঙ্গ যমুনার জলে ভাসিয়ে দিইগে, আর আমরাও— সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন দিইগে। রাই আমাদের একা থাক্‌তে পার্‌বে না ; রাই আমাদের জীবন-মরণের সাথী ব'লেই জান্‌ত, আয়, আমরা এখন তার সেই মরণের সাথী হইগে। আর শ্যাম যদি যথার্থ-ই এসে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে পথ

হ'তে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌গে যে, আর আস্‌তে হবে না। যার জন্যে তোমার আসা, তার আশার শেষ হ'য়েছে।

অদূরে উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। (স্বগতঃ)

একি, প্রাণ কেন কাঁপে কুঞ্জে প্রবেশিতে ?
কি যেন এক হতাশের ভীষণ তমসা,
গ্রাসিয়াছে এ কুঞ্জ-কানন।
কৃষ্ণ-বিরহের লক্ষণ সকল,
ফুটিয়াছে তরুপত্র কুসুম-স্তবকে।
যাই দেখি আদ্যাশক্তি রাধিকা কোথায়।
ধন্য হই সেই পদ করি দরশন।

(নিকটে আগমন)

ললি। এই যে, আমাদের রাই-মারা ফাঁদ কালাচাঁদ নিজেই এসে উপস্থিত হ'য়েছেন।

বৃন্দা। কৈ ললিতে ? ও ত আমাদের কৃষ্ণ নয় ; কৃষ্ণ হ'লে বঙ্কিম নয়ন থাকৃত, ত্রিভঙ্গিম ঠাম থাকৃত, বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্ন থাকৃত, এঁর ত সে সব চিহ্ন কিছুই নাই। আর কৃষ্ণ এলে, আমাদের এ শুষ্ক-হৃদয়ও প্রেমরসে পূর্ণ হ'ত। একে দেখে যে বাৎসল্যরসের উদয় হ'চ্ছে। আর কৃষ্ণ এলে, এই শুষ্ক কুঞ্জ আবার মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ত।

বিশা। তোমাকে আমাদের কালাচাঁদের ন্যায় দেখাচ্ছে, তুমি কে ?

উদ্ধব। আমি কৃষ্ণ-সখা উদ্ধব। শ্রীমতীকে কৃষ্ণ-সংবাদ প্রদান ক'রতে এখানে এসেছি ; আমাকে শ্রীমতীর কাছে নিয়ে চল।

বৃন্দা। আর শ্রীমতীকে কৃষ্ণ-সংবাদ দিতে হবে না, আর তার কাছেও যেতে হবে না। এখন ফিরে মথুরায় যাও, গিয়ে তোমাদের মথুরানাথকে ব'ল যে,—বৃন্দাবনে, বৃন্দা ব'লে এক মুখরা রমণী আছে, তাতেও যদি তোমাদের রাজা আমাকে চিন্‌তে না পারে, তা হ'লে ব'ল যে,—যে তোমাকে বৃন্দাবনে বিদেশিনী সাজিয়ে দিয়েছিল, সে এই কয়টি কথা ব'লে দিয়েছে যে,—যে তোমার জন্ম আপনার পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রেছিল; —যে তোমার পাদপদ্মে জীবন-যৌবন সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেছিল; —যে তোমার বংশীধ্বনি শুন্‌বার জন্য, যমুনার তীরে গিয়ে ব'সে থাক্‌ত; যে ধনী, কুঞ্জবনে অলির গুঞ্জনধ্বনি শুন্‌লে তোমারই পদের নূপুরধ্বনি মনে ক'রে উন্মাদিনী হ'য়ে উঠ্‌ত; শিখিপুচ্ছ দেখ্‌লে,—যে তোমারই চূড়ার শিখিপুচ্ছ মনে ক'রে, দৌড়ে গিয়ে ময়ূরের কাছে উপস্থিত হ'ত; আকাশে মেঘ উদয় হ'লে কৃষ্ণ-জ্ঞানে মেঘের কাছে ছুটে যাবার জন্য যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ত; সৌদামিনী দেখ্‌লে, তোমারই পীতধড়া ভেবে, পাগলিনীর ন্যায় হ'য়ে উঠ্‌ত;—যে তোমার নিদারুণ বিরহানলে দগ্ধ হ'য়ে, দাব-দগ্ধা হরিণীর ন্যায় দিশেহারা হ'য়ে কালযাপন ক'রত; সেই রাধা,—সেই সরলা শান্তিময়ী রাধা—সেই তোমার প্রেমের ভিখারিণী রাধা,—আজ তোমার কৃষ্ণ-নাম ক'রতে ক'রতে জন্মের মত সকল বাধা হ'তে অব্যাহতি লাভ ক'রেছে; আজ সেই কাঞ্চনবরণী কমলিনী, কুঞ্জবনে—তোমারই সাধের কুঞ্জবনে, তোমারই চরণস্পৃষ্ট ধূলিমধ্যে, তার সোণার অঙ্গ ঢেলে দিয়েছে; আর তোমার চিন্তা ক'রতে হবে না, লোক-দেখান ব্রজের মায়া; আর তোমাকে দেখাতে হবে

না ; এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে, কুব্জারাণীর সঙ্গে মথুরার রাজসিংহাসন আলো কর।

উদ্ধব। বৃন্দে! তোমার কথার ভাব যে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে।

বৃন্দা। আর কি বুঝ্‌বে, আমাদের রাই-চাঁদ আজ চিরদিনের মত অস্তমিত হ'য়েছে। ঐ দেখ, অভাগিনী সহকার-চ্যুত মাধবীর ন্যায় ভূমিতে প'ড়ে আছে।

উদ্ধব। (স্বগতঃ) তাইত! একি হ'ল, এ যে বিষম সমস্যা! কৃষ্ণ-বিরহে রাধার মৃত্যু, নিতান্ত অসম্ভব! যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া, তার কি মৃত্যু সম্ভব?—কখনই না। যাঁকে দর্শন ক'র্‌লে জীবের মৃত্যুভয় নিবারণ হয়, তাঁকে কি মৃত্যুতে স্পর্শ ক'রতে পারে? তবে বোধ হয় মহামায়া, মায়া-নিদ্রায় মোহিত হ'য়ে স্বপ্নযোগে মাধবসঙ্গে মিলিত হ'চ্ছেন ; দেখি, কৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রদান ক'রে দেখি। (প্রকাশ্যে) বৃন্দে! তোমাদের ভ্রম হ'য়েছে, শ্রীরাধা প্রাণত্যাগ করেন নাই ; এই আমি তোমাদের কমলিনীর চেতন সম্পাদন করি (কর্ণে কৃষ্ণ-নাম প্রদান)।

রাধা। (চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া) কৈ কৃষ্ণ? কোথা কৃষ্ণ? এই যে ছিলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় লুকালে?

উদ্ধব। (স্বগতঃ) আহা আমি কি ক'র্‌লেম, স্বপ্নযোগে শ্রীমতীর কৃষ্ণ-মিলন ভঙ্গ ক'র্‌লেম? না, তাইবা ভাব্‌ছি কেন? এ নিত্য-মিলনের কি কখনও ভঙ্গ হ'তে পারে?

রাধা। কে তুমি হে কৃষ্ণ-সম নীরদবরণ? (গাত্রোত্থান)

উদ্ধব। মা! আমি তোর চরণ-প্রার্থী—কৃষ্ণসখা উদ্ধব। তোমাদের কুশল সংবাদ জান্‌বার জন্য কৃষ্ণ আমাকে পাঠিয়েছেন।

রাধা। কি ব'ল্লে ? তুমি কৃষ্ণসখা উদ্ধব ? বল উদ্ধব! আমার প্রাণ-কৃষ্ণ কুশলে আছেন ত ?

উদ্ধব। মা গো! কুশলময়ের আবার কুশল অকুশল কি ? সম্প্রতি তোমার অদর্শনে সমধিক মানসিক অকুশল ভোগ ক'র্‌ছেন।

বৃন্দা। উদ্ধব! আজ তোমার জন্য আমরা রাইকে পুনরায় দেখ্‌তে পেলেম। আমরা দুঃখিনী গোপবালা, তোমাকে আর কি পুরস্কার প্রদান ক'র্‌ব, তোমার এ উপকার আমরা কখনও বিস্মৃত হ'তে পার্‌ব না।

রাধা। উদ্ধব! কি ব'ল্লে, প্রাণ-কৃষ্ণের অকুশল ? এই কথা শুন্‌বার জন্যই কি, আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ হ'য়েছিল ?

বৃন্দা। তোর যদি এমন বুদ্ধি না হবে, তা হ'লে তোর এমন দশাই বা হবে কেন ? বলি রাধে! তুই যাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে ম'র্‌তে ব'সেছিলি, আর সে তোর জন্য একটু কষ্ট পাবে, তা তোর সহ্য হবে না ? এ কেমন কথা, অত বাড়াবাড়ি কিন্তু আমার ভাল লাগে না।

রাধা। বৃন্দে! আমি কষ্ট পাই, আমি কাঁদি, সে আমার অদৃষ্টের দোষ, তাতে তাঁর দোষ কেন হবে বৃন্দে ?

বৃন্দে। তবে আর কেঁদে কেঁদে মর কেন ? অদৃষ্ট ভেবেই ব'সে থাক্‌লে হয়।

রাধা। কেঁদে যে কোনও ফল নাই তা জানি, তবে যে কাঁদি কেন, সেও আমার অদৃষ্টের দোষ।

উদ্ধব। (স্বগতঃ) আহা কি অদ্ভুত আত্মবলিদান রে! এই উজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রেমের ছবিখানি দর্শন ক'রে, নয়নযুগল সার্থক হ'ল, আত্মা পবিত্র হ'ল।

রাধা। উদ্ধব! তুমি যখন ব'লছ যে, কৃষ্ণ ব্রজের কুশল জান্‌বার জন্ত তোমাকে পাঠিয়েছেন, তখন সেই ব্রজের কুশলকে ব'ল যে, কৃষ্ণশূন্ত বৃন্দাবনে যেমন কুশল হওয়া সম্ভব, সেইরূপই দেখে এলেম।

উদ্ধব। ও মা কেশব-ললনে শ্রীরাধে! ও কি কথা মা! কৃষ্ণশূন্ত বৃন্দাবন! একথা ত তোর মুখে শোভা পায় না। হিমশূন্ত হিমালয়, মলয়শূন্ত বসন্ত, সৌরভহীন পদ্ম, কিরণশূন্ত ভাস্কর থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনি কৃষ্ণশূন্ত বৃন্দাবন থাকাও অসম্ভব। ও মা জগৎকল্যাণি! সেই কৃষ্ণ নিজ মুখেই ত তোর কাছে ব'লেছেন যে, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বৃন্দাবন ছেড়ে আমি এক পদও অন্তত্র যাব না। তবে কি মা! কৃষ্ণবাক্য মিথ্যা হবে?

বৃন্দা। বেশ কথা, এ বড় মন্দ নয়, মাথা নাই তবুও ব'লতে হবে যে, মাথা ব্যথা হ'য়েছে; পুকুরে জল নাই, তবুও ব'লতে হবে—পুকুর জলে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই দেখ্‌ছি, তথাপি ব'লতে হবে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই আছেন; না ব'ল্লে কৃষ্ণবাক্য মিথ্যা হয়; এইরূপ প্রবোধ মনকে দেওয়া মন্দ নয় কিন্তু।

উদ্ধব। বৃন্দে! বাহ্যভাবে কৃষ্ণকে তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছনা ব'লেই মনে ক'রেছ যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই; কিন্তু তা নয়, সেই ব্রজের-দুলাল ব্রজেই আছেন।

বৃন্দা। আর মথুরায় রাজসিংহাসন আলো ক'র্‌ছেন, সে তবে কে?

উদ্ধব। সেও—সেই কৃষ্ণ।

বৃন্দা। এক কৃষ্ণ আবার কয় স্থানে থাকেন?

উদ্ধব। বৃন্দে! কৃষ্ণ যে ব্রহ্মাণ্ডময়, এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই তিনি

বিদ্যমান আছেন ; তিনি এক ভিন্ন আবার দোসর পাবেন কোথা ? বৃন্দে ! সেই কৃষ্ণকিশোরের আর দোসর নাই। এই যা দেখ্‌ছ, যা শুন্‌ছ, যা ভাব্‌ছ, সে সবই কৃষ্ণ। তিনিই রজনী, তিনিই দিবা, তিনিই চন্দ্র, তিনিই সূর্য্য, তিনিই অনন্ত আকাশ, তিনিই ক্ষিতী, তিনিই জল, তিনিই সমীরণ, তিনিই মথুরা, আবার তিনিই বৃন্দাবন, তিনিই রাধা, তিনিই বৃন্দাদি অষ্টসখী। তিনিই শব্দ, তিনিই গন্ধ, তিনিই রূপ, তিনিই রস, তিনিই স্পর্শ,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নীরদবরণ কৃষ্ণই সব। তিনিই আবার নিরাকার কূটস্থ-চৈতন্য। কেবল লীলার জন্য, সেই জ্যোতির্ম্ময় হরি, অংশরূপে বিকীর্ণ হ'য়ে নামান্তর এবং রূপান্তর গ্রহণ করেন মাত্র। তাঁর অনন্ত মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, জীবগণ তাঁর স্বরূপ অবগত হ'তে না পেরে, নানারূপ সন্দেহে পতিত হয়। যারা জ্ঞানমার্গে তাঁকে লাভ ক'র্‌তে চায়, তাদের মনে আর এক বিকার স্থান পায় না। যারা সরল প্রেমমার্গে তাঁকে লাভ ক'র্‌তে চায়, তারাই তাঁর সাকার ভাব দর্শন করে, এবং দৈববশতঃ সেই সাকার ভাব দর্শন ক'রতে না পার্‌লে, তাঁর বিরহ অনুভব করে। সেই অনন্ত-প্রেমময় হরি, প্রেম-ভক্তি দ্বারা কিরূপে তাঁকে লাভ করা যায়, তাই দেখাবার জন্য, তোমাদের ল'য়ে এই খেলা খেল্‌ছেন। তাই ব'ল্‌ছি, তোমরা যেন এ সরল প্রেম-পথ পরিত্যাগ ক'র না। এ পথে অনেক বাধাবিঘ্ন থাক্‌লেও, পরিণামে এ পথ অনন্ত প্রেম-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, তোমাদের এই প্রেম-ব্রতের শেষ ফল—মধুময় অনন্ত-মিলন, সে মহামিলনে বিরহের সংস্পর্শও নাই। তাই ব'ল্‌ছিলেম, এমন পথ কখনও ত্যাগ ক'র না। দেখ্‌তে

পাবে, অচিরাৎ সেই তোমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে পূর্ণচন্দ্র এসে উদয় হবেন। তখন আমার কথার সত্যাসত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। আর মা কেশব-বাসনা! তোমাকে আর কি ব'ল্‌ব, তুমি ত সবই জান; তবে জেনে শুনে মধ্যে মধ্যে আমাদের কেন ভ্রান্তিজালে জড়িত কর? মা গো! তুই যে নিত্যধামের নিত্যানন্দময়ী রাধা, সে সবই আমি সখার মুখে শুনেছি; কেবল কৃষ্ণনামের বিজয়-পতাকা উড়াবার জন্য, শ্রীদামের শাপের ছল ক'রে, এই বৃন্দাবনে এসে জন্মগ্রহণ ক'রেছিস্‌।

বৃন্দা। উদ্ধব! আমরা সামান্য পশুপালিকা গোপবালা, আমরা কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কি বুঝ্‌ব? তোমার কথায় আমরা আশ্বস্তা হ'লেম। তোমার সখাকে গিয়ে ব'ল যে, যেন এই জ্ঞানহীনা ব্রজাঙ্গনাদের চরণে আশ্রয় দেন।

উদ্ধব। তা আর আমাকে ব'ল্‌তে হবে কেন? সে চিন্তামণির কিছুই অবিদিত নাই। (রাধার প্রতি) ওমা গতিদায়িনী রাধে! এখন এই উদ্ধবের গতির উপায় ক'রে দে মা! আমি গতি পাব ব'লে, তোর কাছে এসেছি। মায়ের কৃপা হ'লেই, সেই পরমপিতা পীতাম্বরের কৃপা হবে। লোকে তরণীর আশ্রয়ে সমুদ্রে গমন করে, শেষে সেই সমুদ্র হ'তে যেমন বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ করে, আমিও তেম্‌নি তোমার চরণ-তরণী আশ্রয় নিলেম; এখন অনুকূল কৃপা-বায়ু পেলেই, সেই মুক্তি রত্নাকর কৃষ্ণ-সাগরে পতিত হ'য়ে, শীঘ্রই আমার বাঞ্ছিত মুক্তি-রত্ন লাভ ক'র্‌তে পা'র্‌ব।

রাধা। উদ্ধব! তোমার মুক্তির উপায় আর আমাকে ক'রে দিতে হবে কেন? তুমি যখন সেই মুক্তি-সাগর-তীরেই র'য়েছ, তখন আর তরণীর প্রয়োজন কি?

উদ্ধব। মা গো! তরণীর প্রয়োজন আছে বৈ কি? সে কৃষ্ণ-সাগরের গভীর জল ভিন্ন যে, সে রত্ন পাওয়া যাবে না। কূল হ'তে সে যে অনেক দূর। তাই তোর চরণ-তরণীর আশ্রয় নিতে এসেছি। এখন দে মা! তোর অজ্ঞান সন্তানে পদ-তরণী দে।

গীত

দে মা অজ্ঞান সন্তানে পদ-তরণী।
আমি যাব রত্ন অন্বেষণে, কৃপা কর গো জননি॥
কৃষ্ণ রত্নাকর-তলে, মুকতি-রতন মিলে, (মা গো)
ঐ তরণী পেলে, অবহেলে, কুতূহলে ত'রে নি॥

স্তব

উদ্ধব।
নমস্তে করুণাময়ি, কেশব-কামিনি!
কমলিনি, কৃপাময়ি, কৈবল্য-দায়িনি!
বিশ্বরূপে, বিশ্বান্তরি বিদ্যা-বিধায়িনি!
নমস্তে বিমলে, বৃন্দাবন-বিলাসিনি!
নমস্তে নিস্তার-কর্ত্রি, নরক-বারিণি!
নমস্তে মা নবদুর্গে, নমঃ নারায়ণি!
মহামায়ে, মহাবিদ্যে, মাধব-মোহিনি!
নমস্তে মা মহালক্ষ্মি, মায়া-বিনাশিনি!

মা গো! তবে এখন আসি। ও মা গোপাঙ্গনাগণ! আমি এখন মথুরায় বিদায় হ'চ্ছি।

(প্রস্থান)

রাধা। চল বৃন্দে! সকলে আমরা যমুনার কূল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-সখা উদ্ধবের অনুগমন করি।

(সকলের প্রস্থান)

নবম অঙ্ক

[গভীরা রজনী—মগধ-প্রান্তর]

উদাস-ভাবে জরাসন্ধের প্রবেশ

জরা। অহো! কিবা ভয়ঙ্কর গভীরা যামিনী।

স্তূপে স্তূপে অন্ধকার, সূচি-ভেদ্য দুর্নিবার,
উগরিছে অনিবার যেন রে ধরণী॥

তাহে পুনঃ ঘনঘটা, চকিত দামিনী-ছটা,
কড়্ কড়্ জলদের ভীষণ গর্জ্জন।
শন্ শন্ প্রবাহিত ভীম প্রভঞ্জন॥

কিবা ভয়ঙ্কর সাজ, ধরিয়াছে ধরা আজ,
নাহি সেই শান্তিময়ী প্রকৃতি এখন।

প্রলয়ের কথা বুঝি, স্মরণ হ'য়েছে আজি,
উচ্ছৃঙ্খল-ভাব তাই ক'রেছে ধারণ॥

নাহি ফেরে ফেরুদল, সভয়ে বিটপি-তল,—
ত্যজি রহে লুকাইয়া গভীর গহ্বরে।

পিশাচ-তাণ্ডবে যেন, কাঁপে ধরা ঘন ঘন,
হেরি কত বিভীষিকা এ ঘোর-প্রান্তরে॥

এ দুর্যোগে এ প্রান্তরে, আসিনু কিসের তরে,
ত্যজি নিদ্রা সুখ-শান্তি ত্যজিয়া প্রাসাদ?

স্বপ্ন-দৃষ্টা সে রমণী, কোথা গেল নাহি জানি,
যার উপদেশে আজি হইল বিষাদ ॥
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি, কত কমনীয় কান্তি,
হেরিনু সে মুখে আমি অমিয়-মাধুরী।
পাপ-তাপ পূর্ণ হবে, সে মূরতি না সম্ভবে,
ভেঙ্গেছে মায়ার ঘোর সে কামিনী হেরি ॥
সংসারের অসারতা, মানবের কুটিলতা,
বুঝেছি সকলি আজি পেয়ে দিব্যজ্ঞান।
প্রতিহিংসা ক্রোধ লোভ, সম্ভোগ লালসা ক্ষোভ,
দূরে গেছে বীরভাব দর্প অভিমান ॥
ঘোর নিদ্রায় অভিভুত, ছিনু হায় অবিরত,
না দেখিনু এতদিন পরিণাম-পথ।
ইন্দ্রজাল-প্রহেলিকা, মায়াবিনী মরীচিকা,
এ সংসারে নরে সদা দেখায় বিপথ ॥
মায়ার মোহিনী-মন্ত্রে, এ বিশাল রাজ্যতন্ত্রে,
সুখের মন্দির বলি ভাবিতাম হায়।
এবে দেখি আঁখি মেলে, পূর্ণ রাজ্য হলাহলে,
শান্তি-সুখ না দেখিনু তায় ॥
তুচ্ছ রাজ্য-আশে কত, বধিয়াছি শত শত,
নিরীহ মানবকুল করাল অসিতে।
কত রাজ্যে অগ্নিদান, কত প্রজা বলিদান,
করিনু পিশাচ সম আমি অবনীতে।
নিশ্চয় করম-ফল হইবে লভিতে ॥

(নেপথ্যে ভাগ্যলক্ষ্মী)

গীত

এ ভব-সংসারে, প'ড়ে ঘোর অন্ধকারে,
মায়া-মোহে ভুলেছ রাজন।
হের কাল আছে ব'সে, ধরিবে তব কেশে,
করে করে করিবে বন্ধন ॥

জরা। (গীত শুনিয়া সবিস্ময়ে)
এ ঘোর নিশীথকালে, ভীষণ প্রান্তরে,
অনন্ত আঁধাররাশি ভেদিয়া সহসা,
কোথা হ'তে কামিনীর কণ্ঠস্বর ক্ষরে!
কৈ? কোথা? দৃষ্টিশক্তি আবরে তমসা।
আঁধারে আলোক, অন্ধে নয়ন-দায়িনি!
কে তুমি? কোথায় আছ? কহ গো জননি!

(নেপথ্যে পুনঃ গীত)

আমি জীব-ভাগ্যে থাকি, নাম ধরি ভাগ্যলক্ষ্মী,
ধর্ম্মাধর্ম্মে সাক্ষী সদা হই
অজ্ঞান মূঢ় নরে, মোরে দেখিতে নারে,
অনন্তে মিশিয়ে যে রই ॥

জরা। ভাগ্যলক্ষ্মী! ভাগ্যলক্ষ্মী! তুমি,
কোথা যাও ত্যজি মোরে আজি?

(নেপথ্যে পুনঃ গীত)

দেখ রে মনে ভেবে, কে তুমি কোথায় এবে,
কি কার্য্য করিলে সাধন।
কোথা বা যেতে হবে, কত দিন ভবে রবে,
একভাবে যাবে না. কখন ॥

জরা। তাই ত!—
কেবা আমি, কি কায সাধিতে,
কোথা হ'তে আসি, কোথা বা যাইব?
কিছু যে বুঝিতে নারি বিষম সমস্যা,
আমার আমিত্ব-ভাব যায় যে ভাসিয়া।

(নেপথ্যে পুনঃ গীত)

মেল রে মেল আঁখি, দেখ সকলি ফাঁকি,
ছায়াবাজি সম সব।
রাজ্য ধন জন, সংসার-স্বপন,
আপন নহে ত এ সব॥

জরা। বুঝিলাম এ সংসার ছায়াবাজি সার।
এই আছে এই যাবে বুদ্‌বুদ্‌ সমান।
ক্ষণমাত্র ক্ষণপ্রভা ঝলসি নয়ন,—
যেমতি মিশায় পুনঃ জলদ-মাঝারে;
বহু-শিল্পকর্ম্ম-পূর্ণ এ ভব-সংসার,—
তেমতি মিশিয়ে যাবে অনন্তের গায়ে।
ভাই বন্ধু দারা পুত্র সকলি অসার,
কেবল বিকার মাত্র অনন্ত মায়ার।
বৃথা ভাবি বৃথা করি আমার আমার,
আমার বলিতে ভবে কিছু নাহি আর।

(নেপথ্যে পুনঃ গীত)

খেলা ভাঙ্গিবে যবে, প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে,
দু'আঁখি মুদিবে যখন।
সেদিন সব প'ড়ে রবে, কিছু না সঙ্গে যাবে,
ভাব দেখি সেদিন কেমন॥

জরা। অহো, অহো! সেই দিন কিবা ভয়ঙ্কর।
যেদিন রসনা, ভুলে যাবে খাদ্য-আস্বাদন,
যেদিন নয়ন, করিবে না কিছুই দর্শন,
যেদিন এ কর, হারাইবে গ্রহণ-শকতি,
যেদিন চরণে, থাকিবে না এই গতি,
যেদিন এ অঙ্গখানি লুটাবে ধূলায়,
যেদিন লইতে হবে অন্তিম-বিদায়,
সেই দিন, শেষ দিন, কিবা ভয়ঙ্কর।
নরকের পুরীষ-পূরিত কুণ্ড-মাঝে,
সেই দিন ডুবাইবে শমন-কিঙ্করে।
সুগন্ধি চন্দনে এই চর্চ্চিত শরীর,
কৃমি-কীটে সেই দিন করিবে দংশন।
দয়াময়ি ভাগ্যলক্ষ্মি! কর উপকার,
কহ দেবি! কিসে হব নরকে উদ্ধার?

(নেপথ্যে পুনঃ গীত)

জাগ রে জাগ ভ্রান্ত, ভজ সেই রাধা-কান্ত,
লবে না কৃতান্ত-কিঙ্কর।
ছাড় রে ছাড় আশা, রাজত্ব-পিপাসা,
কর তার পদ-প্রান্ত সার॥

জরা। যারে সদা অরি-ভাবে, এতদিন ভাবিয়াছি,
সেই হরি ভবের কাণ্ডারী!
যার নামে সহদেবে, রাখিয়াছি কারাগারে,
সেই কৃষ্ণ মুক্তির কাণ্ডারী!

বিকার ঘুচিল এবে, ফুটিল জ্ঞানের আঁখি,
চিনিলাম চিন্ময় কেশবে।
আজ হ'তে নিশি দিন, সাধিব সে পরমাত্মা,
মোক্ষদাতা শ্রীরাধা-বল্লভে।
তবে আর মিছে কেন সংসারে রহিব,
ছিঁড়িয়া ফেলিব সব মায়ার বন্ধন।
যাও মায়া, যাও স্নেহ, যাও অভিমান,
এ হৃদয়ে আর নাহি তোমাদের স্থান।
রাজ্য-সিংহাসন আজি সকলি ত্যজিব,
যেমন পথিক ! তেমনি পথিক সাজিব।
(মস্তক হইতে মুকুট লইয়া)
রে মুকুট মণিময় মস্তক-ভূষণ !
গর্ব্বের আধাররূপে ছিলি মোর শিরে।
এই তোরে ত্যজিলাম জনমের মত,
আর না করিব তোরে মস্তকে ধারণ।
(মুকুটত্যাগ)
(কণ্ঠহার লইয়া)
ওরে কণ্ঠ-সুশোভন বহুমূল্য হার !
মায়ার-শৃঙ্খল সম ছিলি কণ্ঠে মোর ;
আজি তোরে ছিন্ন করি ফেলিলাম দূরে ;
না হবে এ কণ্ঠে তোর আর অধিকার !
(হারত্যাগ)
(অসির প্রতি)
রে করাল কালরূপি প্রদীপ্ত-কৃপাণ !

কত নর-রক্তরাগে হ'য়েছ রঞ্জিত ;
যাও আজি দূর হও মম কর হ'তে,
না হবে শোণিত-পান এ করে থাকিলে।

(অসিত্যাগ)

আর কেন বর্ম্ম, চর্ম্ম অধর্ম্ম-কিঙ্কর,
ত্যজ মোরে আজ হ'তে একে একে সবে !

(বর্ম্ম-চর্ম্ম ত্যাগ)

ওরে অঙ্গ আভরণ ! কারুকার্য্যময়,
কি ভুলাস্ তুই মোরে বিজলি ঝলকি ?
সে ভুল গিয়েছে মোর আর না ভুলিব।
কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে তোর আর না মোহিব।
উলঙ্গ অঙ্গেতে ছিনু জননী-জঠরে,
সেই ভাবে এসেছিনু এ ভব-মাঝারে।
কোথা ছিলি তোরা সব তখন আমার ?
শেষদিন সঙ্গে সঙ্গে যাবি কি আমার ?
তবে কেন বৃথা অঙ্গে বহি ভার তব ?
যে বেশে এসেছি, পুনঃ সে বেশে ফিরিব।

(আভরণ খুলিতে উদ্যোগ)

(মায়ার আগমন ও বাধাপ্রদান)

মায়া। মহারাজ। মহারাজ ! করেন কি ? করেন কি ?

জরা। (উদাস মনে) আর নহি মহারাজ আমি।
সামান্য পথিক মাত্র সেজেছি এখন।

সিংহাসন, রাজ্য, ধন, প্রভুত্ব, গৌরব,
করিয়াছি বিসর্জ্জন নিস্পৃহ-অন্তরে।
কে তুমি ললনা-কুল-অমূল্য-রতন ?
কি নাম তোমার ? কহ কিবা প্রয়োজন ?

মায়া। পরিচয় দিব শেষে, আগে বল মোরে,
কি কারণে রাজ্য ছাড় উদাসীর বেশে ?

জবা। কার রাজ্য ? কেবা রাজা ? কে ত্যজে রাজত্ব ?
ভব-পারে বিশ্বরাজ করেন বসতি ;
তার কাছে রাজা প্রজা অভেদ সকলি।
অতি ক্ষুদ্র কীট হ'তে মানব অবধি,
সমভাবে তার দৃষ্টি করে আকর্ষণ।
আমি কে ? অনন্ত-প্রবাহ-মাঝে--
এক বিন্দু জল-বিম্ব নহি ত রে আমি।
উঠিব, ফুটিব, পুনঃ যাব অনন্তে মিলায়ে,
বিষম দায়িত্ব-পূর্ণ রাজত্বের ভার,
কি শকতি আছে মম করিতে বহন ?

মায়া। মহারাজ ! হাসি পায় কথা শুনি তব।
এ সব অসার কথা কোথায় শিখেছ ?

জবা। অসার সংসারে, সার কিবা আছে আর ?
বিচঞ্চল প্রপঞ্চ জগতে,
যে দিকে নেহারি, সেই দিকে যেন—
অলীকতা অসারতা র'য়েছে চিত্রিত।
বিচিত্র সে বিশ্বশিল্পী বিশ্ব-বিরচন,
মায়া-জালে এ সংসার ক'রেছে আচ্ছন্ন।

মায়া। মহারাজ ! এ বৈরাগ্যের উপদেষ্টা কে ?

জরা। উপদেষ্টী ভাগ্যলক্ষ্মী জগৎ-জননী,
আঁধারে আলোক দান ক'রেছেন তিনি।
গভীর সুষুপ্তি হ'তে হ'য়েছি জাগ্রত,
স্বপনের রাজ্যে আর না করিব বাস।
যাই, যাই, ক্রমে ঐ দিন চ'লে যায়,
না না, দিন কোথা ! ও যে—যুগ চ'লে যায় !
প্রতি পল, প্রতি দণ্ড, প্রত্যেক প্রহর,
প্রতি তিথি, প্রতি মাস, প্রত্যেক বৎসর,
যায় আর ব'লে যায় শোন রে মানব।
ঐ দেখ—মৃত্যু-রাজ্য বিরাজে সম্মুখে।
আমি হায় ! মূঢ়-নর মোহেতে মোহিয়া,
অনন্ত বিরাট কাল-কাটাইনু বৃথা।
মিছে কাজে আর নাহি কাটাব সময়,
ভেসে যাই ভেসে যাই প্রবাহের মুখে।
থাক রে মহিষি ! তুমি মগধ-অন্দরে,
মিলিব অনন্ত-ধামে আবার উভয়ে।
প্রাণসম সহদেবে করিয়ে মোচন,
শুন হরিনাম-গাঁথা কুমারের মুখে।
কৃষ্ণপদে প্রাণমন ক'র সমর্পণ,
ভবার্ণবে দেবে কূল অকূল-কাণ্ডারী।
বিদায় লভিনু আজি সকলের কাছে,
উধাও হইয়া যাই শান্তি-অন্বেষণে।
ভাগ্যলক্ষ্মি ! দয়াময়ি ! জননি ! কোথায় ?

খুলে দাও হতভাগ্যে শান্তির দুয়ার।
পিপাসু পথিক মরে দারুণ তৃষায়,
শান্তির অমিয়-ধারা ঢাল শান্তিময়ি!

মায়া। (স্বগতঃ) বটে, বটে! পোড়ারমুখী ভাগ্যলক্ষীর এতদূর সাহস যে, আমার শক্তি হ্রাস ক'র্‌তে চেষ্টা করে? আমি মায়া! সংসারে সকলেই আমার বশীভূত; মায়া না থাক্‌লে এ সংসার এতদিন কিছুতেই স্থির থাক্‌তো না। সেই মায়ার শক্তিকে বিনষ্ট কর্‌বার জন্যে, ভাগ্যলক্ষ্মী আজ এই জরাসন্ধের হৃদয়ে বৈরাগ্যসঞ্চার ক'রে গেছে? আচ্ছা দেখি, আমার শক্তি বড়, না ভাগ্যলক্ষ্মীর শক্তি বড়। এখন ছল অবলম্বন ক'রে, জরাসন্ধকে মুগ্ধ ক'র্‌তে হ'চ্ছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি ব'ল্‌ছেন যে, ভুল কাটিয়েছি; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, আপনি আরও ভুলের মধ্যে প'ড়েছেন। আপনি যাকে ভাগ্যলক্ষ্মী ব'লে মনে ক'রেছেন; যার প্রতারণায় প্রতারিত হ'য়ে, এই মগধপুরী শত্রুহস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছেন; সে যথার্থ ভাগ্যলক্ষ্মী নয়, সে আপনার পূর্ব্ব-শত্রু দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিতা কোন মায়াবিনী। সম্মুখ-সমরে আপনাকে পরাজয় করা কঠিন ব'লে, দ্বারকানাথ এরূপ কৌশল অবলম্বন ক'রেছেন; কেননা, আপনি বিরাগী হ'য়ে সংসার ত্যাগ ক'র্‌লে, মগধরাজ্য অনায়াসেই শ্রীকৃষ্ণের অধিকারভুক্ত হবে।

জরা। কি বল রমণি? বুঝিতে না পারি কিছু।
ভাগ্যলক্ষ্মী নহে সে রমণী?
কেমনে জানিলে তুমি?
কেন বা না দেহ তব নিজ পরিচয়?

মায়া। মহারাজ! জানি আমি এ তিন সংসার,
রাখি আমি সকল সংবাদ।
মায়াবতী নাম মোর জানিও রাজন্!
ভালবাসি তোমা আমি, তাই নরবর!
মতিভ্রম তব না আসিবার তরে,
করিয়াছি হেথা আগমন।

জরা। সত্য কথা কহ কি কামিনী?
কৃতাঞ্জলি শুন গো ললনা,
ক'রো না ছলনা মূঢ়ে!
বিষম ধাঁধাঁয় এবে পড়িলাম আমি।

মায়া। সত্য কথা কহি, মিথ্যা নাহি জানি,
বিশ্বাস করহ মোরে।
দূর কর মনের বিকার।
বৈরাগ্য না সাজে তব।
কে ব'লেছে সংসার অসার?
কে ব'লেছে সংসার নরক?
হের নৃপ! আঁখি মেলি,
দেখিবে সংসারে আছে স্বর্গের সোপান।
অসার এ কথা, নাহি পাইবে সংসারে।
প্রেমের সংসার ছাড়া শান্তি কোথা আর
বৃথা খোঁজ নরবর! শান্তির দুয়ার।

জরা। (স্বগতঃ) এ যে বড় সুন্দর রমণী;
তাহে পুনঃ সুমধুর বাণী।
মণিকাঞ্চনের যোগ হেরি একাধারে।

কোমল অঙ্গেতে কিবা ছুটেছে মাধুরী,
হবে বুঝি বিধাতার মানস-নির্ম্মিত।
এমন সরল মুখে চতুরতা না সম্ভবে।

(একদৃষ্টে মায়াব মুখনিরীক্ষণ)

মায়া। কি ভাব্‌ছ বল দেখি?

জরা। ভাব্‌ছি নে, তোমায় দেখ্‌ছি।

মায়া। আমায় কি দেখ্‌ছ?

জরা। তুমি বড় সুন্দর, তাই দেখ্‌ছি।

মায়া। তুমি কি সুন্দব ভালবাস?

জরা। সুন্দর কে না ভালবাসে সুন্দরি!

মায়া। তবে বল দেখি, এ সব সুন্দর ফেলে কোথা চ'লে যাচ্ছিলে?

জরা। তোমার মত সকলেই ত এ সংসারে সুন্দর নয়।

মায়া। সবই কি সুন্দর হ'য়ে থাকে? সবই যদি সুন্দর হ'ত, তাহ'লে কি সুন্দরের এত আদর থাক্‌ত? আকাশে একমাত্র চাঁদ সুন্দর, সেই একমাত্র চাঁদের আলোতেই জগৎ আলোকিত হয়।

জরা। মায়াবতি! তুমি সত্য সত্যই আমাকে ভালবাস?

মায়া। না বাস্‌লে এখানে আস্‌বো কেন?

জরা। কৈ আর কখন ত আস নাই?

মায়া। আস্‌ব না কেন, এসেছি; তবে তোমায় দেখা দিই নাই।

জরা। কেন দেখা দাও নাই সুন্দরি?

মায়া। তুমি আমায় ভালবাস, কি না বাস জান্‌তে পারি নাই ব'লে দেখা দিই নাই। আজ তোমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে, দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না; মহারাজ! এখন আমার একটি কথা শুন্‌বে?

জরা। তোমার কথা শুন্‌ব? আমার অতৃপ্ত শ্রবণ চকোর যে, তোমার বাক্য-সুধা পান কর্‌বার জন্য ব্যস্ত। তুমি একটি কেন, তুমি জীবন ভ'রে যদি আমার কাছে এইরূপ অবিরত কথা বল, তা'হলেও আমি বিরক্ত হব না। এখন কি ব'ল্‌বে বল।

মায়া। আমার ইচ্ছা যে, তুমি আবার সংসারী হয়ে, রাজ-সিংহাসন আলোকিত কর।

জরা। তা'হলে তুমি আমার কাছে থাক্‌বে ত?

মায়া। কাছে থাক্‌বো ব'লেই ত ব'ল্‌ছি মহারাজ!

জরা। সুন্দরি! বুঝিলাম প্রেমের সংসার!
প্রেম-চক্ষে সকলি সুন্দর।
প্রেমে শান্তি, প্রেমে সুখ, প্রেমে পরিতোষ;
কামিনী-কাঞ্চন-প্রেমে সুধা-প্রস্রবণ।
ফিরিব সংসারে পুনঃ, প্রেমিক সাজিব,
প্রেমের প্রবাহে প্রাণ দিব ভাসাইয়ে।
এস মায়াবতি! কাছে প্রেমের পুতলি!
অতৃপ্ত-নয়নে তব বদন নেহারি।

মায়া। (নিকটে গিয়া স্বগতঃ)
কোথা ভাগ্যলক্ষ্মি! আয় দেখ্‌সে এবার,
গেল তব উপদেশ মায়ার মায়ায়।
মায়ার অসাধ্য বল্‌ কি আছে সংসারে?
পারি আমি ঘটাইতে অঘট ঘটন।
এই মাত্র ছিল যেই সংসার-বিরাগী,
করিলাম তারে পুনঃ প্রেম-অনুরাগী।

(প্রকাশ্যে) মহারাজ ! হের ঐ ! আশা, নেশা, পিয়াসা সকলে ;
আসিতেছে তব মন তুষিবার তরে।

গীত গাহিতে গাহিতে আশা প্রভৃতির প্রবেশ
ও নৃত্য এবং মুকুট কণ্ঠহার প্রভৃতি
দ্বারা রাজাকে সজ্জিতকরণ

গীত

প্রেম-সাগরে ভাস্‌ছে তরী কে যাবি গো আর।
কে যাবি রে আয় গো তোরা জোয়ার বয়ে যায় ॥
প্রেমের হাওয়া লাগ্‌লে নায়ে, প্রেমের পারে যায় গো নিয়ে,
প্রেমিক পেলে, অবহেলে, বিনামূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ॥

(রাজাকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

দশম অঙ্ক

[ইন্দ্রপ্রস্থ]

বিমর্ষভাবে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

যুধি। ভ্রাতঃ বৃকোদর! ভ্রাতঃ পার্থ! আমার মানসিকবৃত্তি ক্রমেই শোচনীয়ভাব ধারণ ক'র্‌ছে। দারুণ দুশ্চিন্তার বিষম কীটে, ক্রমেই আমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুল্‌ছে। দেবর্ষি নারদ যেদিন আমায় রাজসূয়-যজ্ঞ কর্‌বার জন্য, পরলোকগত পিতৃ-দেবের আদেশ জ্ঞাপন ক'রে গেলেন, সেইদিন হ'তেই আমার এই চিন্তার সূত্রপাত। ভাই রে! আমরা অতি হীনবল ক্ষুদ্র। আমরা কেমন ক'রে সেই দুষ্কর রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌ব? না ক'র্‌লেও যে পিতৃদেবের স্বর্গপ্রাপ্তি-বাসনা পূর্ণ হবে না এবং সেই পিতৃবাক্য-লঙ্ঘন-জনিত মহাপাপ-সাগরে, আমাকে নিমগ্ন হ'তে হবে। উত্তম সদ্গতি প্রাপ্ত হবার জন্যই পিতা, পুত্র-কামনা ক'রে থাকেন এবং সেই পুত্র-প্রদত্ত জল-পিণ্ড দ্বারা, পরলোকগত পিতা স্বর্গাদি লাভ ক'রে থাকেন; কিন্তু আমি এমনই হতভাগা যে, সেই পিতৃ-আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে অক্ষম হ'লেম। ভাই রে! কেবল নৃপতি-নামকে কলঙ্কিত কর্‌বার জন্যই এই যুধিষ্ঠির মস্তকে রাজ-মুকুট ধারণ ক'রেছিল।

মাতঙ্গের ভার বহন করা, ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ভাই রে! তোরা আমাকে বিদায় দে, আমি রাজ্য, ধন, জন, সব পরিত্যাগ ক'রে, জটা-বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করি, তোরা রাজত্ব পালন কর্।

গীত

বিদায় দে রে আমারে যাব রে বনে।
জন্মের মত তোদের ছেড়ে—
জটা-বাকল অঙ্গে ধ'রে,—
ত্রিভঙ্গে স্মরণ ক'রে ফিরিব বিজনে॥
তোদের করে রাজ্যধন, করিলাম আজ সমর্পণ,
ধর্ম্মভাবে ক'র সবে প্রজা-সকলে পালন,
আমার রাজ্য-আশা, সুখ পিপাসা, নাই রে ভাই আর এ জীবনে॥
আছে কে ত্রিলোকে এমন, ভাগ্যহীন আমার মতন,
জন্মাবধি নিরবধি করিলাম কেবল রোদন,
আমার পাপ-প্রাণ ত অন্ত হয় না, যন্ত্রণা জুড়াই কেমনে॥

ভীম। দাদা! কেন এই বৃথা চিন্তায় আকুল হ'য়ে, রাজ্য-ধন সব পরিত্যাগ ক'রে, অরণ্যের আশ্রয় নিতে অভিলাষী হ'য়েছেন? আমরা চার-ভাই থাক্‌তে আপনার কিসের চিন্তা? আমরা আপনার রাজসূয়-যজ্ঞের সমস্ত প্রয়োজনীয় সাধন ক'রে দেব। আপনি দেখ্‌ছেন, আমরা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল; কিন্তু আমি বলি, কেন? কিসে আমরা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল? আমরা মহান্ এবং অমিত-পরাক্রমশালী। দাদা! জগতে আমাদের মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? স্বয়ং কৃষ্ণ যখন আমাদের বন্ধু, তখন

আমাদের অসাধ্য কি আছে? এমন পরম-বল কৃষ্ণ সহায় থাকৃতেও আমরা যদি দুর্ব্বল, তবে আর এ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সবল কে? (কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া) ঐ দেখুন ধর্ম্মরাজ! আমাদের ইহপরকালের সম্বল, আপনার এই আকস্মিক চিন্তা-ব্যাধির মহৌষধি পার্থ-সখা দ্বারকানাথ কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। (কৃষ্ণের প্রতি) আয় রে আয় পাণ্ডব-সখা কৃষ্ণ! আজ দেখে যা, আমাদের ধর্ম্মরাজ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে, বনবাসের জন্য উদ্যোগী হ'য়েছেন। প্রাণকৃষ্ণ রে! দেখিস্ ভাই, আমরা যেন এমন দাদা-হারা না হই। দাদা যাতে রাজ্যে থাকেন, তার উপায় কর্। গোবিন্দ রে! ঐ দেখ্, দাদার আমার নিরানন্দময় বদনখানি, অবিরল নেত্র-নীরে অভিষিক্ত হ'চ্ছে। তোকে ব'ল্‌ছি, তুই ধর্ম্মরাজের নিরানন্দভাব দূর ক'রে দে। ভাই রে! ভীম পাষাণ বটে, কিন্তু ঐ দাদার চ'ক্ষে জল দেখ্‌লে, এই কঠিন পাষাণেও স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) দাদা! দাদা! আজ আপনার একি ভাব দেখ্‌ছি? পূর্ব্বে আমি এলে কত আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌তেন, কিন্তু আজ আমাকে দেখে আরও বিষণ্ণভাব ধারণ ক'রে, মুখ অবনত ক'র্‌লেন কেন? আপনাদের সকলের কুশল ত? পিসীমা কুন্তী ও প্রিয়সখী পাঞ্চালী এঁরা সকলেই ভাল আছেন ত?

যুধি। এস ভাই কৃষ্ণ এস। আমাদের কুশল অকুশলের কথা আর

আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কেন ভাই! সে সংবাদ ত আমাদের হ'তে তুমিই অধিক জান। তুমি যখন কুশলে রাখ, তখন কুশলে থাকি; আবার তুমি যখন অকুশলে রাখ, তখন সেই-ভাবেই থাকি।

কৃষ্ণ। দাদা! আমি ত আপনাদের কুশলেই রেখেছি, তবে আপনার এরূপ ভাবান্তর কেন?

ভীম। হাঁ রে কৃষ্ণ! তুই আমাদের কুশলে রেখেছিস্ ব'ল্‌ছিস্, কিন্তু বল্ দেখি ভাই! যারা নদীর জলে অবগাহন ক'রে স্নান ক'র্‌তে ভালবাসে, তারা কি গৃহে ব'সে কূপোদকে স্নান ক'রে, সেইরূপ তৃপ্তিলাভ ক'র্‌তে পারে? আমরাও তেমনি, তুই নিকটে থাক্‌লে যেরূপ কুশলে সময়ক্ষেপ ক'র্‌তে পারি, তুই দূরে থেকে কুশল প্রদান ক'র্‌লে, আমাদের তাতে সেরূপ কুশল হবে কেন? তুই কাছ ছাড়া হ'স্ ব'লেই ত আমাদের নানারূপ অকুশল ভোগ ক'র্‌তে হয়। ভাই রে! আমাদের হ'তেও দাদা তোকে বেশী ভালবাসেন। তাই তোকে না দেখ্‌লেই দাদার ভাবান্তব উপস্থিত হয়।

অর্জ্জুন। সখে! তুমি থাক্‌তে আমরা দাদা-হারা হব? তুমি ত একদিন ব'লেছিলে যে, পঞ্চপাণ্ডবে পরস্পর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না; তবে আজ দাদা আমাদের বিচ্ছেদ-সাগরে ভাসিয়ে, রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছেন কেন? হাঁ ভাই! শেষে কি আমাদের হ'তে কৃষ্ণ-বাক্যও মিথ্যা হবে? সখে! আমরা যে জন্মাবধি এক দাদা ভিন্ন আর কিছু জানিনে; ঐ একমাত্র ধর্ম্মতরুর সুশীতল ছায়াতেই যে, আমরা আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আছি। আজ যদি সেই আশ্রয়তরু হারা হই, তবে আর

দাঁড়াব কোথায়? তাই ব'ল্‌ছি সখে! এখন যাতে ধর্ম্মরাজের মনঃকষ্ট নষ্ট ক'র্‌তে পার, তাই কর।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আহা! পাণ্ডবদের মধ্যে কি ভ্রাতৃসদ্ভাব! পাঁচটী প্রাণ যেন একসূত্রে গাঁথা। জগতের সকল লোকে যদি এই পাণ্ডব-চরিত্র আদর্শ ক'রে শিক্ষালাভ করে, তাহ'লে আর গৃহে গৃহে ভ্রাতৃবিরোধ-রূপ অনল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে, সোণার সংসার-গুলিকে মহাশ্মশানে পরিণত ক'র্‌তে পারে না। একতা-সিন্ধু হ'তে যে সুধার উৎপত্তি হ'তে পারে, পরিণামে পাণ্ডবগণই তার একমাত্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হবে। সেই সুধারস আস্বাদন কর্‌বার জন্যেই আমি পাণ্ডবগণের দাসত্ব স্বীকার ক'রেছি। যা হ'ক্, এখন জ্যেষ্ঠপাণ্ডবের বৈরাগ্যভাব দূর ক'র্‌তে হ'চ্ছে। (প্রকাশ্যে) ধর্ম্মরাজ! এখন আপনার এই বৈরাগ্যের কারণ প্রকাশ ক'রে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।

যুধি। ভাই রে! আমার এই বৈরাগ্যের কারণ আর কি ব'ল্‌ব? 'সেদিন দেবর্ষি নারদ-মুখে শুন্‌লেম যে, আমাদের পরলোকগত পিতৃদেব, প্রেতপুরে বাস ক'র্‌ছেন এবং পিতৃদেব দেবর্ষিকে এই কথা ব'লেছেন যে, যুধিষ্ঠির যদি রাজসূয়-যজ্ঞ ক'র্‌তে পারে, তা হ'লেই আমি প্রেতলোক হ'তে উদ্ধার হ'য়ে, অক্ষয় স্বর্গলাভ ক'র্‌তে পারি; নতুবা চিরদিনই আমাকে এই প্রেত-লোকে অবস্থান ক'র্‌তে হবে। এই কথা শ্রবণ অবধিই আমার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হ'য়েছে। কৃষ্ণ রে! আমাদের তেমন ধন-বল বা লোক-বল নাই যে, রাজসূয়-যজ্ঞ দ্বারা পিতৃদেবের আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌তে পারি। তবে ভাই! যদি পিতৃ-বাক্যই পালন ক'র্‌তে না পার্‌লেম, তা হ'লে আর এই ছার

রাজ্য-ঐশ্বর্য্যে ফল কি? আমি সুবর্ণ-মুকুট মস্তকে ধারণ ক'রে রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌ব, আর আমার পিতৃদেব কোথায় অন্ধকারময় প্রেতপুরে বাস ক'রে, নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বেন, তা আমার কখনই সহ্য হবে না। রাজভোগ সম্মুখে ক'রে, যখন পিতার কষ্টের কথা মনে প'ড়্‌বে, তখন কেমন ক'রে এই নরাধম যুধিষ্ঠির, সেই ভোজনগ্রাস মুখে তুলে পাপ উদর পূর্ণ ক'র্‌বে? যদুনাথ! বল দেখি, যে হতভাগ্য পুত্র পিতার পারলৌকিক পিপাসা দূর ক'র্‌তে পারে না, তার আর রাজা হ'য়ে রাজসিংহাসনকে কলঙ্কিত কর্‌বার আবশ্যক কি? তার মত নারকীর মানব-সংসর্গ ত্যাগ ক'রে, দিবাভীত পেচকের ন্যায় অন্ধকারময় বিজন অরণ্যে বাস করাই শ্রেয়ঃ। তাই মনে ক'রেছি যে, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,—এদের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে, আমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'র্‌ব এবং তোমাকেও এই জন্য দ্বারকা হ'তে আনয়ন ক'রেছি যে, আমি বনবাসে যাবার সময় তোমার অভয়পদে, আমার প্রাণসম ভ্রাতাগণকে রক্ষা ক'রে, এদের চিন্তা হ'তে নিষ্কৃতিলাভ ক'র্‌ব। লোকে প্রবাসে গমন কর্‌বার সময়ে, নিরাশ্রয় পরিবারবর্গকে কোন বিশ্বাসী বন্ধুর আশ্রয়ে রেখে যায়; তা কৃষ্ণ! তোমার মত বিশ্বাসী বন্ধু আর আমার কে আছে? তাই ভাই! তোমার কাছেই সব রেখে গেলেম, তবে তোমাকে কিছু ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌তে হবে। কেননা, অন্য প্রবাসী দেশে প্রত্যাগমন ক'রে, সেই আশ্রয়দাতা বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট হ'তে আপন পরিজন-গণকে গ্রহণ পূর্ব্বক, বন্ধুকে সে ভার হ'তে নিষ্কৃতি প্রদান করে; কিন্তু জীবনবন্ধু! আমার ত আর দেশে প্রত্যাগমন কর্‌বার

বাসনা নাই, তাই তোমাকে এ ভার চিরদিনই বহন ক'র্‌তে হবে। তা ভাই! তোমার তাতে ক্লেশই বা কি? ভার বহন করাই ত তোমার কাজ। কূর্ম্মরূপে যখন ধরণীদেবীর গুরুতর ভার বহন ক'র্‌তে পেরেছ, বামকরে যখন গিরিভার বহন ক'র্‌তে পেরেছ, তখন কি আর সামান্য পাণ্ডব-ভার-বহনে তোমার বেশী কষ্ট হবে? তা নয়! গিরিধর! তবে আর কেন? এখন তোমার ভার তুমি গ্রহণ কর, আমি এই দুর্ভর রাজ্যভার হ'তে অবসর গ্রহণ করি।

গীত

ধর ভার ধরাধর, হে মুরারি।
তুমি বই কে আছে ভারী॥
করতলে গিরি ধরি, রাখিলে গোকুলে হরি,
তাই বলি হে গিরিধারি,
পাণ্ডবের ভার নয়কো ভারী॥
প্রবাসে চ'লেছি আমি, দেখিও সকলি তুমি,
আর যেন হে জগৎস্বামী,
ভাবনায় না হই হে ভারী॥

ভীম। শুন্‌লি ভাই কৃষ্ণ! দাদার মর্ম্মান্তিক কথাগুলি শুন্‌লি ত? এ শুনেও তুই যখন কোন কথা ব'ল্‌ছিস্ নে, তখন বুঝ্‌লেম, ধরা হ'তে পাণ্ডবের নাম বিলুপ্ত করাই তোর অভিলাষ। কিন্তু আমি ব'ল্‌ছি, যুধিষ্ঠির যে মুহূর্ত্তে এই ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ ক'র্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে দেখ্‌তে পাবি যে, এই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবের মৃতদেহ, কালিন্দীর খরস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে। অথবা দেখতে পাবি যে, তোরই সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন-মধ্যে

সকলের জীবন-আহুতি দিয়ে, তোর ভক্তবৎসল নামের গৌরব প্রচার ক'রছে। কেমন কৃষ্ণ! তা হ'লে তোর গৌরব-বৃদ্ধি হবে ত? (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) আর ধর্ম্মরাজ! তোমাকে আর আমাদের ভার কৃষ্ণকে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে হবে না; আমরা নিজেরাই আমাদের ভার দূর ক'রে, তোমাকে যাবজ্জীবনের মত আমাদের চিন্তা হ'তে অব্যাহতি প্রদান ক'রব। তুমি বনে যাবেই ত, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে, আমাদের ভাবনা হ'তে একেবারে জন্মের মত পরিত্রাণ লাভ ক'রে যাও। আমাদের জন্য তুমি এবং কৃষ্ণ অনেক কষ্ট পেয়েছ, এখন তোমরা আমাদের জন্য কষ্ট সহ্য ক'রতে নিতান্ত কাতর, তাই আজ তোমাদের সেই কষ্টের পথে কণ্টক রোপণ ক'রে, সুখের অনন্ত পথ পরিষ্কার ক'রে দেব। আর কাল-বিলম্বেই বা প্রয়োজন কি? এই ত সময়, এই সময়ই ত মৃত্যুর উপযুক্ত সময়, এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর পাব না। (অর্জ্জুনের প্রতি) হাঁ রে অর্জ্জুন! আর ভাবছিস্ কি ভাই! ডাক্, একবার নকুল-সহদেবকে ডাক্, এমন সুসময় ত্যাগ করিস্ নে। ঐ দেখ্ ধর্ম্মরাজ সম্মুখে, আর ঐ দেখ্ কালবারণ স্বয়ং নারায়ণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন যদি প্রাণত্যাগ ক'রতে পারি, তাহ'লে আর নরকে গমন করবার ভয় থাকবে না; কিন্তু এ সময় ত্যাগ ক'রলে, আর নরক হ'তে উদ্ধার হবার উপায় থাকবে না। কেননা, ধর্ম্মরাজ বনে গেলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধর্ম্ম-সুহৃদ কৃষ্ণও গমন ক'রবে। কৃষ্ণ তোকে যতই সখা ব'লে ডাকুক, যতই ভালবাসুক না কেন, সে সবই জানবি কেবল ধর্ম্মরাজের জন্য। সরোবরের ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির সঙ্গে, জ্যোৎস্নার

যে অত মাথামাখি ভাব দেখা যায়, সে কতক্ষণ ? যতক্ষণ শশধর আকাশে উদিত থাকে ; কিন্তু যখনই শশধর অস্তাচলে গমন করে, তখনই অমনি জ্যোৎস্নার সঙ্গে, সেই তরঙ্গগুলিরও বিচ্ছেদ হ'য়ে যায়। তাই ব'ল্‌ছি, আয় এই বেলা সকলে প্রাণত্যাগ ক'রে, শমন-শঙ্কা হ'তে পরিত্রাণ লাভ করি।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! শুন্‌ছেন ত? মধ্যম পাণ্ডবের হৃদয়ের ব্যথা-মাখা কথাগুলি শুন্‌ছেন ত?

যুধি। ভাই! শুন্‌ছি, পাষাণে বুক বেঁধে সবই শুন্‌ছি ; কেন যে এখনও এ হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না এবং কেন যে এখনও এই কর্ণকুহর রুদ্ধ হ'চ্ছে না, তাই ভাব্‌ছি। প্রাণকৃষ্ণ রে! ভীমের প্রাণ বড় সরল, আমাকে সুখী কর্‌বার জন্য ভীমের প্রাণ সর্ব্বদাই পাগল। আজ সেই সরলপ্রাণে আমি বিষম গরলধারা বর্ষণ ক'রেছি। কৃষ্ণ! আমি এই পাণ্ডবকুলের মহাকাল, আমা হ'তেই পাণ্ডুবংশ ধ্বংস হবে। এই কালভুজঙ্গ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে, তাকেও দংশন-যাতনা সহ্য ক'র্‌তেই হবে। মৃগতৃষ্ণা-প্রতারিত পথিকগণ যেমন জলভ্রমে, আরও ভয়ঙ্কর প্রতপ্ত বালুকারাশির মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে, শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, এদের পক্ষে আমিও তদ্রূপ ; এরা বিষম-ভ্রমে পতিত হ'য়ে, স্নেহের এবং ধর্ম্মের আধার মনে ক'রে, আমাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ ক'রেছে। কিন্তু আজ আবার আমিই এদের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে, মৃতুমুখে পাতিত কর্‌বার জন্য উদ্যোগী হ'য়েছি। ভাই রে! বল্ দেখি, এ নারকীর তবে কি গতি হবে? আমি এখন কোন পথ অবলম্বন করি? যে পথে গমন ক'র্‌লে

অভিলাষ ক'র্‌ছি, সেই পথেই বিপদের করালমূর্ত্তি যেন বৃহৎ বদন ব্যাদান ক'রে, আমাকে গ্রাস কর্‌বার জন্য দণ্ডায়মান র'য়েছে। যদি বন-গমন না ক'রে রাজত্ব পালন করি, তা হ'লে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনে চিরদিন পাপকীটের তীব্রদংশন সহ্য ক'র্‌তে হবে; আর যদি অরণ্যাশ্রয় গ্রহণ করি, তাহ'লে আবার ভ্রাতৃগণের মৃত্যু দর্শন ক'র্‌তে হবে। হে নিরুপায়ের উপায় গোবিন্দ! এখন আমি কোন্ পথ অবলম্বন করি, অনুমতি কর।

কৃষ্ণ। আমার মতে বনবাস-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদন করুন, তাহ'লে আপনার উভয়দিকই রক্ষা হবে।

যুধি। কৃষ্ণ! সেই রাজসূয়-যজ্ঞ কর্‌বার ক্ষমতাই যদি আমার থাকৃত, তাহ'লে আর রাজ্যত্যাগ কর্‌বার বাসনা ক'র্‌ব কেন? যদি বল যে বনবাসী হ'লেও ত, যজ্ঞ দ্বারা পিতৃদেবের পরিতোষ সাধন করা অসম্ভব। কিন্তু ভাই! তখন মনে একটা বিশ্বাস থাক্‌বে যে, এখন আর আমি রাজা নই, সামান্য বনবাসী মাত্র; বন-বাসীর পক্ষে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করা অসম্ভব এবং অবৈধ; সুতরাং সে চিন্তা হ'তে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যাবে।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! এ আপনার বৃথা সন্দেহ। আপনি যদি রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদন ক'র্‌তে না পারেন, তবে, জগতে যে আর কেহই কখনও পার্‌বে না। এমন মহা-মহারথী ভ্রাতাগণ থাক্‌তে, আপ-নার আবার অসাধ্য কি আছে? এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি কঠিন কর্ম্ম আছে, যা পাণ্ডবগণ সিদ্ধ ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ হবে?

যুধি। ভাই দ্বারকাপতি! লক্ষ নৃপতি পরাজয় ভিন্ন যে এ যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। বল দেখি, এই লক্ষ নৃপতিগণকে পরাজয় ক'র্‌বার শক্তি কি আমাদের আছে? আর শুনেছি যে, পূর্ব্বকালের যে যে রাজা, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌তে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, সেই সেই নৃপগণকেই বিষম বিপন্ন হ'তে হ'য়েছে। অতএব কেমন ক'রে, এই লক্ষ ভূপালকে বশীভূত ক'র্‌ব এবং কিরূপেই বা নির্ব্বিঘ্নে এই মহাযজ্ঞ সমাধা ক'র্‌ব?

কৃষ্ণ। মহারাজ! মঙ্গলকাজ ক'র্‌তে গেলেই তাতে বিঘ্ন আছে। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তাতে বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আর আপনি এই লক্ষ রাজাকে পরাজয় করা অসম্ভব ব'লে মনে ক'র্‌ছেন; কিন্তু আমি মনে ক'রেছি যে, বিনাক্লেশেই নরপতিগণ আপনার বশীভূত হবেন এবং বিনাযুদ্ধে বিনাক্লেশে এই কার্য্য সিদ্ধ হবার এক কৌশলও হ'য়েছে। শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রাজন্যবৃন্দ সকলেই এখন মগধরাজের নিতান্ত অনুগত, এবং এ ভিন্ন যে সকল ভূপতিগণ মথুরাযুদ্ধে মগধপতিকে সাহায্য প্রদান করেন নাই, দুরাত্মা জরাপুত্র তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, নিজ কারাগৃহে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে। অতএব ধর্ম্মরাজ! হৃদয় হ'তে যেমন একমাত্র বাসনাকে নাশ ক'র্‌তে পার্‌লে, চতুর্ব্বর্গ-সাধন অতি সহজসাধ্য হ'য়ে উঠে, তেমনি সেই মগধেশ্বর জরাসন্ধকে বিনাশ ক'র্‌তে পার্‌লেই, অন্যান্য রাজগণকে বশীভূত করাও আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ-সাধ্য হবে।

যুধি। কি ব'ল্‌লে কৃষ্ণ! জরাসন্ধকে বধ ক'র্‌তে হবে? যে জরাসন্ধ

জগতের অজেয় ব'লে বিখ্যাত; যে জরাসন্ধের পরিত্যক্ত গদার ঘূর্ণন-ধ্বনিতে, তোমার মথুরা বিকম্পিত হ'য়েছিল; যে জরাসন্ধ অষ্টাদশবার যুদ্ধ ক'রেও, তোমার করে অব্যাহতি লাভ ক'রেছে, যে জরাসন্ধ রুদ্রদেব কৈলাসনাথের পরম ভক্ত; যার করে সেই মহারুদ্র-প্রদত্ত মৃত্যুর দোসরস্বরূপ মহাশেল বিরাজ ক'রছে; যে জরাসন্ধের নাম ক'রলে ত্রিভুবন কম্পবান্ হ'য়ে উঠে; সেই জরাসন্ধকে বধ ক'রতে হবে? এ যে জেনে শুনে হুতাশনে ঝাঁপ দিতে হবে। বিষম ঘূর্ণিপাক সম্মুখে দর্শন ক'রে, সেই গভীরগর্জ্জনকারী পাকমধ্যে ইচ্ছা ক'রে যে তরণীসহ গমন ক'রতে হবে ভাই!

ভীম। ক'রতে হ'লই বা; শিক্ষিত কর্ণধাব যদি তরুণীর কর্ণ ধারণ ক'রে থাকে, তাহ'লে সেই ঘূর্ণিপাকে তরণী কখনও নিমগ্ন হয় না। দাদা! আমরা যে এই কর্ণধার সঙ্গে ক'রে সেই ঘূর্ণিপাকে গমন ক'রব। এমন শিক্ষিত কর্ণধার থাকতে কি, আর তরণী মগ্ন হবার আশঙ্কা আছে?

যুধি। কৃষ্ণ রে! জরাসন্ধ-বধ ভিন্ন কি অন্য কোন উপায় নাই? আমি বলি কি যে, প্রথমতঃ বৈধ শান্তি-কর্ম্মাদি দ্বারা পৃথিবীকে সুসাধ্য ক'রে, শেষে সেই জরাসন্ধকে বধ করা যাবে। কেমন ভাই কৃষ্ণ! তুমি এ কথায় কি বল?

ভীম। না, না, তা হবে না। প্রথমতঃ জরাসন্ধ বধ, অবশেষে শান্তি-আচরণ; নতুবা অশান্তি নিবারণ হবে না। দাদা! বীরত্বে আর শান্তিতে অনেক তারতম্য। বীরত্বই হ'ল ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম, আর শান্তি-আচরণ হ'ল নিরীহ বিপ্রগণের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। মহারাজ! আপনি ধর্ম্মের আধার হ'য়ে, এমন

ক্ষত্রধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম ক'র্‌তে উদ্যত হ'চ্ছেন কেন? যে রাজা বীর-ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক, শান্তির কোমল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে অভিলাষ করে, বীরভোগ্যা রাজলক্ষ্মী তাকে কাপুরুষ মনে ক'রে, তখনই তার অঙ্কাশ্রয় ত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। দাদা! আজ ভাগ্যদোষে, স্বয়ং ধর্ম্মকেও আবার ধর্ম্মোপদেশ দিতে হ'চ্ছে, এ হ'তে আর মনস্তাপের বিষয় কি আছে? দাদা গো! একবার সেই মহাকীর্ত্তিশালী ভরত, ভগীরথ, প্রভৃতি নৃপগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ ক'রে দেখুন; তাঁদের সেই ক্ষত্রিয়োচিত বাহুবলের গরিমা, অদ্যাপি সেই মহাত্মাদিগের নামগুলিকে যেন এই সংসার-ফলকে অভিনবভাবে অঙ্কিত ক'রে রেখেছে। আর জরাসন্ধকে বধ ক'র্‌তে এত আশঙ্কাই বা কেন? কেন, আমরা কি বীর নই? আমাদের বাহুতে কি বল নাই? আমাদের এই সুদীর্ঘ শালপ্রমাণ বাহু কি, কেবল অঙ্গের শোভা সম্পাদনের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে? আর সুবিশাল বক্ষ কি, কেবল কণ্ঠমালা দ্বারা ভূষিত হবার জন্যই সৃষ্ট হ'য়েছে? আপনি একবার মাত্র অনুমতি প্রদান করুন, তা হ'লে দেখুন, এই ভীম এবং অর্জ্জুন দুই ভাই মিলিত হ'য়ে, এই সসাগরা পৃথিবীকে জয় ক'রে, হৃষ্টমনে অক্ষতশরীরে পুনরায় আপনার পাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌তে পারে কি না। কেন? এই ভীমার্জ্জুনের বলবীর্য্য কি আপনি প্রত্যক্ষ করেন নাই? যেদিন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক লক্ষ্যবেধ হ'য়েছিল, সেই দিন,—এই পৃথিবীর প্রত্যেক রাজা আমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ ক'রে-ছিলেন। দাদা! সেই দিনকার কথাটা একবার মনে ক'রে

দেখুন ত! সেই সহায়-সম্পদ-বিহীন অস্ত্রাদিশূন্য ছদ্মবেশধারী ভীম অর্জ্জুন দুইজনে, সেই সকল দ্রৌপদী-লাভ-বিমুখ প্রলয়-বিক্ষোভিত-সাগর-তরঙ্গ-সদৃশ, অগণিত স্পর্দ্ধিত উত্তেজিত রাজন্যবর্গকে, মাতঙ্গপদ-বিদলিত-পদ্মবনের ন্যায় দলিত, মথিত ও লাঞ্ছিত ক'রে, জয়-শ্রী লাভ ক'রেছিলাম কি না? সেদিন ছিলাম পথের কাঙ্গাল, আর আজ ত আমরা রাজা। এখন আমাদের সহায়সম্পদ্ আছে, অস্ত্র আছে, যুদ্ধোপযোগী সকলই আছে, এ অবস্থাতেও আপনার জরাসন্ধ-বধের জন্য ভাবনা? আর দাদা! যদিও আমাদের কিছু নাই থাকে, তা হ'লে সব হ'তে যা শ্রেষ্ঠ এবং যা সার, সেই জগদিষ্ট কৃষ্ণ ত আছে? সেদিন ত কৃষ্ণও কাছে ছিল না। নদী পার হবার সুন্দর উপায় থাকৃতেও যদি কেউ নদী পার হবার ভাবনা করে, তবে তার আর উপায় কি? দাদা! ঐ দেখুন, আপনার এই বৃথা শঙ্কা দর্শন ক'রে, অর্জ্জুন কেমন বিষণ্ণভাব ধারণ ক'রেছে। যে অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যারোপণ ক'র্লে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিলোক কম্পিত হয়; যে অর্জ্জুন পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, বৃক্ষ-শাখাস্থ বিহঙ্গমের অপাঙ্গদেশে বাণবিদ্ধ ক'রে পরীক্ষার্থিগণের শীর্ষস্থান অধিকারপূর্ব্বক, শিক্ষা-গুরু দ্রোণাচার্য্যের অতি প্রিয়শিষ্যরূপে পরিগণিত হ'য়েছিল; এবং যে অর্জ্জুনকে শ্রীমাধব স্বয়ং সখা ব'লে সম্ভাষণ ক'রেছেন; যার রথে ঐ দাশরথী নিজেই সারথির পদ পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'রেছেন; দাদা! সেই কৃষ্ণ-সুহৃদ অর্জ্জুন কি সাধারণ বীর? জরাসন্ধ ত দূরের কথা, স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত ঐ পার্থ-সমরে স্থির থাকৃতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হায়! এমন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যাঁর সহোদর, তাঁরও আবার যুদ্ধাশঙ্কা?

অর্জ্জুন। দাদা! আপনার চরণ-দু'খানি ধ'রে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন; দেখুন, আপনার রাজসূয়-যজ্ঞের অন্তরায় দুষ্ট জরাপুত্রকে বধ ক'র্‌তে পারি কি না। দাদা গো! যদি আপনার যজ্ঞ সম্পাদন ক'র্‌তেই না পারি, তবে বৃথা এই গাণ্ডীবভার বহন ক'র্‌ছি কেন? এ গাণ্ডীবী কি কেবল বনবিহঙ্গের ক্ষুদ্র প্রাণ বিনাশের জন্যই, গাণ্ডীবে বাণ-যোজনা শিক্ষা ক'রেছিল?

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! দেখুন, সকলেই আপনার যজ্ঞপূর্ণ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত, অতএব আপনি আমার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ক'রে, মধ্যম-পাণ্ডব এবং তৃতীয়-পাণ্ডবকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন; দেখ্‌বেন, অচিরাৎ আমরা মগধ-বিজয় এবং কারারুদ্ধ রাজন্যগণকে মুক্তিপ্রদানপূর্ব্বক, আবার সেই সকল কারামুক্ত নৃপগণকে আপনার বশীভূত ক'রে, শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন ক'র্‌ব।

যুধি। না ভাই! আর চিন্তা ক'র্‌ব না। তুমি যখন ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে থা'ক্‌বে ব'ল্‌ছ, তখন আর আমার চিন্তা কি? ভাই পাণ্ডবসখা! তোমার জন্যই অদ্যাপি পৃথিবীর সঙ্গে পাণ্ডবনামের সম্বন্ধ আছে। আমরা শৈশবে পিতৃহীন অবস্থায়, জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ নিগ্রহ ভোগ ক'রে, কেবল দুঃখের প্রবলপ্রবাহেই ভাস্‌ছিলাম; তুমি কাণ্ডারী হ'য়ে, এই দীনহীনদিগকে নিজগুণে কৃপা ক'রেছিলে ব'লেই, আমরা সেই সব বিপদার্ণব হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছিলেম। দেখ ভাই! এইরূপ কৃপাই যেন তোমার পাণ্ডবগণের প্রতি চিরদিন থাকে।

ভীম। (সহর্ষে) আহা! এমন সদ্য-ফলদায়ক মহৌষধি ভিন্ন কি,

কেবল মুষ্টিযোগ দ্বারা দাদার এ ব্যাধির আরোগ্য হ'ত? আমরা এতক্ষণ ব'সে কেবল মুষ্টিযোগই প্রদান ক'রেছি; কিন্তু যেই কৃষ্ণ-বৈদ্য এসে উপযুক্ত ঔষধি প্রদান করেছেন, অমনি দাদার দুশ্চিন্তা-ব্যাধির শান্তি হ'য়েছে। প্রাণকৃষ্ণ রে! সাধে কি ভাই, তোকে এত ভাল বাসি? সাধে কি তোকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ এত পাগল হ'য়ে উঠে? তোকে সর্ব্বদা প্রাণের সঙ্গে রাখ্‌ব ব'লেই ত, প্রাণ-পাখীকে এতদিন ব'সে কেবল কৃষ্ণ-বুলি শিখিয়েছি। আমি জানি, তোকে যে যখন প্রাণ খুলে ডাকে, তুই তখনই তাকে দেখা দিস্। সেই ভয়েই আমাদের প্রাণপাখী সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌ছে। তা হ'লে তুই আর অন্যের ডাক শুনে, সেখানে চ'লে যেতে পার্‌বিনে। কেন না, তুই যেই একপদ অগ্রসর হ'বি, অমনিই পাখী তোর পিছন থেকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌তে থাক্‌বে, আর তোর যাওয়া হবে না। কিন্তু দেখিস্ ভাই! এই পাখী যেদিন শিক্‌লী কেটে, পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌বে; তখন যদি তোকে ডাক্‌বাব অবকাশ না পায়, তা হ'লে তুই সেই পাখীর পলায়নকাল পর্য্যন্ত কাছে থাকিস্; তা হ'লে আর কালরূপ মার্জ্জারে তাকে ধ'র্‌তে সাহস ক'র্‌বে না। কৃষ্ণ রে! সকলেই তোকে সাধনা ক'রে, তোর কৃপালাভ ক'রে থাকে; কিন্তু রে পাণ্ডব-বন্ধু! পাণ্ডবেরা সাধনা কাকে বলে, জানে না; পাণ্ডবেরা জানে কেবল এক প্রাণভ'রে ভাল-বাস্‌তে; কিন্তু দেখিস্ ভাই! ভালবেসে অবশেষে যেন কেঁদে বেড়াতে না হয়।

যুধি। জীবনকৃষ্ণ! আজ তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। তুমি এলে, তোমার সঙ্গে আজ তেমন ক'রে কথা বলি নাই।... তা ভাই!

লোকে অনেক সময় নিজের দুঃখ হ'লে, আত্মীয়জনের প্রতি অভিমান ক'রে থাকে। কৃষ্ণ রে! আমরা তোমার উপর ব্যতীত কার উপর অভিমান প্রকাশ ক'রবো ভাই! তুই বই আর আমাদের আপন জন কে আছে? আর তোমার সদানন্দময় মূর্ত্তিখানি দর্শন ক'রেও যে তখন আমাদের নিরানন্দভাব দূর না হ'য়ে, বরং অধিকরূপে নিরানন্দ ভাব উপস্থিত হ'য়েছিল, তারও কারণ আছে; আপন প্রাণের বস্তুকে যদি আনন্দের সময় নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহ'লে সেই আনন্দ দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, আবার নিরানন্দের সময় প্রিয়জন নিকটে এলে, সেই নিরানন্দভাবও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বর্ষা-সময়ে যখন জলের বৃদ্ধি হ'তে আরম্ভ হয়, তখন যদি মেঘবর্ষণ হয়, তা'হলে সেই জল আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—আবার শরৎ-সময়ে জলের হ্রাস আরম্ভ হ'লে, তখন যদি মেঘে বারিবর্ষণ করে, তাহ'লে সেই জলাশয়াদির বারি বর্দ্ধিত না হ'য়ে হ্রাসই হ'য়ে থাকে। তাই ব'ল্‌ছি ভাই! তুমি যেন তার জন্য কিছু মনে ক'র না।

কৃষ্ণ। দাদা! আপনারা কেন আমাকে এত কথা ব'ল্‌ছেন? আমি কখনই আপনাদের প্রতি অসন্তোষ হই না। আপনারা যতদিন আমাকে ভালবাস্‌বেন এবং যতদিন আমাকে স্বইচ্ছায় ত্যাগ না ক'র্‌বেন, ততদিন আমি আপনাদেরই থাক্‌ব।

যুধি। ভাই! কি ব'ল্লে? জীবনকৃষ্ণ! কি ব'ল্লে ভাই? আমরা তোমাকে ত্যাগ ক'র্‌ব? দেহ আত্মাকে ত্যাগ করে, না আত্মা দেহকে ত্যাগ করে? হে আত্মারূপিন্! এই পঞ্চপাণ্ডবরূপ পঞ্চভূতময় দেহখানির আত্মা যে এক তুমি; তবে আমরা

তোমাকে ত্যাগ ক'রব কিরূপে? আর তাও যদি স্বীকার না কর, তা হ'লেও তোমাকে ত্যাগ ক'রতে পারি নে; কারণ, তৃষাতুর ব্যক্তি অনুসন্ধান ক'রে যদি শীতল বারি প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে সে কি কখনও সেই শীতল সলিল পরিত্যাগ ক'রতে পারে? আমরাও যে তেমনি দিবানিশি তোমার কৃপা-বারি পান ক'রবার জন্য কাতর, এবং বহু অন্বেষণে তোমার কৃপা বারি লাভ ক'রেছি। যদি বল যে, বারি পান ক'রলে যখন পিপাসা দূর হয়, তখন আর সে বারির প্রতি আদর থাকে না; কিন্তু কালবারি! আমাদের এই দারুণ পিপাসার ত আর নিবৃত্তি হ'চ্ছে না; যতই তোমার কৃপা-বারি পান ক'রছি, ততই যেন পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হ'চ্ছে। হে তৃষা-নিবারি! আমরা এ পিপাসার শান্তি ক'রতে চাই নে; যেন মরণ-সময় পর্য্যন্ত এ পাণ্ডব-পিপাসা পাণ্ডব-সখা পীতাম্বরেই থাকে। কিন্তু পীতবসন! দে'খ যেন এ পিপাসার সঙ্গে পার্থিব অর্থাদির পিপাসার যোগ হ'য়ে, পরলোকের পথ অপরিষ্কার না করে।

গীত

দে'খ পীতবসন দাসের এই নিবেদন।
তুমি পাণ্ডবের বড় বান্ধব হে,
তাই বন্ধু ব'লে বিপদ্‌কালে,
দেখা দিয়ে ক'র বিপদ্ বারণ॥
প্রাণের পিপাসা বাড়ে, ওহে হরি তোমায় হেরে,
দেখ যেন, সেই তৃষার সনে,—
বৃথা ধনের তৃষায় না হয় হে মিলন।

যুধি। ভ্রাতঃ বৃকোদর! ভ্রাতঃ পার্থ! এস ভাই! আজ তোমাদের উভয়কে মাধব-করে সমর্পণ ক'রে দি; তাহ'লে আর তোমাদের

মগধ-বিজয়ের ভাব্‌না থাক্‌বে না। (ভীম এবং অর্জ্জুনকে কৃষ্ণসমীপে লইয়া) কৃষ্ণ! ধর, ভাই! আমার স্নেহ-সাগরের অমূল্যরত্নদ্বয়কে ধর, এই রত্নদ্বয় আমার নিকট হ'তে তোমার কাছে থাক্‌তেই অধিক ভালবাসে; তাই তোমার করে আজ সঁপে দিলেম। ভাই গোবিন্দ! যুদ্ধক্ষেত্রে যদি জরাসন্ধ কর্তৃক বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে তোমার ঐ কোমল কর-পল্লব দ্বারা আঘাত-স্থান একবার স্পর্শ ক'র, তা'হলেই এদের সকল বেদনা দূর হবে। আয় ভাই ভীম, অর্জ্জুন! তোমরাও যেন মুহূর্ত্তকাল মাধব নাম বিস্মৃত হ'য়ো না। "সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব"; যদি বল, মাধব স্বয়ং সঙ্গে থাক্‌তে, তবে নাম স্মরণে লাভ কি? কিন্তু ভাই! তা নয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সে নিয়ম নয়; কৃষ্ণ হ'তে ওঁর নামগুলিরই গুণ বেশী। তা যদি না হবে, তবে ভোলানাথ ওঁকে দিবানিশি হৃদয়ে ধারণ ক'রেও, হরিবোল, হরিবোল ব'লে পাগল হবেন কেন? তাই ব'লছি ভাই! যেন কৃষ্ণকে পেয়ে ওঁর নাম ভুলে যাস্‌ নে। (কৃষ্ণ-করে সমর্পণ করিয়া) কৃষ্ণ! বল ভাই একবার নিজমুখে বল, যে আমার ভীম অর্জ্জুনকে তুমি আবার এনে আমার করে দেবে? ভীম অর্জ্জুন যে আমার যুগল বাহু; তাই ভয়, পাছে বাহুশূন্য হ'য়ে যুধিষ্ঠিরকে থাক্‌তে হয়।

ভীম। দাদা! ও কি কথা? বলি ও আবার কি কথা? শুভকার্য্যে যাবার সময় ও সব অলক্ষণ চিন্তা কেন? কৃষ্ণ নিজেই যখন ব'লেছেন যে কোন চিন্তা নাই, তখন আবার চিন্তা করা কেন? এখন আপনি ও-সব দুশ্চিন্তাকে মন হ'তে দূর ক'রে, কেবল কল্যাণ-চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে, আমাদিগকে হৃষ্টমনে বিদায় দিন্‌।

নকুল সহদেব রইল, তারাই আমাদের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীচরণ সেবা ক'র্‌বে। এখন দিন্ দাদা! ভীম অর্জ্জুনকে পদরজঃ দিন্। আয় রে আয় অর্জ্জুন! আয়, ধর্ম্মরাজের পদরজঃ গ্রহণ ক'র্‌বি আয়। আমরা কেবল এই পদরজঃ মস্তকে ক'রে এবং এই পদযুগল সেবা ক'রে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হ'য়েছি। অতএব কৃষ্ণ কাছে থাক্‌লেও দাদার পদধূলি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না। (অর্জ্জুন ও ভীমের পদরজঃ গ্রহণ) ভাই চক্রধর! তুই অগ্রসর হ, আমরা তোর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-শোভিত পদতল দেখ্‌তে দেখ্‌তে গমন করি।

কৃষ্ণ। দাদা! কোন ভয় নাই। এ কৃষ্ণ থাক্‌তে পাণ্ডবের একটি কেশমাত্রও কেহ স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আপনি এখন যজ্ঞের অন্যান্য বিষয় সংগ্রহ ক'র্‌তে থাকুন।

যুধি। ভাই কৃষ্ণ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞ ব'লেই অকারণ ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ি; নতুবা যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা, যাঁর প্রতি লোমকূপে কত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ ক'র্‌ছে, সেই তোমা হেন ধনে কাছে পেয়েও, কতরূপ অলীক অভাবনীয় আশঙ্কা ক'রে কষ্ট পাব কেন? ভাই নীরদবরণ! বিদায় কালে তোমার ঐ নবদূর্ব্বাদলনিভ কোমল অঙ্গখানা একবার আমার এই অঙ্গের সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে যাও। শুনেছি, তোমার পদস্পর্শে কাষ্ঠতরণী সুবর্ণময় হ'য়েছিল, পাষাণও মানবী হয়েছিল, আর এই যুধিষ্ঠিরের পাপাঙ্গ কি পবিত্র হবে না?

(কৃষ্ণসহ আলিঙ্গন)

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আহা! ধর্ম্মরাজের অঙ্গস্পর্শ ক'রে আমার অঙ্গ শীতল হ'ল। যা হ'ক, এখন মগধপুরে গিয়ে প্রথমতঃ আমার

প্রাণের ভক্ত সহদেবকে ছদ্মবেশে দেখা দিতে হবে; সেখানে মা হৈমবতীও ছদ্মবেশে সহদেবকে সর্ব্বদা রক্ষা ক'র্‌ছেন, তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে। (প্রকাশ্যে) তবে দাদা! আমরা এখন আসি?

যুধি। চল ভাই! আমিও কিয়দ্দূর তোমাদের অনুগমন করি।

(সকলের প্রস্থান)

একাদশ অঙ্ক

[মগধ কারাগার]

শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পাষাণ-পীড়িতভাবে সহদেব শায়িত

সহ। (সরোদনে) হা কৃষ্ণ! দেখা দিলে না? এত ডাক্‌ছি, এত কাঁদছি তবুও দেখা দিলে না? তবুও কাঙ্গালের প্রতি তোমার দয়া হ'ল না? কৃষ্ণ হে! আর যে পাষাণ-পীড়ন সইতে পারিনে!

বেত্রহস্তে প্রহরীর প্রবেশ

প্রহ। ওরে হতভাগ্য! আবার সেই ঘ্যান্‌ঘ্যানানি? ঐ এক বুলি আর ভাল লাগে না, আর কিছু নূতন থাকে ত তাই ধর্‌।

সহ। প্রহরী! কৃষ্ণনাম কি পুরাতন হয়? যতই বলি, ততই নূতন ব'লে বোধ হয়।

প্রহ। বাবা। ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, কিন্তু তোর মত এমন একগুঁয়ে ছেলে, আমার চৌদ্দপুরুষ কেউ কখন দেখেনি। এত প্রহার, এত পাষাণ-চাপা, বাবা! তবুও তোর ঐ পচা বুলি ছাড়াতে পার্‌লেম না। তোর মত ছেলেকে একটু জুজুর ভয় দেখালেই আঁত্‌কে উঠে; কিন্তু তোকে জুজু কেন, জুজুর বাবাও যদি এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না। কোথায় রাজার ছেলে ব'সে ব'সে কত রাজভোগ খাবি,

মনের আনন্দে যা ইচ্ছে তাই ক'রে বেড়াবি, তা না হ'য়ে আজ যমের দক্ষিণদোরে ঘোর আঁধারময় কারাগারের ধূলায় প'ড়ে, না খেয়ে না নেয়ে, শুট্‌কিমাছের মত দিনরাত আমার প্রহার আর পাষাণ-চাপ সহ্য ক'রছিস্। তোর কপাল নিতান্ত পুড়েছে, নইলে এ দশা হবে কেন ?

সহ। প্রহরি! আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখ কেন, আমাকে মেরে ফেল। যখন আমাকে কৃষ্ণই দেখা দিলেন না, তখন আর বেঁচে থেকে ফল কি ?

প্রহ। তার ত কসুর ক'র্‌ছিনে, তাই বা মরিস্ কই ? আর কোন ছেলে হ'লে, সে কবে এত দিন পটল্ তুল্‌ত। তুই যে দেখ্‌ছি যমের অরুচি হ'য়ে উঠ্‌লি।

সহ। প্রহরি! তবে কি আমার মরণ নেই ? চিরদিনই কি আমাকে এইরূপে কষ্ট পেতে হবে ?

প্রহ। গতিও ত সেই রকমই দেখ্‌ছি। তুই কৃষ্ণ বুলিও ছাড়্‌বিনে আর তোর এ কষ্টও যাবে না।

সহ। প্রহরি! কৃষ্ণবুলি ছেড়ে আর কোন্ বুলি ধ'র্‌ব ? কৃষ্ণবুলি বই যে আমি আর কিছু জানিনে। হা কৃষ্ণ! প্রাণকৃষ্ণ কোথায় আছ।

প্রহ। আবার বুলি ধ'র্‌লি ? আরও কিছু প্রহার খাবার ইচ্ছে হ'য়েছে বুঝি ?

সহ। প্রহরি! তুমি আমায় কি ভয় দেখাচ্ছ ? আমি মরণ সময় পর্য্যন্তও কৃষ্ণবুলি ছাড়্‌ব না।

প্রহ। আচ্ছা, আমিও তবে প্রহার করা ছাড়্‌ছিনে।

(ঘন ঘন বেত্র প্রহার)

সহ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ম'লেম, ম'লেম, আর এ দারুণ প্রহার সহ্য হয় না।
দয়াময়। দয়া কর, দয়াল নামের গুণ দেখাও।

গীত

কোথায় আছ দয়াময়, হও হে সদয়, দেখা দেও মুরারি।
আর, এ ঘোর-যাতনা, সহে না সহে না, বুঝি আজ প্রাণে মরি॥
(এই বিপদে রাখ হে হরি) (তুমি বিপদ বারণ-কারী)
(দেখ) বাঁধিয়ে শৃঙ্খলে মোরে, পাষাণে পীড়ন করে,
(দেখে দয়া কি হয় না হে হরি) (তবে দয়াল নাম ধ'রেছ কেন)
দেখ প্রহরে প্রহরে মোরে প্রহারে কঠিন প্রহরী॥
পড়িয়ে ঘোর অন্ধকারে, (আজ) প্রাণ যায় হে কারাগারে,
(আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই হে) (আমার এই আশঙ্কা সদা মনে)
পাছে হরিনামের পরিণামে কলঙ্ক রটে হে হরি॥

প্রহ। না, না, এতেও কিছু হ'ল না, একখানা পাঁচ-মণে পাথর চাপিয়ে দি। (পাথর চাপাইয়া) কেমন, বলি এখন কেমন লাগ্‌ছে?

সহ। উঃ উঃ! বুক ভেঙ্গে গেল, আর নিঃশ্বাস ছাড়্‌তেও পার্‌ছিনে। প্রহরি! তোমার কি দয়াও নাই?

প্রহ। দয়া আছে কি না, তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? যদি বাঁচ্‌তে চাস্, তবে ও বুলি ছাড়্।

সহ। প্রহরী! আমি তা পার্‌ব না, আমি কৃষ্ণনাম ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। তোমার যদি সাধ মিটে না থাকে, তবে দাও, আরও পাষাণ এনে বুকে চাপা দাও, আরও বেত্রাঘাত কর, আমি তাতে মানা কর্‌ব না। প্রহরি! প্রাণ যে যাবে, তা জান্‌ছি; তবুও সেই মধুর হরিনাম ছাড়্‌তে পার্‌বো না। এখন আমার যে যাতনা দিচ্ছ, কিন্তু কৃষ্ণনাম ছেড়ে ম'লে, তখন এ হ'তে আরও

বেশী যাতনা ভোগ ক'র্‌তে হবে; সে যম-যাতনায় যে আরও কষ্ট। কিন্তু যদি কৃষ্ণ-বুলি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ম'রতে পারি, তাহ'লে আর আমার যম-যাতনা হবে না।

প্রহ। এখনও ভ্যানর ভ্যানর ছাড়্‌লিনে? তোর দেখ্‌ছি যম ঘুনিয়ে এসেছে। (পুনঃ প্রহার) এই যে, এবার আর বুলি বেরয় না, চোক উল্‌টিয়ে পড়্‌ল যে, ম'র্‌লো নাকি? তা ম'র্‌লেই বা ক্ষতি কি, আপদ গেলেই বাঁচি। মহারাজের টানা হুকুম আছে, যতক্ষণ বুলি না ছাড়্‌বে, ততক্ষণ প্রহার, তাতে বাঁচে আর মরে। না, না, ঐ যে চোকে পলক পড়্‌ছে; ম'র্‌বে না, ওর মরণ নাই। থাক্, কিছুক্ষণ এই ভাবেই থাক্, আমি ততক্ষণ আর আর কয়েদীগুলো দেখে আসি। বাবা! কয়েদীও ত কম নয়, কারাগারের সব ঘরগুলিই পুরে গেছে, নরক আজকাল খুব গুলজার। যা হ'ক্, খুব বরাতটা ফাঁদিয়েছিলাম; কত রাজা, কত রাজপুত্তর যে আমার হাতের প্রহার সহ্য ক'র্‌ছেন তার আর ঠিকানাই নাই; এখন যাই।

(প্রস্থান)

সহ। উঃ, উঃ, পিপাসা, পিপাসা, বড় পিপাসা। একটু জল, প্রাণ যায়' একটু জল। কে আমায় একবিন্দু জল দেবে? পাগলী-মাকেও আজ দেখ্‌তে পেলেম না। অন্যদিন সে এসে জল খাইয়ে যায়, আজ সেও আমায় জল দিতে এল না। ওমা! মা গো! কোথায় আছ মা! আমায় একটু জল। মা গো! যার মুখ না দেখ্‌লে, একদণ্ড থাক্‌তে পার্‌তে না, আজ তোমার সেই সহদেব দেখ জল জল ব'লে প্রাণ দিচ্ছে! দিদি! তোমার সঙ্গেও আর দেখা হ'ল না! দিদি! একবার জন্মের মত

আমায় শেষ দেখা দেখে যাও। ওঃ আর যে কথা কইতে পার্‌ছিনে। সব আঁধার সব আঁধার, শরীর অবশ হ'য়ে আস্‌ছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! নিদানবন্ধু! নিদানকালে দেখা দাও। হরি! আজ হ'তে আমার হরিনাম করা ফুরাল, আর তোমাকে ডাক্‌তে পার্‌ব না। আজ দারুণ পিপাসায় প্রাণ গেল।

গীত

পিপাসায় প্রাণ গেল হে হরি।
জল বিনে যে মরি মরি॥
হ'ল না সাধনা আশা মিটিল না,
রহিল মনেতে বাসনা।
ঐ যে শমনে প্রাণ লয় বুঝি হরি॥

সহ। হ—রি—বো—ল—হ—রি—বো—

(অচেতন)

বারিপাত্র-হস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং সহদেবের মুখে জলপ্রদান ও মস্তক কোলে লইয়া উপবেশন।

সহ। (জলপান করিয়া) আঃ—আঃ—আঃ—

কৃষ্ণ। আর জল দেব ভাই?

সহ। কে তুমি আমাকে এই মরণকালে জল দিয়ে বাঁচাতে এসেছ? পাগলী-মা কি তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি ত তোমায় চিন্‌তে পার্‌ছি নে।

কৃষ্ণ। আমাকে এর পরে চিন্‌তে পার্‌বে। এখন তোমার পিপাসা দূর হ'য়েছে ত?

সহ। হাঁ, জলের পিপাসা দূর হ'য়েছে বটে, কিন্তু আরও যে এক প্রবল পিপাসা আছে, তা আর দূর হ'ল না।

কৃষ্ণ। ভাই! কেঁদ না! তোমার সকল পিপাসারই শান্তি হবে।

সহ। তুমি আমাকে বারবার ভাই ব'লে ডাক্‌ছ; কিন্তু আমাকে ভাই ব'লে ডাক্‌বার ত আর কেউ নাই। এক প্রাপ্তি দিদি ডাকৃত, তা সে যে কোথায় তা'ও জানিনে।

কৃষ্ণ। সে সব কথা এখন থাক্, এখন বল দেখি ভাই! তোমার আর কি কষ্ট হ'চ্ছে? তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দি, বুকের পাষাণ ফেলে দি, শেষে চল ভাই! দুই জনে পালিয়ে যাই।

সহ। না ভাই! তা ক'র না। পিতা যখন আমাকে এই ভাবেই রাখ্‌তে প্রহরীকে ব'লে দিয়েছেন, তখন যদি আমি পালিয়ে যাই, তাহ'লে আমার জন্য নিশ্চয়ই প্রহরীরও প্রাণ যাবে। তাই ব'লছি আমি পলায়ন ক'রে প্রাণ বাঁচাতে চাইনে। আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকি। যখন হরিই আমাকে কৃপা ক'র্‌লেন না, তখন আমার এ প্রাণ যাতে যায়, তাই ভাল। ভাই! তুমি যেই হও, আমার যাতে সত্বর প্রাণ যায়, তার চেষ্টা কর, আর তুমিও এখান হ'তে সত্বর পালিয়ে যাও। প্রহরী এসে তোমাকে দেখ্‌তে পেলে, তোমাকেও আমার মত যাতনা দেবে।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আহা! সহদেবের কি সরল ধর্ম্মভয়। নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি নিজের জন্য পাছে অন্যের প্রাণান্ত হয়, সেই ভয়েই আকুল। এমন ধর্ম্ম-প্রাণ ভক্ত-শিশু কি আর কেউ আছে? ধ্রুব, প্রহ্লাদের পরেই সহদেব। কৃষ্ণনামের জন্যই সহদেবের এই অবস্থা। তা হ'ক্ এই দুরবস্থায় পরিণাম বড়ই মধুময়। ভক্ত সহদেবের পরিণামফল মধুময় ক'র্‌ব ব'লেই, এতদিন দেখা দি নাই। শীঘ্রই সহদেবের সুখের দিন উপস্থিত হবে আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। প্রবল ঝটিকার

পর যেমন প্রকৃতি এক মধুর শান্তভাব ধারণ ক'রে, সহদেবও তেমনি দুঃখকষ্ট হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রে, শান্তির বিমল আনন্দ উপভোগ ক'র্বে। (প্রকাশ্যে) সহদেব! চোখ বুজে রইলে কেন ভাই?

সহ। আমার চোখ বুজে থাকা, আর না থাকা দুই-ই সমান। চোখ বুজ্‌লেও আঁধার দেখি, চোখ চাইলেও আঁধার দেখি। ভাই! তুমি জল দিয়ে কেন আমায় বাঁচালে?

কৃষ্ণ। তুমি জল জল ব'লে কাঁদ্‌লে কেন?

সহ। আর কাঁদ্‌ব না। আগে মর্‌বার ভয় ছিল, তাই কেঁদেছি; আর সে ভয় নাই, বেঁচে থাক্‌লেও যখন প্রতিদিনই এইরূপ জল জল ব'লে কাঁদ্‌তে হ'বে, তখন আমার মরণই মঙ্গল।

কৃষ্ণ। না ভাই! তুমি ম'র্‌বে কেন? তুমি ম'র্‌লে, আমার বড় কষ্ট হবে।

সহ। তোমার কষ্ট হবে কেন ভাই? আমার এই কষ্ট দেখে, আমার পিতামাতারই যখন কষ্ট হ'চ্ছে না, তখন আর তোমার কষ্ট হবে কেন ভাই?

কৃষ্ণ। না ভাই! তোমাকে ম'র্‌তে দেব না। তোমার যাতে কষ্ট দূর হয়, তাই ক'র্‌ব।

সহ। ভাই। আমার দুঃখ তুমি দূর ক'র্‌বে? এক মরণ ভিন্ন যে আমার এ দুঃখ দূর হবে না ভাই!

কৃষ্ণ। আবার ঐ কথা কেন ভাই? মরণের কথা আমার কাছে তুল্‌তে পা'র্‌বে না।

সহ। আচ্ছা ভাই! তুমি আমার জন্য এত ক'র্‌ছ, কিন্তু তোমার নিজের পরিচয় দাও না কেন ভাই?

কৃষ্ণ। আমার পরিচয় এর পরে পাবে।

সহ। তুমি কেন আমার জন্য এত ক'র্‌ছ ?

কৃষ্ণ। তোমায় যে আমি ভালবাসি ভাই! তাই তোমার জন্য প্রাণ কেমন করে!

সহ। আমায় ভাল বেস না। আমাকে ভালবাস্‌লে, কেবল কাঁদ্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। সহদেব! ভাই! তুমি অমন কথা ব'লো না, আমি তোমাকে আরও ভালবাস্‌ব।

সহ। ভাই! তুমি কে? তোমার পায়ে পড়ি, বল তুমি কে? আর তুমি কেমন ক'রেই বা এই কারাগারে উপস্থিত হ'লে? ভাই! তুমি এমন মিষ্টি কথা কোথায় শিখেছিলে? তোমার কোলে মাথা রেখে বড় শান্তি হ'চ্ছে। আর আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছ, তাতে যেন আমার সকল শরীর শীতল হ'য়ে যাচ্ছে। পাষাণের ভারও যেন আর তেমনধারা ভারী ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। ভাই! বল, বল তুমি কে?

গাহিতে গাহিতে পাগলী-মার প্রবেশ

গীত

কে বলে দয়াল তারে, দয়া নাই ক তার অন্তরে
কাঁদাতে সে ভাল বাসে, কাঁদে না সে কার তরে॥
অকূলে ভাসিয়ে শেষে,
কূলে ব'সে ব'সে হাসে,
কোলে তুলে লয় না রে সে, তাইতে বলি পাষাণ তারে॥

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) এই যে মা হৈমবতী; পাগলিনীবেশে আমাকেই তিরস্কার ক'র্‌তে ক'র্‌তে এখানে আস্‌ছেন। আহা! মায়ের এই ছদ্মবেশ কি মধুর!

সহ। পাগলী-মা! তুই এসেছিস্? আজ জল জল ব'লে, প্রাণ যাবার যো হ'য়েছিল। শেষে এই দয়াবান্ ইনি এসে আমাকে জল পান করিয়েছেন। পাগলী-মা! তোর মত ইনিও আমাকে ভালবাসেন।

পাগলী। বাবা! পাগল আজ বড় ক্ষেপে উঠেছিল, তাই আজ আস্তে আমার দেরি হ'য়েছে।

সহ। পাগলী-মা! আর কতদিন এ ভাবে কাটাব? কৃষ্ণ আমাকে আর দয়া ক'র্‌লেন না।

পাগলী। বাবা! সত্য সত্যই তাঁর দয়ামায়া নাই। আমি আগে তা জান্‌তেম না, তাই তোমায় ঐ কথা ব'লেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি সে বড় নিষ্ঠুর।

কৃষ্ণ। সে নিষ্ঠুর তুমি কিসে জান্‌লে?

পাগলী। ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয়। হি হি হি!

কৃষ্ণ। কৈ? ইক্ষুরও ত ফল নাই, তাই ব'লে কি তাকে কেউ চিন্‌তে পারে না? বরং ইক্ষুই সকল বৃক্ষ হ'তে অনেকাংশে উপকারী, তার রসও অতি মধুর।

পাগলী। না গো না, সকলের পক্ষে নয়। যারা তাকে পেষণ ক'র্‌তে পারে, তারাই তার উপকার এবং সুরস আস্বাদন ক'র্‌তে পারে; আর যারা অতি শিশু, তারা তা পারে না।

কৃষ্ণ। তবে হরিকে শঙ্কর এত ভালবাসেন কেন?

পাগলী। হি হি হি, সে কেবল পাগল হবার জন্য।

কৃষ্ণ। কেন, শঙ্কর কি হরির কৃপালাভ ক'র্‌তে পারেন নাই?

পাগলী। পার্‌বেন না কেন গো! পেরেছে; যা কিছু ছিল, তা সেই শঙ্করই নিয়ে ব'সে আছে, আর কারুর পাবার যো নাই।

কৃষ্ণ। এ তোমার ভুল ধারণা।

পাগলী। আমার না গো, সে ভুল তোমার।

কৃষ্ণ। তবে তাকে ভক্তের ঠাকুর বলে কেন ?

পাগলী। আমি বলি, ভক্তকে কাঁদাবার ঠাকুর। ছি ছি ছি, সে নাকি আবার ভক্তের ঠাকুর, কেবল ছলনায় চতুর।

কৃষ্ণ। পাগলিনী। সে দোষ হরির নয়, সে দোষ তার জননীর; কারণ তার জননী হ'লেন মহামায়া, তা মহামায়া নিজেই যখন ছলনাময়ী, তখন তার সন্তান ত ছলনাময় হবেই।

পাগল। ছলনাই না হয় তার মায়ের কাছে শিখেছে, কিন্তু দয়া না থাকাটা কার কাছে শিখেছে ?

কৃষ্ণ। আমি ত ব'ল্‌ছিই যে, তিনি দীনের দয়াল; তবে যদি দয়ার কিছু অভাব হ'য়ে থাকে, তা'হলে সে সেই মায়ের দোষ। কেন না, তার মা হ'চ্ছেন পাষাণনন্দিনী পার্ব্বতী। তা মা যখন পাষাণী, তখন ছেলের কঠিন হওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

সহ। পাগলী-মা! তোমরা ঝগড়া ক'র্‌ছ কেন? আর আজ তুমি আমার কাছে হরির নিন্দাই বা ক'র্‌ছ কেন ? কৃষ্ণ-নিন্দা শুন্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়!

পাগলী। না বাবা! এই চুপ ক'রলেম। আর তোমার কৃষ্ণ-নিন্দা ক'র্‌ব না। (কৃষ্ণের প্রতি জনান্তিকে) যা হ'ক্ কৃষ্ণ! মায়ের কথায় যেন মনে কিছু ক'র না। আজ অনেক দিন পরে তোমার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিখানি দর্শন ক'রে ত্রিনয়ন সার্থক হ'ল। এখন বল দেখি হরি! এই ছদ্মবেশেই থাকবে না, সহদেবকে নিজের পরিচয় দেবে ? না, এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই ?

কৃষ্ণ। না জননি! আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই; যথেষ্ট হ'য়েছে। জরাসন্ধের সময়ও উপস্থিতপ্রায়; আমি পাণ্ডুতনয় ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে ক'রে এই মগধপুরে উপস্থিত হ'য়েছি; শীঘ্রই ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হবে এবং বন্দিগণও মুক্ত হবে। আর আমার প্রাণের ভক্ত সহদেবকে এই মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌ব। এখন আর সহদেবকে আত্মপরিচয় প্রদান ক'র্‌ব না। তাহ'লে আমার অভিসন্ধি প্রকাশ হ'তে পারে। কেন না, জরাসন্ধকে একটু কৌশলে বিনাশ করাতে হবে।

পাগলী। হরি হে! তোমার খেলা তুমিই জান। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

কৃষ্ণ। মা গো তোমার জন্যই আমার ভক্ত সহদেব নানা বিপদ্ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে। মা গো! কৃষ্ণভক্তের অকল্যাণে পাছে আমার গৌরবের হ্রাস হয়, এই ভয়েই তুমি সর্ব্বদা আমার ভক্তকে রক্ষা ক'রেছ। মা গো! আমার প্রতি যদি তোর এত মায়াই না থাক্‌বে তবে তোকে মা ব'লে ডাক্‌ব কেন?

পাগলী। আমি কি কেবল তোমার গৌরব রক্ষার জন্যই সহদেবকে এতদিন রক্ষা ক'রেছি? তা নয়, হরি-ভক্তের অঙ্গস্পর্শ ক'রে আত্মাকে কৃতার্থ ক'র্‌ব এবং ঐ সূত্রে তোমাকে দেখ্‌তে পাব এই ব'লেই আমি তোমার ভক্তকে রক্ষা ক'রেছি।

কৃষ্ণ। তবে মা! আজ এখন বিদায় হই। আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে। এই যে সহদেবও নিদ্রিত হ'য়েছে, এই সময়েই যাওয়া কর্ত্তব্য।

পাগলী। চল কৃষ্ণ! আমিও যাই। ঐ যে প্রহরীও আস্‌ছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ

প্রহরী। এই যে ছোঁড়াটা চোক বুজেই আছে। নিশ্বাস প'ড়্ছে দেখ্‌ছি তবে মরে নাই। মহারাজের এখন নূতন হুকুম, কুমারকে এবার মশানে নিতে হবে এবং সেখানে গিয়ে কেটে ফেল্‌বার ভয় দেখাতে হবে; যদি সেই ভয়ে ঐ পোড়া বুলি ছাড়ে। যাই এখন যেমন আছে, এই ভাবেই নিয়ে যাই।

(শায়িত সহদেবকে লইয়া প্রস্থান)

দ্বাদশ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মগধ রাজপথ]

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। লোকে কথায় ব'লে থাকে যে, "পেটের দায় বড় দায়"। একমাত্র পেটের জন্যই মানুষ বিব্রত। ভাই বল, বন্ধু বল, এ সবই এক পেটের জন্য। এই উদরের চিন্তা না থাকলে, আর চিন্তা কি ছিল? "কা কস্য পরিবেদনা।" বিশেষতঃ, আবার আমার পক্ষে। উদরের ভাবনাটা সাধারণ অপেক্ষা আমার কিছু প্রবলা। আমার এ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরটী যেন কিছুতেই আর পূর্ণ হ'তে চায় না। ইচ্ছাটা যেন এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সবই একবারে গ্রাস ক'রে ফেলে। লোকে ক্ষুধার একনাম সাধু-ভাষায় জঠরানল ব'লে থাকে। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, যদি কেবল "অনল" হ'ত, তা হ'লে জল দিলেই নির্ব্বাণ হ'ত; এ তো তা নয়, এর নাম "বাড়বানল"; এ অনল জলে নির্ব্বাণ হবার নয়। আজন্মটাই কেবল উদরদেবের সেবাশুশ্রূষা ক'রেই কাটিয়ে দিলেম। "যত কিছু উপার্জ্জনং এই উদরদেবে সমর্পণং"। তা, নিজের উপার্জ্জনে কুলাবার নয়, ভাগ্যে এমন ব্রাহ্মণ-ভক্ত

রাজা জরাসন্ধের আশ্রয় পেয়েছিলাম। মহারাজের অন্য যত দোষ থাক্ না কেন, কিন্তু দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি! এই ভক্তিতেই মহারাজের মুক্তি হবে, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেই আছে যে, "তস্মিন্তুষ্টে জগত্তুষ্টং।" অর্থাৎ কি না, আমাদের সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লেই জগৎ তুষ্ট থাকে। যা হ'ক্, মহারাজের এই সুবৃহৎ ভোজনাগারটী আমার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত র'য়েছেন। গিয়ে উপস্থিত হ'তে পার্‌লেই হল। এরূপ অবারিত দ্বার না থাক্‌লে কি এ জঠরদেবের পূজাটী ষোড়শোপচারে সুসম্পন্ন করা যে'ত? নতুবা নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর ক'র্‌লে, কবে এতদিন পৈতৃক বাস্তুভিটেটীর উপর ঘুঘুর নৃত্য আরম্ভ হ'ত। এই সেদিন শুন্‌লেম যে, মহারাজকে না কি কতকগুলি পরী এসে কোথায় নিয়ে গেছে; আমি শুনেই ত একেবারে ব্রাহ্মণীশর্ম্মার বৃহৎ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নযুক্ত বপুখানির উপরেই মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন; শেষে যখন শুন্‌লেম যে, মহারাজ পুনরায় আগমন ক'রে, এক মহাযজ্ঞের আয়োজন ক'র্‌ছেন, তখন বেঁচে উঠ্‌লেম। যাই, এখন দেখা যাক্‌গে, যজ্ঞের কত দূর কি উদ্যোগ করা হ'য়েছে।

নেপথ্যে—

শুন সবে নগরবাসী হ'য়ে এক মন,
মহারাজ জরাসন্ধের এই নিমন্ত্রণ।
কাল সকালে রাজবাড়ীতে রুদ্রপূজা হবে,
(আর) হাজার হাজার বন্দিগণে বলিদান দেবে।
ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা সঙ্গে ক'রে সবে,
রাজবাড়ীতে বলিদান দেখ্‌তে সবাই যাবে।

বিদূ। ঐ যে, ঘোষণা-প্রাচারক, যজ্ঞের কথাই প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। তবে আগামী কল্য ফলাহারের বন্দোবস্তও বিশেষরূপেই হবে। তবে এখন সেই পাকা-ফলারের স্তোত্রটা একবার আবৃত্তি ক'রে রাখি।

স্তব

ত্বাং নমামি লুচি-দেবং চক্রাকার-গঠনম্।
চিনি-সহ, তব দেহ, খেতে অতি সুরসম্,
আস্তে আস্তে দন্তে দন্তে করি তোমা চর্ব্বণম্,
ত্বাং নমামি লুচি-দেবং চক্রাকার-গঠনম্॥
ত্বাং নমামি কচুরি হে! খর্ব্বাকার-শরীরম্।
ভেলে লুণে অঙ্গ তব করে ময়রা বর্দ্ধনম্,
কচর্ মচর্ শব্দে কর পেট-মধ্যে গমনম্,
ত্বাং নমামি কচুরি হে! খর্ব্বাকার-শরীরম্॥
ত্বাং নমামি রসগোল্লে! রসপূর্ণ রসিকম্।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য ত্বং হি, ত্বং হি ত্রিগুণাত্মকম্,
রস-রঙ্গে রসে রহ অঙ্গ করি মজ্জনম্,
ত্বাং নমামি রসগোল্লে! রসপূর্ণ রসিকম্॥
ত্বাং নমামি পাণিতোয়ে! হংসডিম্ব-স্বরূপম্।
চুষে চুষে তব রসে পেট করি পূরণম্,
ময়রা ব'সে হেসে হেসে পয়সা করে গ্রহণম্,
ত্বাং নমামি পাণিতোয়ে! হংসডিম্ব-স্বরূপম্॥

ইতি শ্রীফলাহারশাস্ত্রে অঘোর-কৃতং ফলাহারস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলাহার ॥

প্রণাম

সদ্যঃ ক্ষুধাবিনাশী ত্বং লম্বোদর-প্রপূরক।
নৃত্যন্তি পেটুকা যস্মাৎ ফলাহার নমোনমঃ ॥

(সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যজ্ঞাগার]

(স্থাপিত শিবলিঙ্গ-সম্মুখে হাড়ীকাঠ এবং
অন্যান্য পূজোপকরণ)

বন্দী রাজগণকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ

প্রহ। আর কি দেখ্‌ছ? আজ এই হাড়ীকাঠেই তোমাদের বলিদান হবে।

(একদিকে রাজগণকে লইয়া অবস্থান)

পট্টবস্ত্র-পরিহিত জরাসন্ধের প্রবেশ

জরা। প্রহরিগণ! কারাগৃহ হ'তে সমস্ত বন্দিগণকে এখানে আনয়ন ক'রেছ ত? দে'খ, যেন একটী বন্দীও অবশিষ্ট না থাকে।

প্রহ। মহারাজ! সকলকেই এনেছি, কেবল রাজকুমারকে আন্‌তে পারি নাই।

জরা। কেন? কেন?

প্রহ। মহারাণী স্বয়ং এসে রাজকুমারকে মুক্ত ক'রে নিয়ে গেছেন।

জরা। আচ্ছা! সে বিষয় এর পরে বিবেচনা করা যাবে, এখন তোমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত বন্দিগণকে রক্ষা কর। আমি রুদ্র-পূজায় প্রবৃত্ত হই।

শুন, অন্য রক্ষিবর্গ! আমার আদেশ,
সিংহদ্বার কর রক্ষা—অতি সাবধানে।
যতক্ষণ রুদ্রপূজা না হইবে শেষ,
ততক্ষণ কীট কি পতঙ্গ,
কেহ যেন না পশে এ পুরে।
ঘটিলে পূজায় বিঘ্ন, প্রমাদ ঘটিবে।
একে একে সকলের শির কাটা যাবে।

(পূজায় উপবেশন)

(করপুটে) রুদ্রদেব! রুদ্রতেজঃ লভিবার তরে,
পূজিব তোমায় আজি বিল্বপত্রদলে।
আশুতোষ! লহ পূজা প্রসন্ন-অন্তরে,
দিব নরবলি আজি তোমায় তুষিতে।

স্তব

কৃত্তিবাস কপালভৃৎ কন্দর্প-দলন,
কপর্দ্দী করাল-কাল-কণ্টক-নাশন।
ত্রিলোচন ত্রিলোকেশ ত্রিতাপহরণ,
ত্রিশূলে ত্রিপুর-রিপু ত্রিপুর-ত্রাশন।

পরমেশ পশুপতি পার্ব্বতী-বল্লভ,
পঞ্চানন পরন্তপ পাতকি-দুর্ল্লভ।
বিশ্বনাথ বিশ্বরূপ বিশ্ববিঘাতক,
বামদেব বিরূপাক্ষ বিঘ্নবিনাশক।
ভব ভীম ভবারাধ্য ভূতি-বিভূষণ,
ভূতপতি ভুবনেশ ভৈরব ভীষণ।
মহাকাল মহারুদ্র মদন-মথন।
মহেশ্বর মহাদেব মহেন্দ্র-মোহন।
নমঃ শম্ভু শূলী শিব শশাঙ্ক-শেখর।
নমঃ সর্ব্ব সদানন্দ সতীশ শঙ্কর।

(বম্ বম্ শব্দে গালবাদ্য করণ)

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

জরা। (সকম্পে) হের রক্ষি! কোথা হেন ভৈরব নিনাদ।

(নেপথ্যে পূর্ব্ববৎ ধ্বনি)

জরা। (সবিস্ময়ে) পুনঃ শুনি ভয়ঙ্কর ধ্বনি।

(নেপথ্যে পূর্ব্ববৎ ধ্বনি)

জরা। আবার আবার সেই ভীষণ নিনাদ।
টল্মল্ করিছে নগরী।
নাহি পারি, স্থিরভাবে পূজিতে মহেশে।

সবেগে জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! মহারাজ!
গিরিব্রজে অদ্ভুত ব্যাপার!
দেখিলাম ছিন্ন ভিন্ন সঙ্কেতের ভেরী

দুর্জ্জয় সে নাগদ্বয় ত্যজিয়াছে দ্বার,
পঞ্চগিরি চূর্ণ হ'য়ে মিশেছে ধূলায়।

জরা। কি বলিলি ?
ছিন্ন ভেরী, চূর্ণ গিরি, অদৃশ্য ভুজঙ্গ ?
কে করিল হেন কর্ম্ম দেখ্ ত্বরা করি।

(দূতের প্রস্থান)

জরা। অহো! কে এমন ধরাধামে জন্মিল বীরেন্দ্র!
ইচ্ছিল সে মম সনে বিরোধ সাধিতে।
কোন্ পিপীলিকা আজি মরিবার তরে,
পাখা মেলি উড়িল রে গগন-প্রাঙ্গণে।
কোন্ ফেরু মৃত্যু আলিঙ্গিতে,
নিদ্রিত কেশরি-কেশ করিল কর্ষণ।
কোন্ মূঢ় নিজ ক্ষুদ্র জীবন-তরণী,
ভাসাইল জলধির প্রবল-প্রবাহে।
বুঝিলাম ধরা হ'তে,
নৃপ-নাম করিবারে লোপ—
বিধি-ইচ্ছা হ'য়েছে প্রবল।
(ভয় ও বিস্ময়ের সহিত)
এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা,
একি হেরি ? রুধিরের উষ্ণ প্রস্রবণ—
অকস্মাৎ ছুটিছে চৌদিকে।
বুঝিলাম বিপদের পূর্ব্বসূত্রপাত।
সৈন্যগণ!
ধর অসি দৃঢ় করি।

হের ঐ পঙ্গপালসম—
আসে শত্রু অগণন।
হও অগ্রসর, বীরমদে মাতি—
বধ শত্রু, বধ শত্রু,
একপদ (ও) পুরীমাঝে না দিও আসিতে।
কোথা সৈন্যদল! হও সাবধান;
ঐ আসে ঐ আসে শত্রু পুরী-মাঝে।
বধ শত্রু, মার শত্রু, কাট শত্রু সুতীক্ষ্ণ অসিতে।
মার্ মার্ রবে মহামার উঠাও ত্বরিতে।
হুহুঙ্কারে কাঁপাও ব্রহ্মাণ্ড।
না, না, না, তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
বুঝি আগে, শত্রু কিম্বা মিত্র।
(কিঞ্চিৎ পরে)
হা, হা, হা (হাস্য)
কি ভ্রম, কি ভ্রম, কোথা শত্রু!
শত্রু মোর নাই পৃথিবীতে;
তবে আচম্বিতে শত্রুশঙ্কা কেন বা হইল?

কে ও? রুদ্রদেব! ভুবনপূজ্য রুদ্রদেব! আমার পরমারাধ্য প্রমথ-পতি রুদ্রদেব? কেন দেব! আজ এ মূর্ত্তি কেন? ও যে বড় ভীষণ মূর্ত্তি, ও মূর্ত্তিতে ত ভক্তের মন ভোলে না; ও যে প্রভো! সেই সংহার-মূর্ত্তি; আমাকে কি সংহার ক'র্‌বে? পশুপতি! আমার কি তবে সেই সময় উপস্থিত হ'য়েছে? না, না, এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই; তবে ও মূর্ত্তি কেন? কৈ প্রভো। সেই শান্তিময় প্রশান্ত সদানন্দ শিবমূর্ত্তি কৈ? কৈ

সেই সিদ্ধিপানবিভোর আধনিমীলিত নয়নের সেই ঢুলু ঢুলু মধুর ভাব কৈ? আজ শশাঙ্কের শীতল রশ্মিতে, কে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ কিরণ মিশা'য়ে দিল?

ওঃ! ওঃ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!
আপিঙ্গল রুক্ষজটা ঊর্দ্ধভাবে শিরে।
ত্রিলোচনে মুহুর্মুহু ঝলকে অনল।
বম্ বম্ বব বম্ ঘন বাজে গাল।
মধ্যে মধ্যে অট্টহাস বিশ্বনাশকারী।
তাহে পুনঃ ডিমি ডিমি ডমরুর ধ্বনি।
ভীষণ ভুজঙ্গকণ্ঠে উগরে গরল,
লট্‌পট্ কটী-তটে করে চর্ম্ম-বাস।
টল্‌মল্ করে গঙ্গা মস্তক উপরে।
এ কি হে প্রমথনাথ! কেন হেন ভাব?
ভক্তের কোমলভাবে,
নাহি মিলে উগ্রভাব তব।
ও কি? ও আবার কি কর?

ত্রিশূল উত্তোলন কর কেন? যে ত্রিশূলে ত্রিপুরাসুরকে নিধন ক'রেছিলে, যে ত্রিশূলে ত্রিলোক সংহার কর, সেই ত্রিশূল? সেই মহাপ্রলয়কারী বিশ্বঘাতী ত্রিশূল আজ ভক্তের প্রতি উত্তোলন?

এ কি কর্ম্ম কর পঞ্চানন!
ভক্তে বধি ভক্তঘাতী নাম লবে?

ও কে? ও আবার কে? কৃষ্ণ নয়? গোপ-তনয় কৃষ্ণ নয়? সেই ত বটে, সেই গোপালক কৃষ্ণই ত বটে।

রুদ্রদেব !
অস্পৃশ্য নারকী ঐ গোপকুলাঙ্গার,
আমার পরমশত্রু কৃষ্ণ দুরাচার।
তারে কেন তব পাশে হেরি ?
এ দৃশ্য যে নাহি সহ্য হয়।
ও কি হেরি পুনঃ !
রুদ্রদেব প্রবেশিল কৃষ্ণদেহ-মাঝে,
কি আশ্চর্য্য ! সুদীর্ঘ সেই ভীম কলেবর
কৃষ্ণের ঐ ক্ষুদ্র কলেবরে,
দেখিতে দেখিতে গেল মিশাইয়া।
সূচীরন্ধ্রে প্রবেশিল প্রবল মাতঙ্গ ?
এ কি ? চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল একে একে সবে,
প্রবেশিছে কৃষ্ণ-লোম-কূপে !
যেদিকে নেহারি, সেই দিকে—
কৃষ্ণ-দেহ করি বিলোকন।
বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ এ যে অপরূপ,
এই কি সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ ?
এই কি সেই মহাবিষ্ণু বিরাটপুরুষ ?
এ হ'তে কি ব্রহ্মাণ্ডের হ'য়েছে প্রসব ?
এ হ'তে কি মহামায়ার হ'য়েছে উদ্ভব ?
আ হা হা ! এ আবার কি রূপ রে !
সুন্দর সুনীল কিবা রাজীব-লোচন,
শিখি-পুচ্ছ-শিরে শোভে ভুবন-মোহন।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা রাজে পদতলে,
সুচারু চিকণ কিবা গুঞ্জমালা গলে।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আহা কি মধুর নাম, কৃষ্ণনাম, মরি কি মধুর নাম! পিপাসার শান্তি, ভবক্ষুধার নিবৃত্তি, রসনার অনন্তভৃপ্তি, বাসনার একান্ত বিরতি, কি মধুর নাম! আনন্দের লহরী, শান্তির মাধুরী, সুখের বল্লরী, কি মধুর নাম!

রসনা রে!
কর পান, প্রাণ-ভরি কৃষ্ণ-নাম-সুধা,
প্রাণ-পাখী! কর গান কৃষ্ণ-নাম-গাথা।
নয়নযুগল!
হের রূপ নবঘনশ্যাম,
মূঢ় মন! ভাব ঐ পদ অবিরাম।

গীত

দেখ আঁখি আঁখি-ভরি, কিবা অপরূপ মাধুরী।
শিরে শোভা মনোলভা শিখি-পাখা মরি মরি॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম-ঠাম, নবীন নীরদ-শ্যাম,
সুমধুর রাধা-নাম-সাধা বাঁশী করে হেরি॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা, পদতলে কিবা আঁকা,
মোহন রূপেতে দেখা, দিও অঘোরে মুরারি॥

জরা। ওকি, ওকি, ওকি,
অন্ধকার নরক-আগার,
কত পাপী পরিত্রাহি ডাকে।
ঘৃণা, ঘৃণা,
উগরিছে মুহুর্মুহুঃ নারকীয় দল,
কৃমি সহ পূতিগন্ধ পুরীষের রাশি।

কোথা বা জ্বলিছে ঐ প্রচণ্ড কটাহে,
হু হু শব্দে হুতাশন পাপী দহিবারে।
কোথা বা ভুজঙ্গ করে ভীষণ গর্জ্জন,
কোথা বা কবন্ধশ্রেণী ভীম-দরশন।
কোথা বা ভ্রমিছে দীর্ঘ নাসিকার দল,
কোথা বা ডাঙ্গস হাতে হাঁকে কাল-দূত।
কোথা বা ঘুরিছে চক্র অতি দ্রুতবেগে,
কোথা বা নাচিছে বক্র বিকট-দশন।
কোথা চক্র, কোথা ব্যাঘ্র, কোথা বা হর্য্যক্ষ,
কোথা বা উড়িছে উগ্র গৃধ্র রক্ত-কণ্ঠ।
ওহো হো,
ঐ আসে, ঐ পশে, ঐ বুঝি গ্রাসে,
ঐ ডাকে, ঐ হাঁকে, ঐ বুঝি নাশে।
গেল গেল প্রাণ গেল কে আছ কোথায় ?
রক্ষ মোরে, রক্ষ মোরে, করি কৃতাঞ্জলি।
কৈ ? না, কিছুই না, সব প্রহেলিকা,
দেখিনু স্বপনমাঝে যত বিভীষিকা।
রক্ষিগণ! বন্দিগণে কর বলিদান,
রুদ্রপূজা বিধিমতে করি অবসান।

(নেপথ্যে) মাভৈঃ মাভৈঃ—
বল যত বন্দিগণ হরি হরি ধ্বনি,
বিষম বিপদে ত্রাণ করিবেন তিনি!

জরা। কে রে ? কুলাঙ্গার পুত্র বুঝি ?
কুলাঙ্গার সহদেব! তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

বন্দিগণ। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।

জরা। সাবধান, না করিস্ শত্রু-নাম)

অদূরে বিপ্রবেশে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

জরা। (স্বগতঃ) কে ইহাঁরা তিন জন?
ব্রাহ্মণসূচক পবিত্র যজ্ঞীয়সূত্র বিলম্বিত গলে।
কিন্তু অস্ত্রচিহ্ন কেন হেরি ব্রাহ্মণ-শরীরে?
ছদ্মবেশী শত্রু কিবা?
যে হ'ক্ সে হ'ক,
বিপ্রবেশে আসিয়াছে সমীপে যথন,
করিব বিপ্রের সম শ্রীপদ পূজন।

(প্রকাশ্যে)

প্রণমি হে দ্বিজত্রয়! চরণ-পঙ্কজে,
কি বাসনা? কহ দাসে, করিব পূরণ।
আর এক কথা মোর শুন দ্বিজগণ!
কি কারণে পুষ্পমালা ক'রেছ ধারণ?
বিপ্রকণ্ঠে পুষ্পমালা শাস্ত্রের নিষেধ,
তাই বাড়ে সন্দেহ অন্তরে;
দেহ সবে নিজ পরিচয়।

কৃষ্ণ। পুষ্পমালা রাজলক্ষীর প্রিয়,
তাই মালা ক'রেছি ধারণ।

জরা। রাজলক্ষীর প্রিয়, কিন্তু বিপ্রলক্ষীর নয়?

কৃষ্ণ। দিয়েছি কি বিপ্র ব'লে তোমা পরিচয়?

জরা। তবে কেন যজ্ঞসূত্র ধরিয়াছ গলে?

কৃষ্ণ। বিনা ক্লেশে পুরীমাঝে প্রবেশিব ব'লে।
জরা। কোন্ পথে এলি তোরা গিরিব্রজমাঝে ?
কৃষ্ণ। পঞ্চগিরি চূর্ণ করি আসি গুপ্তপথে।
জরা। ছিল যে দ্বারেতে ভেরী ভীম নাগদ্বয় ?
কৃষ্ণ। সে সব ক'রেছি মোরা প্রথমেই ক্ষয়।
জরা। হাঁ, চোর তোরা পাইনু প্রমাণ,
রক্ষি! কর বন্দী চোর তিন জনে।
কৃষ্ণ। নহি চোর, শত্রু আমি তব।
জরা। ছিঃ ছিঃ, শিশু তুই,
করে শত্রু ছিলি মম।

কৃষ্ণ। মগধরাজ! স্মরণ হয় না? যার সঙ্গে অষ্টাদশবার সংগ্রাম ক'রে পরাস্ত হ'য়েছিলে; যে তোমাকে বন্ধনমুক্ত ক'রে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিল; যার চক্রধারায় তোমার প্রধান প্রধান সৈন্যগণ, সেনাপতিসহ মথুরা-রণক্ষেত্রে নিহত হ'য়েছিল; আমি তোমার সেই পূর্ব্ব-অরি কৃষ্ণ।

জরা। কি? কৃষ্ণ! তুই সেই কৃষ্ণ? তুই সেই গোপোচ্ছিষ্টভোজী—গোপ-পাদুকাবাহী—গোপী-কুল-সতীত্বাপহারী—দুষ্ট—নিকৃষ্ট-চিত্ত-কৃষ্ণ? যে আমার ভয়ে ভীত হ'য়ে, মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে গিয়ে বাস ক'রেছিস, ওরে তুই সেই কৃষ্ণ? হাঁ রে, নির্লজ্জ বালক! আজ আবার তোর এ দুর্ম্মতি হ'ল কেন? আর, ও-দু'টীকেই বা সঙ্গে ক'রে এনেছিস্ কেন? বল্ ওরা কে?

কৃষ্ণ। ইনি তোমার কালস্বরূপ পাণ্ডুপুত্র, মধ্যমপাণ্ডব বৃকোদর। যে বৃকোদর অযুত মত্তহস্তীর বলধারণ করে; যে বৃকোদরের

মুষ্ট্যাঘাতে, তোমার চৈত্য আদি পঞ্চপর্ব্বত চূর্ণ হ'য়েছে ; ইনিই সেই ভীম। আর এই সেই তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুন। যে অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহনে দহনের অনুকূলতা ক'রে, অতুলনীয় গাণ্ডীব লাভ ক'রেছিল ; যে অর্জ্জুন, লক্ষ্যবেধে বীরনৈপুণ্যে পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনপূর্ব্বক, জগতে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর নাম ধারণ ক'রেছে ; এই সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তৃতীয় সহোদর এবং আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন।

জরা। দুর্ব্বৃত্ত! ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ, বৃথা বাচালতা প্রকাশ ক'র্‌তে হবে না! এখন বল্, তোদের উদ্দেশ্য কি?

কৃষ্ণ। উদ্দেশ্য মহৎ। প্রথমতঃ এই সকল বন্দিগণকে মোচন করান ; যদি তুমি সহজে মোচন না কর, তাহ'লে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তোমাকে বধ করা। এখন যদি মৃত্যুভয় থাকে, তবে এই নির্দ্দোষ নৃপগণকে মুক্ত কর ; নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে সংগ্রামে অগ্রসর হও।

জরা। কার সঙ্গে সংগ্রামে অগ্রসর হব রে, হতভাগ্য! তুই ত ভীরু, কাপুরুষ, তস্কর, তোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আর কলঙ্ক সঙ্কলন ক'র্‌তে প্রবৃত্তি নাই। তবে তোর যদি নিতান্তই সংসারবাসনা পরিত্যাগ কর্‌বার সাধ হ'য়ে থাকে, তবে আয় এই পদাঘাতেই——
(পদাঘাতে উদ্যত)।

ভীমার্জ্জুন। সাবধান! সাবধান!!

জরা। হা হা, তোরা নিতান্ত দুর্ব্বল, তোদের ওরূপ স্পর্দ্ধাদর্শনে হাস্যের অবতারণা হয় মাত্র। হতভাগ্য নির্ব্বোধগণ! তোরা কেন এই গোপাধমের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এসেছিস্?

ভীম। ওরে অহঙ্কারী জরাপুত্র! আমরা প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে

এসেছি, কি তোর প্রাণ-বিসর্জ্জন করাতে এসেছি, তা অনতি-বিলম্বেই দেখ্‌তে পাবি। হাঁ রে নরাধম! তুই আমাদের দুর্ব্বল মনে ক'রে উপহাস ক'র্‌লি; কিন্তু অন্ধ! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না যে, আমাদের পরমবল স্বয়ং কৃষ্ণ সঙ্গে রয়েছেন; আমরা একমাত্র কৃষ্ণ সহায় ক'রে তোর মত শত শত জরা-সন্ধকে, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতুল্য জ্ঞান করি। পাপিষ্ঠ! কৃষ্ণ-নিন্দা? কৃষ্ণ-অপমান? কৃষ্ণদাসের সম্মুখে কৃষ্ণ-অপমান? দুর্ম্মতি! কৃষ্ণের অনুমতির অপেক্ষায় র'য়েছি; নতুবা, তোর ঐ পাপ-মুণ্ড এতক্ষণ ভীমের বামপদতলে বিদলিত হ'ত।

জরা। ওরে ভীম! তোর কৃষ্ণ ত পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, ওর কি নিন্দা বা মানের ভয় আছে?

ভীম। না আর না, আর পার্‌লেম না, আর পাপাত্মার কথা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌লেম না। আর কৃষ্ণের অনুমতির অপেক্ষাও ক'র্‌তে পার্‌লেম না। কৃষ্ণের বিনানুমতিতে, তোকে বধ করায় যে পাপসঞ্চয় হবে, তোর ঐ নরকতুল্য বদন-মণ্ডল ছিন্ন ক'রে, সেই রক্তের দ্বারা সেই পাপরাশিকে ক্ষালন ক'র্‌ব। অর্জ্জুন! আর দেখিস্ কি? আর তোর সখার অপেক্ষা করিস্ নে। আমরা সম্মুখে জীবিত থাকৃতে, নরাধম কৃষ্ণকে পদাঘাত ক'র্‌তে উদ্যত হয়? এত সাহস্? ওঃ! আমরা এখনও পাপত্মাকে নিধন না ক'রে স্থির হ'য়ে আছি? ভাই কৃষ্ণ! এখনও অনুমিত দিচ্ছিস্ নে? এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অপমান সহ্য ক'র্‌ছিস্? তুই যেন ভাই নির্ব্বিকার, তোর যেন স্তুতি বা নিন্দা নাই; কিন্তু আমরা তোর

কোন নিন্দা বা অপমান সহ্য ক'র্‌তে পারি নে ; আমাদের ত হৃদয় বিকারশূন্য হয় নাই।

জরা। গণ্ডমূর্খ! গোপাধমের দাস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্‌, আমি অস্ত্রাগার হ'তে অস্ত্র আনয়ন ক'রে তোকে প্রদান করি। নিরস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌ব না। প্রহরিগণ! সাবধান, যেন এই ধূর্ত্তগণ পলায়ন না করে।

(সবেগে প্রস্থান)

কৃষ্ণ। এস, আমরাও বেশ পরিবর্ত্তন করি।

(সকলের রণবেশধারণ)

যুদ্ধসাজে গদাদ্বয়স্কন্ধে দূরে জরাসন্ধের প্রবেশ
এবং পশ্চাৎ হইতে রাণীর বাধা-প্রদান
করিতে করিতে প্রবেশ

জরা। মহিষি! যাও ফিরি অন্তঃপুরে।
হের ঐ সম্মুখে আমার,
শত্রু-সিংহ করে আস্ফালন।

রাণী। মহারাজ! মহারাজ!
নাহি দিব সিংহের সমীপে যেতে।

জরা। এ কি কথা ক্ষত্রিয়-রমণী?

রাণী। কাঁদে প্রাণ তব তরে।

জরা। কেন এত অধীরা মহিষী? নিশ্চয় জিনিব রণ।

রাণী। মহারাজ! প্রবোধ না মানে মন।
মনে হয় প্রমাদ ঘটিবে।

জয়া। বান্ধ বুক পাষাণে মহিষি!
বীরের রমণী তুমি, বীর-কর্ম্মে বাধা নাহি দিও
কি কহিবে বীরাঙ্গনাগণে?
ত্যজ মোরে,
বধি অরি সত্বর ভেটিব তোমা।

রাণী। প্রাণনাথ! অধীনীরে দিও না বেদনা।
হেরি কুস্বপন গভীর নিশিতে,
কুলক্ষণ হেরি চারিদিকে,
দিব না এ জীবন থাকিতে,
প্রাণকান্ত! সমরে যাইতে।

জয়া। রাণি! স্বপনের অলীক আশঙ্কা,
মনে নাহি দিও স্থান।
জে'ন মনে না ঘটিবে অমঙ্গল,
সুমঙ্গল হইবে নিশ্চয়।
ছাড় ত্বরা, যাই রণে, বিলম্ব না সয়।
বিলম্বে হাসিবে শত্রু ভীত মনে করি।

রাণী। আগে বধ মোরে, কর শেষে সমরে গমন।

জয়া। ঘটালে জঞ্জাল রাণি!
আজীবন স্বাধীন জীবনে,
বীরধর্ম্ম ক'রেছি পালন।
এ কি দায় আজি!
রমণী-অঞ্চলতলে লুক্কায়িত দেহে,
শত্রু-ভয় নিবারিব কেমনে মহিষি!
ছিঃ! ছিঃ! বড় ঘৃণা, বড় ঘৃণা সে,

তা হ'তে যে মৃত্যু ভাল গণি।
জান তুমি আমার হৃদয়।
পুরুষত্ব জীবনের সার।
নহি নারী-মুখাপেক্ষী কাপুরুষ-মত।
তবে কেন আজি
বাধা দাও সমরে যাইতে ?

রাণী। প্রাণনাথ! প্রাণ ত বুঝে না।
ভয় পাছে তোমা হারা হই।
সহকার বিনে মাধবী দাঁড়ায় কোথা ?

জয়া। (সক্রোধে) জানি না দাঁড়ায় কোথা ?
না পারে দাঁড়াতে,
প'ড়ে যাক্ ভূমিতলে।
কি আশ্চর্য্য! রমণী-অন্তর,
কেবল অহিত-চিন্তা আত্মীয়জনের।

রাণী। মহারাজ! করি যোড় কর,
রাখ হে দাসীর কথা।

জয়া। এ কি জ্বালা, কেন কথা শোন না মহিষী ?
প্রাণ দিয়ে পারিবে না রক্ষিতে আমায়।
বৃথা কেন কাঁদ মোর কাছে ?
কঠিন এ বীরের হৃদয়,
শত অশ্রুপাতে গলাতে নারিবে।
কোন্ বীর ক্ষত্রিয়-সমাজে,
নারী-বাক্যে না করে সমর ?

কোন্ বীরাঙ্গনা বল, তোমার সমান,
যুদ্ধোন্মত্ত বীরপতি হেরি,
উল্লাসে না হয় আত্মহারা ?
কোন্ বীরাঙ্গনা, কাপুরুষ পতি ল'য়ে,
ভালবাসে দিবানিশি,
কাটাইতে প্রেম-আলাপনে ?
যাহ রাণি ! বিলম্ব ক'র না।
নহি তব ক্রীড়ার পুত্তলী,
বীর আমি জরাসন্ধ নাম।

রাণী। (পদধারণপূর্ব্বক)
ধরি পায়, রাখ পায়, প্রাণকান্ত আজি,
নতুবা ঐ পদাঘাতে ঘুচাও জঞ্জাল।

জরা। ফলে শেষে তাই হবে।
ছাড় পদ, ছাড় পথ, তিষ্ঠিতে না পারি।
ঐ শোন রণডঙ্কা বাজিছে আবার,
ঐ শোন জয়ঢাক বাজে উচ্চরোলে,
উৎসাহে নাচিছে প্রাণ ছুটিছে শোণিত ;
ছাড় রাণি ! রণরঙ্গে মাতিব এখনি।

ভীম। আয় রে পাপিষ্ঠ জরাপুত্র দুরাচার !
প্রাণভয়ে কাপুরুষ-সম,
রমণী-অঞ্চল ধরি র'য়েছিস্ ভীরু ?

জরা। হের রাণি ! সিংহের বিবরে পশি,
শিবা-আস্ফালন।
নাহি পারি সহিতে তিলার্দ্ধ।

(ভীমের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে)
তিষ্ঠ রে পবনসুত ! বধিব সত্বর।
ছাড়ি রাণি ! অন্তঃপুরে যাও।
আর না রহিতে পারি।

রাণী। বধ মোরে মহারাজ !

জরা। দূর হও অভাগিনী।

(পদদ্বয় মোচন)

রাণী। প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ !

জরা। দূর হও ডেক না পশ্চাতে।

(বেগে ভীম-সমীপে গমন)

রাণী। হা ভাগ্য ! এতদিনে হইলি বিমুখ !
ভাঙ্গিলি জন্মের মত অভাগীর সুখ।
যাই যাই, ঝাঁপ দিগে জ্বলন্ত-আগুনে,
ছার প্রাণ রাখিব না আর।

(সরোদনে প্রস্থান)

জরা। আয় রে তস্কর-ত্রয় ! আয় একে একে,
পাঠাই মুহূর্ত্তমাঝে শমন-আগারে।

অর্জ্জুন। সত্য বটে তস্কর আমরা,
কিন্তু, না হরিব অন্যধন,
হরিতে এসেছি তোর ঘৃণিত জীবন।
কি দেখাস্ কৃতান্তের ভয়।
নাহি ডরি কৃতান্তে আমরা ;
হের ঐ রহে সঙ্গে শমন-দমন,
কি সাধ্য কালের আছে লভিতে জীবন।

জরা। ওরে মূর্খ! পার্থ কুলাঙ্গার!
ঐ বুঝি শমন-দমন তোর?
ব্রজপুরে প্রতি ঘরে ঘরে,
ভাণ্ড হ'তে করিত যে নবনী হরণ;
সেই কৃষ্ণ কবে হ'ল শমন-দমন?
বন্ধনের চিহ্ন দেখ্ র'য়েছে এখন (ও)।

গীত

বল্ রে বল্ পাপিষ্ঠ, দুষ্ট কৃষ্ণ কবে ইষ্ট হ'ল।
কে না জানে, ও কুজনে, কলঙ্ক-কালিমায় কাল॥
জানে জগজ্জন, বৃন্দাবন-বিবরণ,
গোপিনী-বসন-হরণ গোধন-চারণ,
ছিঃ! ছিঃ! ঘৃণা হয়, দিতে রে পরিচয়
সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট যার গোপোচ্ছিষ্ট বনফল॥

অর্জ্জুন। ওরে জ্ঞানান্ধ! তোর যদি সে দৃষ্টি-শক্তিই থাক্‌বে, তাহ'লে কি তোর ঐ রসনা কৃষ্ণ-নিন্দা ক'র্‌তে সাহসী হ'ত? বুঝ্‌লেম, নরকও তোর বাসস্থানের উপযুক্ত নয়। আয়, এখন অগ্রসর হ, তোর পাপ-রসনা দ্বিখণ্ড করি।

জরা। কার সঙ্গে রণে অগ্রসর হব রে বর্ব্বর? তোর সঙ্গে? সে দুরাশা যেন তোর মনেও কখন স্থান পায় না। তোর সঙ্গে যে দিন অস্ত্রধারণ ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে, সে দিন দেখ্‌বি, পশ্চিমদিক্ হ'তে সূর্য্যোদয় আরম্ভ হ'য়েছে। ওরে! খগপতি বৈনতেয় কি নাগগণের সহিত যুদ্ধ ক'রে তাদের প্রাণ সংহার ক'রে থাকে? তোকে যদি সংহার কর্‌তে হয়, তাহ'লে আর সমরে অবতীর্ণ হ'তে হবে না, কেবল মাত্র একটী মুষ্ট্যাঘাতেই

তোর জীবন-লীলা শেষ ক'র্‌ব। তাই ব'ল্‌ছি রে হীনবল পার্থ! তোর সঙ্গেও নয়, আর তোর ঐ বাঁকাসখা কৃষ্ণের সঙ্গেও নয়; যুদ্ধ যদি ক'র্‌তে হয়, তবে এক ভীমের সঙ্গেই ক'র্‌ব।

ভীম। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমিও তাই চাই। অনেক দিন মল্লযুদ্ধ এবং গদাযুদ্ধ কর্‌বার সুযোগ ঘটে নাই, আজ এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত।

জরা। বৃকোদর! স্মর তব ইষ্টদেবে,
ভীমশূন্য হবে বসুন্ধরা।

ভীম। হের ঐ ইষ্ট মম বিরাজে সম্মুখে।
থাকিতে ঔষধি কাছে ব্যাধিতে কি ভয়?
স্থির মনে জানিস্ বর্ব্বর!
ভীমশূন্য না হবে ধরণী।
এক ভীম যাবে, পুনঃ শত ভীম হবে।
হের ঐ ভীম-কায় বিরাটপুরুষে;
প্রতি লোম-কূপমাঝে কত ভীম রাজে।

জরা। ওরে ভীম! সাধে কি তোকে লোকে গণ্ডমূর্খ বলে? মূর্খ! কোন্ চ'ক্ষে তুই ঐ রাখালশিশুর অঙ্গে, শত শত ভীম বাস ক'র্‌তে দেখ্‌লি?

ভীম। ওরে নরাধম! জ্ঞানচ'ক্ষে দেখেছি, তোর সে চক্ষু নাই। তাই তুই কৃষ্ণকে রাখাল ব'লেই মনে ক'র্‌ছিস্। তবে যে আমি মূর্খ, সে কথাও মিথ্যা বলিস্ নাই। মূর্খ না হ'লে তোর মত মূর্খকে, কৃষ্ণ-অঙ্গে, ভীম দেখ্‌তে ব'ল্‌ব কেন? অন্ধকে আলোক দেখিয়ে দিলে, সে তা দেখ্‌তে পাবে কেন? তার চ'ক্ষে যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

জরা। গণ্ডমূর্খের সঙ্গে তর্ক করাও একপ্রকার মহাপাপ। তার সে অন্ধ-বিশ্বাস কিছুতেই দূর হয় না, বৃথা রসনার শ্রান্তিবর্দ্ধন করা মাত্র। অরণ্য-মধ্যে রোদন ক'র্‌লে, অরণ্য যেমন সে রোদন-দর্শনে দুঃখিত হয় না, বা রোদন-কারীকে সান্ত্বনা করে না; মূর্খকে উপদেশ দিতে গেলে, মূর্খও তেমনি তার কোনও মর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না। যা হ'ক্, আর বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন; এই গদা গ্রহণ কর্, আমি প্রস্তুত। (গদা প্রদান)

ভীম। (গদা গ্রহণ করিয়া) রাবণের গৃহস্থিত মৃত্যুবাণ যেমন তার বিনাশের কারণ হ'য়েছিল, তোর গৃহস্থিত এই গদাও তেমনি আজ তোরই বিনাশের কারণ হবে।

দেখ অন্ধ! চাহিয়ে আকাশে।
নিয়তির জয়ডঙ্কা বাজে ভীমরবে।
ঐ শোন্ বলিছে নিয়তি।
ভীম-করে লীলা তোর হবে অবসান।
(কৃষ্ণের প্রতি) বাসুদেব!
কর তবে অনুমতি মোরে।
জরাসন্ধ সনে রণে হইব প্রবৃত্ত!

কৃষ্ণ। কর রণ বৃকোদর! নির্ভীক-অন্তরে,
হবে নাশ মগধ-ভূপতি।

জরা। দেখ্ বসি গোপাধম!
কেবা কারে বধে।

(উভয়ের গদাযুদ্ধ)

ভীম। এইবার মল্লযুদ্ধে বধি তোর প্রাণ।

(উভয়ের মল্লযুদ্ধ)

ভীম। (সহসা জরাসন্ধের বক্ষের উপর বসিয়া)
এইবার নরাধম?

জরা। ওঃ ওঃ ওঃ! বৃহৎ পর্ব্বত যেন চাপিল বক্ষেতে।
ভীম-ভার না পারি সহিতে।
উপবাসী নাহি অঙ্গে বল,
প্রাণপণ করি ভীমে ফেলিব ভূতলে।
(ভীমকে ভূমিতে পাতন)

কৃষ্ণ। বৃকোদর! দেখ দেখ! (পত্র দ্বিখণ্ডপূর্ব্বক ভীমকে সঙ্কেত প্রদর্শন)।

ভীম। (জরাসন্ধের একপদ নিজপদ দ্বারা চাপিয়া, অন্য পদ হস্ত দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক) এইবার যাবি কোথা?

জরা। ওহো! বুঝ্‌লেম, আর রক্ষা নাই, আজই ভীমের হাতে ভব-লীলা সাঙ্গ হ'ল। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তারকব্রহ্ম কৃষ্ণ! এত দিন পরে তুমি কে, তা চিনেছি। দয়াময়! অজ্ঞানের গত অপরাধ ক্ষমা কর। পতিত-পাবন! পাপী ব'লে পাপ-সাগরে পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'র না! কর্ণধার! ঐ যে সম্মুখে অকূল-পাথার, পাপীকে পার ক'রে দাও।

গীত

ভব-কর্ণধার, ভব-পারাবার, কর কর এবার পার হে।
হেরে প্রলয়-তরঙ্গ, শিহরিছে অঙ্গ, নিবার আতঙ্ক আমার হে॥
শত্রুতা পরিহরি এস হরি হৃদে,
আঁখি মুদে দেখি তোমায় অন্তিম-সুহৃদে,
(কত দেখেছি) (সে যে শত্রুভাবে) সে যে আঁধার মাঝে অন্ধ হ'য়ে)
এবার ফুটেছে হে আঁখি, ওহে কমলাখি, দেখিব রাজীব চরণ।
আজি, শেষের দেখা দেখে নিয়ে, আমি ছাড়িব এ সংসার হে॥

ভবে এসে, রিপুর বশে, কত খেলা খেলেছি,
পাপের প্রবাহ মাঝে সদাই ডুবেছি,
(সাধ মিটেছে) (আমার খেলা খেল্‌বার) (আমার ইহকালের সকল খেলার)
এবার ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল হে ত্রিভঙ্গ, শমন-প্রসঙ্গ, নাশ হে ॥
তুমি বিনে কে বহিবে, এ পাতকীর পাপ-ভার হে ॥

জরা। আঃ—আঃ—আঃ—না—রা—য়—ণ,—না—
(ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধকে দ্বিখণ্ডকরণ ও মৃত্যু)

অসিহস্তে উন্মাদিনী অস্তির প্রবেশ

অস্তি। ওঃ ওঃ জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল,
প্রতিহিংসা না হ'ল সাধন।
বক্ষমধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে,
পুড়ে গেল অস্থি মজ্জা সব।
ছারখার হ'ল প্রাণ।
নিভাব নিভাব আজি কৃষ্ণের রুধিরে ;
কৈ সে ? কৈ সে ?—
পতি-হন্তা পিতৃ-হন্তা,—কৈ সে পামর ?
দেখারে আমায়—
করি পান রক্ত তার।
পিপাসায় প্রাণ যায়,
করিব রুধির পান।
ঐ যে, ঐ যে, পিতা অনন্ত-শয়নে।
পিতঃ! পিতঃ!
যাও নিদ্রা ধরণীর কোলে,

চিরদিন কর শ্রান্তি দূর,
করিবে তনয়া তব শক্রর নিপাত।
(বিকটভাবে) হা, হা, হা, হা, হা, হা,
আয় তোরা ডাকিনী যোগিনী।
নাচিবি আমার সনে রক্ত পান করি।
উঃ উঃ উঃ! জ্ব'লে যায়, ফেটে যায় বুক,
কোথা যাই? কোথা যাই? কোথায় জুড়াই?
কোথা গেলে শান্তি পাব?
এ যে মরুভূমি,
ধূ ধূ করে ভীষণ প্রান্তর।
না, না, না, এখানে না,
বহু দূর যেতে হবে—
হা হা হা, হা হা হা,
ভয় দেখাস্ কে তুই ভীষণ?
বীরবালা আমি,
নাহি ডরি বিভীষিকা হেরি।
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা,
না হইল জীবনে সাধন।
পিতঃ! পিতঃ! দাঁড়াও দাঁড়াও,
যাবে অস্থি তব সঙ্গে।
না পারি তিষ্ঠিতে আর।
পিতঃ গো! তনয়ারে কর সাথ।

(পতন ও মৃত্যু)

কৃষ্ণ। রক্ষিগণ! বন্দিগণে কর মুক্তিদান।

বন্দিগণ। (বন্ধনমুক্ত হইয়া) হরিবোল হরিবোল।

কৃষ্ণ। যাও নৃপ! সবে চলি নিজ নিজ দেশে।
করিবেন রাজসূয় রাজা যুধিষ্ঠির,
হইবে সকলে তাঁর যজ্ঞেতে সহায়।

(বন্দিগণের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। চল, সকলে শ্রান্তি দূর করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[মগধ-পুরী]

কৃষ্ণ. কাচাস্কন্ধে সহদেব ও পাগলী-মার প্রবেশ

কৃষ্ণ। আর কেঁদ না সহদেব! তোমার পিতা অনন্তমুক্তি প্রাপ্ত হ'য়েছেন; মুক্ত পুরুষের জন্য কি কাঁদ্‌তে আছে বৎস?

পাগলী। বাবা! ঐ কৃষ্ণপদে মন স্থির কর, তাহ'লে আর কোন দুঃখ, কোন কষ্ট থাক্‌বে না। এতদিনের পর তোমার সাধনার সিদ্ধি হ'য়েছে, কৃষ্ণ তোমাকে দেখা দিয়েছেন; আর কি সহদেব! আজ তুমি গৃহে ব'সে সাধনার ব'লে, ঐ যোগীঋষির সাধনার ধনকে দেখ্‌তে পে'লে, এ হ'তে আর সৌভাগ্যের কথা কি আছে বাপ? এতদিনে আমার কাজও সুসিদ্ধ হ'ল। তবে বাবা! তোমার পাগলী-মাকে এখন বিদায় দাও।

কৃষ্ণ। বৎস সহদেব! তোমার মত ভাগ্যবান্ পুরুষ এ সংসারে কে আছে? স্বয়ং ভগবতী এতদিন পাগলী-মা সেজে, তোমার কাছে এসেছেন, তুমি চিন্‌তে পার নাই।

সহ। কি কি পাগলী মা, পাগল নয়? স্বয়ং দুর্গতিহারিণী দুর্গা বুঝ্‌লেম কৃষ্ণ! তোমরা যতক্ষণ চিন্‌তে না দেবে ততক্ষণ তোমার কাছে থাক্‌লেও, চিন্‌তে পার্‌বার সাধ্য নাই। আহা! আমার কি ভাগ্যবল! আমি ঘরে ব'সে দুর্গা ও হরির দেখা পেলেম! মা দুর্গে! এতদিন পাগলী-মা নাম ধ'রে আমার কাছে পাগল সেজে আস্‌তিস্; কত অন্যায় কথা ব'লেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর্ মা।

পাগলী। না বাবা! তাতে তোমার কোন দোষ হয় নি।

কৃষ্ণ। সহদেব! এখন তোমাকে এই মগধরাজ্যের রাজা হ'তে হবে।

সহ। কৃষ্ণ! তোমাকে পেলে কি আর রাজা হ'তে সাধ করে? আমি রাজা হ'তে চাইনে, রাজা হ'লে তোমাকে ভুলে যাব, রাজকার্য্য বড় কঠিন।

কৃষ্ণ। না সহদেব! রাজা হ'লে তুমি আমাকে ভুলে যাবে না। ধর্ম্মপথে থেকে প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন করাই রাজার কর্ত্তব্য। আর তুমি যখন রাজপুত্র, তখন এ রাজ্যে তোমারই অধিকার; নিজের অধিকার পরিত্যাগ ক'র্‌লে, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'তে হবে। পদ্মপত্রের সহিত জলের যেমন অবিমিশ্রিত ভাব, রাজপদের সঙ্গে তোমার মানসিক বৃত্তিরও তেমনি অনাসক্ত ভাব থা'ক্‌বে; অথচ সুচারুরূপে রাজকার্য্য সম্পাদিত হবে।

পাগলী। এখন কৃষ্ণ! ভক্তকে ত ধন্য ক'র্‌লে, কিন্তু যেজন্য এত কাণ্ড ক'র্‌লেম, বলি আমার সে বাসনা কি পূর্ণ ক'র্‌বে না?

কৃষ্ণ। কি বাসনা মা শববাসনা! বল, এখনই পূর্ণ ক'র্‌ব।

পাগলী। তোমার ব্রজদুলাল রূপ একবার দেখতে বাসনা। কনক-বরণী রাধা-লতা-বিজড়িত সেই ব্রজমোহন বেশ অনেকদিন দেখি নাই।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) মহামায়ার ইচ্ছা যে, আমার যুগলরূপ প্রদর্শন ক'রে, জগতের নিস্তারের উপায় ক'রে দেন; নতুবা আজ হৈমবতীর নূতন ক'রে, যুগলরূপ দেখবার সাধ হবে কেন? (প্রকাশ্যে) মা! এই আমি যুগলরূপ ধারণ ক'র্‌লেম।

মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপ, দুই পার্শ্বে চামরধারিণী ব্রজরাখালগণের দুইভাগে অবস্থান

দুর্গা। সহদেব! দেখ বাপ! শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখ। ওরে ব্রহ্মাণ্ডবাসী পাপী! মহাপাপী! কে কোথায় আছিস্, একবার সকলে এসে যুগলমিলন দর্শন ক'র্! আজ আর ভক্ত অভক্ত নাই, যার ইচ্ছা সেই দেখ্‌তে পাবে। মুগ্ধ জীবগণ! যদি ভব-সাগরে পার হবার সাধ থাকে, তবে আজ এই মধুর যুগলরূপ দর্শন ক'রে, মাধব-লীলার মধুরতা হৃদয়ঙ্গম কর; তাহ'লে আর পাপের জন্য ভাব্‌তে হবে না। বল, সকলে বদনভ'রে উচ্চৈঃস্বরে মধুর হরিবোল বল। রাখালগণ! তোমরা একবার মনের সাধে রাধাকৃষ্ণের গুণ গান কর।

গীত

গাও গাও গাও গাও রে সবে, রাধাকৃষ্ণের গুণ গাও।

মনের হরষে সবে, ভাস ভাবের তরঙ্গে।

আধ কৃষ্ণ আধ রাধা যুগল মাধুরী রে,

নবঘন পাশে যেন শোভে সৌদামিনী রে ॥

আধ অঙ্গে পীতধড়া, আধ নীলাম্বরী রে,

নীলাম্বর মাঝে যেন হাসে পূর্ণশশী রে ॥

আধ শিরে শিখিপাখা, আধ দোলে বেণী রে ॥

আধ করে পদ্ম, আধ করে মোহন বেণু রে ॥

যুগলমূরতি অঘোর হের নয়ন ভরি রে,

বদন ভরিয়ে সবাই বল হরি হরি রে ॥

সমাপ্ত

যাত্রায় অভিনীত পুস্তকাবলী

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—জয়মাল্য ১॥০, সম্বরাশূর ১॥০, মা ১॥০, মীনা ১৲, সৌমিত্রী ১॥০, ধর্ম্মপথ ১॥০।

রামদুর্ল্লভ কাব্য-বিশারদ—ভীষ্ম-বিজয় ১॥০, পুষ্কল মোচন ১॥০, পাঞ্চালী ১॥০, সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ ১॥০, ভীষ্মার্জ্জুন ১॥০, ভার্গববিজয় ১॥০, মহামায়া ১॥০, হংসাবসান ১॥০, বাচস্পতি ১॥০।

পশুপতি চৌধুরী—কল্যাণী ১॥০, সুযজ্ঞ ১॥০, শ্মশান ১॥০।

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রিশঙ্কু ১॥০, অংশুমান ১॥০, জড়ভরত ১॥০।

অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক—সগরাভিষেক ১॥০, প্রমীলা ১॥০।

রাইচরণ সরকার—শ্বেতার্জ্জুন ১॥০, বেদ-উদ্ধার ১॥০, গন্ধেশ্বরী ১॥০, পাষণ্ড-দলন ১॥০, কর্ম্মফল ১॥০।

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ—তর্পণ বা কর্ণবধ ১॥০, বাসুদেব ১॥০, পূজনীয়া ১॥০, রামানুজ ১॥০, সৈরিন্ধ্রী ১॥০, পাষাণী ১॥০, ভাগ্যদেবী ১॥০।

পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন—মহামানব ১॥০, দুর্গোৎসবে সমাধি ১॥০, যুগসন্ধি ১॥০।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী—ত্রিপুরারি ১॥০, শ্রীদুর্গা ১॥০, শ্রীকৃষ্ণ ১৷৵০, সন্ধ্যা ১॥০।

গণেশকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাল্মীকি ১॥০, বঙ্গবালা ১॥০, কৃষ্ণমাতা ১॥০।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা